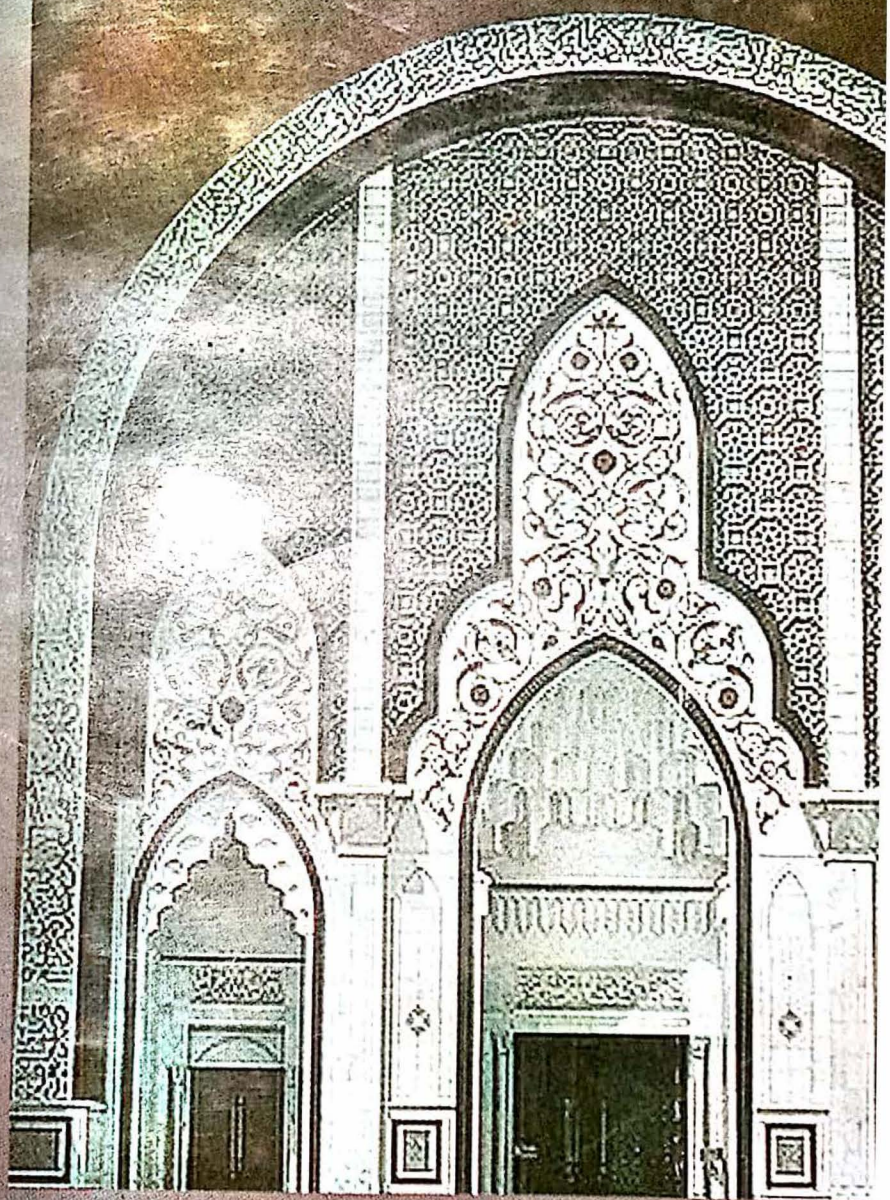
সূচীপত্র

আল্লাহওয়ালাদের সফলতার রহস্য



মাওলানা মুফতী সালমান মনসুরপুরী

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহওয়ালাদের
সফলতার রহস্য

সংকলক
মুফতী মুহাম্মদ সালমান মনসুরপুরী
মুফতী ও মুহাদ্দিস, জামিয়া কাসেমিয়া শাহী মুরাদাবাদ, ভারত

অনুবাদ
জহির উদ্দিন বাবর
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আর-রাশাদ মিরপুর, ঢাকা

দারুল উলুম লাইব্রেরী
[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.banglakitab.weebly.com

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল — ২০০৯

প্রকাশক ◗ শহীদুল ইসলাম, দারুল উলূম লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড) ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, মোবাইল : ০১৯১৮-১৮৮০৮৫

স্বত্ব ◗ সংরক্ষিত, প্রচ্ছদ ◗ সাজ ক্রিয়েশন

কম্পিউটার কম্পোজ ◗ এম. হক কম্পিউটার্স

মূল্য : আশি টাকা মাত্র

Allahwalader Saflater Rahassa : Writen By Mul Muhammad Salman Mansurpuri, Translated By Zahir Udd Babar, Publishd By Shahidul Islam, Darul Ulum Libra Islami Tower (Underground), 11/1 Banglabazar, Dhaka-110 Mobile : 01918188085

PRICE : TAKA EIGHTY ONLY

ISBN : 984-8409-15-17

www.banglakitab.weebly.com

অর্পণ

একজন আল্লাহওয়ালা

মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান (দা. বা)

'যাঁর ঈমানী চেতনা ও হৃদয়ের জ্বলন্ত আবেগ
এদেশের তরুণ আলেমদের মধ্যে জাগিয়ে
তুলছে জেগে ওঠার দীপ্ত বাসনা।'

— অনুবাদক

www.banglakitab.weebly.com

প্রকাশকের কৈফিয়ত

আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর গোলামী করার জন্য। গোলাম যখন তার প্রভুর মানসা অনুযায়ী চলবে তখনই সে প্রভুর নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হবে। মানুষের কাজও আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান অনুসরণ করে জীবন পরিচালিত করা। দুনিয়াতে যারা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জীবনযাপন করে তারাই আল্লাহর মকবুল বান্দা বা আল্লাহওয়ালা। তারাই পৃথিবীতে প্রকৃত সফল। কারণ তারা নিজেদের চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা এমন কিছু গুণ অর্জন করে নিয়েছেন যা আল্লাহর কাছে অতি প্রিয় ও মূল্যবান। আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার চেয়ে জীবনে পরম প্রাপ্তি আর কিছু নেই।

"আল্লাহওয়ালুকী মাকবুলিয়্যাত কা রায" কিতাবটি যখন আমার হাতে আসে এর বিষযবস্তু দেখে এবং আংশিক মুতালায়া করে আমি অভিভূত হয়ে যাই। তখনই চিন্তা করি আমার আস্থাভাজন লেখক ও অনুবাদক জহির উদ্দিন বাবরকে দিয়ে কিতাবটি অনুবাদ করিয়ে সর্বশ্রেণীর পাঠকের হাতে তুলে দিব।

আল্লাহর শোকর, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অনুবাদের পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে যাই। এজন্য ধন্যবাদ জানাই অনুবাদককে। আশা করি কিতাবটি সব ধরনের পাঠকের মাঝে সাড়া জাগাবে। মৃতপ্রায় অন্তরসমূহে চেতনার পরশ বুলিয়ে দিবে। আল্লাহ তাআলা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে কিতাবে বর্ণিত গুণাবলী অর্জন করে তাঁর নৈকট্য হাসিলের তাওফীক দিন। আমীন।

বাংলাবাজার
২০ মার্চ ২০০৯

শহীদুল ইসলাম

www.banglakitab.weebly.com

দু'টি কথা

পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করেছেন যাদের ওসিলায় সৃষ্টির ধারা টিকে আছে যুগ যুগ ধরে। কুরআন-হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী এ কথা প্রমাণিত যে, যখন পৃথিবীতে আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত এসব মানুষের বিচরণ থাকবে না তখন থমকে যাবে সৃষ্টিরাজির সহজাত গতিধারা। মহাপ্রলয় ও চূড়ান্ত পরিণতির দিন তখনই আসবে। স্রষ্টার নির্বাচিত বিশেষ মর্যাদার অধিকারী এসব মানুষ যাদেরকে আমরা আল্লাহ্ওয়ালা হিসেবে জানি তাদের এ সাফল্যের পেছনে মূল রহস্য কী– এটা আমাদের কাছে এক বিস্ময়। *"আল্লাহওয়ালুকী মাকবুলিয়্যাত কা রায"* কিতাবটিতে সে বিস্ময়ের রহস্যই উদ্ঘাটন করা হয়েছে।

বস্তুত আল্লাহ্ওয়ালাদের এ সাফল্যের পেছনে কুদরতী কোনো কারিশমা নয় বরং কঠোর সাধনা ও নিরলস প্রয়াসের মাধ্যমে অর্জিত কিছু মহৎ গুণই মূল কারণ। যে কোনো মানুষের জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেতে এ গুণগুলো অর্জন করার কোনো বিকল্প নেই। এসব গুণসমৃদ্ধ মানুষ পৃথিবীতে যত বেশি হবে পৃথিবী ততই সুন্দর ও বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।

কিতাবটিতে সংকলক আল্লাহ্র মকবুল বান্দাদের গুণাবলী ও তাদের জীবনের আলোকময় কিছু দিক এমনভাবে আকর্ষণীয়রূপে উপস্থাপন করেছেন যা যে কোনো মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার মতো। কিতাবটি অনুবাদ করতে গিয়ে আমিও মাঝে মাঝে বিবেকের ধাক্কায় সম্বিত ফিরে পেয়েছি, আবেগে আপ্লুত হয়েছি। বলতে দ্বিধা নেই, বইয়ে বর্ণিত গুণাবলীর ছিটেফোটাও অধমের মধ্যে নেই, শুধুই রূপান্তরকারী হিসেবে কথাগুলো আমার কলম দিয়ে বের হয়েছে মাত্র। আল্লাহ্র মকবুল বান্দাদের কথা নকলকারী হিসেবে তাদের রূহানী ফয়েজ ও বরকত যেন লাভ করতে পারি– এটাই স্রষ্টার কাছে একান্ত প্রার্থনা।

বিনীত

২৫ মার্চ ২০০৯ ঈসায়ী

জহির উদ্দিন বাবর
মাদরাসা দারুর রাশাদ
মিরপুর, ঢাকা।

www.banglakitab.weebly.com

সংকলকের আরজ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم ـ اما بعد

"আল্লাহওয়ালুকী মাকবুলিয়্যাত কা রায"-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে আট বছর পূর্বে। প্রকাশের পর থেকেই আল্লাহর ফজলে কিতাবটি ভারত-পাকিস্তানসহ পাশ্ববর্তী দেশসমূহে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার যত শোকরই আদায় করা হোক তা অপূর্ণই থেকে যাবে। কিতাবটি পাঠকদের কাছে বেশ স্বীকৃতি পায় ও তাদের উপকারে আসে। চিন্তাশীল ওলামায়ে কেরাম ও সাধারণের মধ্যে এর যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। এমনকি অনেক মাশায়েখ ও পীর তাঁদের খানকা ও মাদরাসায় নিয়মিত এ কিতাবের তালীম পর্যন্ত চালু করেছেন এবং এর মুতালাআকে নিজেদের ইসলাহী নেসাবের অংশ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। فالحمد والشكر كله لله

প্রথম থেকেই ইচ্ছা ছিল এ সংকলনটি পুনরায় দেখে কিছু বিষয় সংযোজন এবং বিন্যস্ত করব। কিন্তু আজ নয় কাল করতে করতে তা আর হয়ে উঠেনি। অবশেষে আজ থেকে কয়েক মাস পূর্বে কম্পিউটারে লেখা শুরু করি। যখনই সুযোগ হতো এতে কিছু সম্পাদনা ও সংযোজনের কাজ আঞ্জাম দিতে থাকলাম। বেশ কিছু অধ্যায়ে পৃথক পৃথক শিরোনাম বসালাম। বিশেষত আলেমদের জন্য আল্লামা ইবনে আব্দুল বার উন্ধুলুসী (রহ.) (মৃত্যু ৪৬৩ হি.) এর কিতাব جامع بيان العلم وفضله থেকে আকাবিরের মূল্যবান কিছু বাণী ও হালত সংযোজন করলাম। আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী এখন এ কিতাব আগের চেয়েও বেশি আগ্রহ নিয়ে পড়লে ব্যাপক ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ وماذالك على الله بعزيز প্রথম সংস্কারণের ভূমিকায় আমি আরজ করেছিলাম– এ কিতাবের প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি আমি নিজে। বরং নিজের ইসলাহের

www.banglakitab.weebly.com

তাগিদেই এই সংকলন করার প্রেরণা জাগে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, এখন পর্যন্ত এই অধম কিতাবে বর্ণিত গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত হতে পারেনি। এজন্য পাঠকদের কাছে সবিনয় নিবেদন হলো, এই অধমের জন্য দু'আ করবেন যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বিশেষ কৃপায় অধমকেও কিতাবে বর্ণিত বিষয়গুলোর ওপর আমল করার তাওফীক দান করেন। এটা করলে অধমের ওপর বড়ই ইহসান হবে। এছাড়া আরেকটি নিবেদন হলো, এ কিতাব পড়ার সময় সংকলকের সঙ্গে কোনো বিষয়ের তুলনা না করে ওই আকাবির ও সালফে সালেহীনের দিকেই নজর রাখবেন যাদের প্রতি কিতাবে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ এ অধম শুধুই বর্ণনাকারী, আমলের দাবীদার আগেও ছিল না, এখনও নেই।

মোটকথা, বিনীত এই প্রার্থনা পাঠকবৃন্দের কাছে করা হলো। দু'আ করি, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এ খেদমতটুকু তাঁর মহান দরবারে কবুল করে উম্মতের সর্বস্তরের মানুষের জন্য তা ফায়দাজনক বানিয়ে দেন। আর আমাদের জন্য তা হিদায়াতের অবলম্বন হিসেবে গণ্য করেন। আমীন।

২২. ১০, ১৪২৫ হি.

মুহাম্মদ সালমান মনসুরপুরী
খাদেম, মাদরাসা শাহী মুরাদাবাদ।

www.banglakitab.weebly.com

কিতাব সম্পর্কে বিশিষ্ট কয়েকজনের মূল্যায়ন ও অভিব্যক্তি

মাওলানা কারী সিদ্দীক আহমদ বান্দবী (রহ.)

জামিয়া আরাবিয়া হাতুড়াবান্দা, ভারত

আমি এ কিতাবের বিষয়বস্তু মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছি। অনেক দিন থেকে আমার আশা ছিল এ ধরনের একটি সংকলন তৈরি করে ব্যাপকভাবে তা প্রসার করব। কিছুদূর এগিয়েও ছিলাম। কিন্তু অতি ব্যস্ততার কারণে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া সম্ভব হয়নি। আল্লাহ পাক এ কিতাবের সংকলককে উত্তম বদলা দিন। মাশাআল্লাহ, তাঁর মধ্যে অনেক যোগ্যতা রয়েছে। তিনি কিতাবে যেসব বিষয় সংযোজন করেছেন তা খুবই উপকারী। সংকলনটি ছেপে ব্যাপকভাবে এর প্রচার প্রসার করা দরকার। দু'আ করি আল্লাহ তাআলা সংকলককে উত্তম প্রতিদান দিন এবং এই কিতাবটির মকবুলিয়ত দান করুন। আমীন।

১৫ রজব, ১৪১৭ হি.

মাওলানা উসমান আহমদ কাসেমী (রহ.)

জামেয়া বদরুল ইসলাম, শাহগঞ্জ, জৈনপুর

মাওলানা সালমান মনসুরপুরীর সংকলিত কিতাব *"আল্লাহওয়ালুকী মাকবুলিয়্যাত কা রায"* আমি পড়েছি এবং অত্যন্ত খুশি হয়েছি, কিতাবটি বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ও সফল। সংকলক অবশ্যই এর জন্য মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। যে কোনো মুহূর্ত ও যে কোনো স্থানের জন্য এটি একটি উৎকৃষ্ট কাজ। আল্লাহ তাআলা সংকলককে উত্তম বদলা দিন এবং এ কিতাবের ফায়দাকে সকলের জন্য ব্যাপক করে দিন। সার্বিক বিচারে কিতাবের বিষয়বস্তু যেমন উন্নত তেমনি এর নামটিও হয়েছে অত্যন্ত যুথসই।

০৯.০৪.১৯৯৭ ঈসায়ী

www.banglakitab.weebly.com

মাওলানা মুফতী আশেক এলাহী বুলন্দশহরী (রহ.)
মুহাজিরে মদনী

আল্লাহ তাআলা মানবতার উৎকর্ষের জন্য উত্তম গুণাবলী ও অনুপম চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এই উত্তম গুণাবলী ও অনুপম চরিত্রের মাধ্যমেই মানুষ সাফল্য লাভ করে। যে মুমিন বান্দা এর দ্বারা গুণান্বিত হন তিনি আল্লাহর দরবারে যেমন মকবুলিয়ত অর্জন করেন তেমনি সৃষ্টির কাছেও তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। এসব গুণাবলীর মধ্যে বিনয় ও নম্রতার গুণটি বিশেষ গুরুত্ব রাখে। আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দকে আল্লাহ তাআলা ইলমের পূর্ণতা যেমন দান করেছিলেন তেমনি আমলে সালেহ এবং আখলাকে হাসানা দ্বারা সুসজ্জিত করেছিলেন। তাঁরা বিনয় ও নম্রতাকে এমনভাবে নিজেদের চরিত্রের সঙ্গে ফিট করে নিয়েছিলেন তার কোনো নজীর নিকট অতীতে পাওয়া যায় না। এছাড়াও ওই হযরতদের মধ্যে তাকওয়া ও অমুখাপেক্ষিতা ছিল সর্বোচ্চ স্তরের। তাদের লেখনি, বক্তৃতা, দরস, তাদরীস সবই ছিল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তাঁরা সৃষ্টির কাছে কোনো জিনিসের প্রত্যাশী ছিলেন না। কেউ যত বড় মালদার ও নেতৃত্বের অধিকারীই হোক না কেন, তার প্রতি বিন্দু পরিমাণ লালসাও তাদের মধ্যে জন্ম নিত না। সম্পদশালীরা তাদেরকে কিছু দিতে চাইলেও তাঁরা তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতেন আমাদের এ সম্পদের কোনোই প্রয়োজন নেই, ইলমের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতাই আমাদের জীবনের পরম প্রাপ্তি। এতেই আমরা আনন্দিত। আজও ওই মনীষীদেরকে যারা দেখেছেন, তাদের সম্পর্কে যারা জ্ঞাত তারা এ ব্যাপারে জানেন। তাছাড়া তাদের জীবনীগ্রন্থেও এসব কথা উল্লেখ আছে। আল্লাহ তাআলা হযরত মাওলানা সালমান মনসুরপুরীকে উত্তম বদলা দিন, তিনি

নামে যে কিতাব সংকলন করেছেন এ বিষয়ে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কিতাব। আকাবিরে দেওবন্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিনয় ও নম্রতা, খোদাভীতি ও পরহেজগারী, দুনিয়াবিমুখতা ও অমুখাপেক্ষিতা, খুশুখুজু ইত্যাদি বিষয় খুবই সুন্দর আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। কিতাবটি সকল স্তরের মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আল্লাহ তাআলা সংকলকের কলম ও কলবের উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন। আমীন।

১৭ মহররম, ১৪১৮ হিজরী

www.banglakitab.weebly.com

আপনার সংগ্রহে রাখার মতো আমাদের আরো কয়েকটি গ্রন্থ

- ইসলাহী খুতুবাত (১-৭)
- আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার
- আধুনিক যুগে ইসলাম
- সাম্রাজ্যবাদির আগ্রাসন প্রতিরোধ ও প্রতিকার
- কুরআন হাদীসের আলোকে মওদূদী মতবাদ ও তার স্বরূপ
- দারুল উলূম দেওবন্দ-উলামায়ে দেওবন্দ কর্ম ও অবদান
- ইযাহুল মুসলিম [মুসলিম জিলদে সানীর অদ্বিতীয় বাংলা শরাহ]
- দরসে বাইযাবী [শরহে তাফসীরে বাইযাবী বাংলা]
- হীলা-বাহানা শয়তানের ফাঁদ
- নারী স্বাধীনতা ও পর্দাহীনতা
- রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে দুনিয়ার হাকীকত
- প্রযুক্তির বিনোদন ও ইসলাম
- স্বপ্নের তারকা [সিরিজ ১ ও ২]
- আর্তনাদ [সিরিজ ১, ২,]
- সুলতান গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ুবী
- সামাজিক সংকট নিরসনে ইসলাম

www.banglakitab.weebly.com

মাওলানা নূর আলম খলীল আমিনী

দারুল উলূম দেওবন্দ

"আল্লাহওয়ালুকী মাকবুলিয়্যাত কা রায" কিতাবটি আমি প্রায় পুরোটাই পড়েছি। অত্যন্ত মূল্যবান ও ফায়দাজনক একটি কাজ হয়েছে। এ কিতাবের সঙ্গে যে সময়টুকু কাটানো হবে অবশ্যই তা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান সময় হিসেবে বিবেচিত হবে। এর দ্বারা পাঠকের আত্মার প্রশান্তি ও খোরাক সংগ্রহ হবে। বস্তুত কিতাবটি আমাদের মুদাররিস শ্রেণীর জন্য অতিব প্রয়োজনীয়। আমাদের ওলামায়ে কেরাম, নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, বক্তা, লেখক, শিক্ষক, ছাত্র তথা সর্বস্তরের মানুষের জন্য এর প্রতিটি কথাই অতি মূল্যবান। যেসব ব্যাধি থেকে আমাদের বেঁচে থাকা উচিত সেসব ব্যাধিতেই আজ আমরা আক্রান্ত। এজন্য যাবতীয় ইসলামী খেদমত সাফল্যের দোড়গোড়ায় পৌঁছতে পারছে না। সংকলকের জন্য আন্তরিক দুআ রইল তিনি এ ধরনের অতি প্রয়োজনীয় একটি কিতাব আমাদেরকে উপহার দেয়ার জন্য। আল্লাহ তাঁকে ভবিষ্যতে এ ধরনের আরো কাজ আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

১৫.০৮.১৯৯৭ ঈসায়ী

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
এই তো সাফল্য!	১৯
সাফল্যের প্রত্যাশা	২০

প্রথম অধ্যায়

বিনয় ও নম্রতা	২১
নবী কারীম (সা.)-এর বিনয়	২২
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বিনয়	২২
হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর বিনয়	২৩
হযরত উসমান গনী (রা.)-এর বিনয় ও নম্রতা	২৪
হযরত আলী (রা.)-এর বিনয়	২৪
হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর মজদুরী	২৪
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)-এর ঘটনা	২৫
হযরত যাইনুল আবিদীন (রহ.)-এর বিনয়	২৫
মেহমানদের সঙ্গে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর আচরণ	২৫
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিনয়	২৬
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর বিনয়স্পৃহা	২৬
হযরত মাআয ইবনে জাবাল (রা.)-এর ইরশাদ	২৭
কামেল আলেমের পরিচয়	২৭
আমাদের অবস্থা	২৮
হযরত মাদানী (রহ.)-এর আমল	২৯
ওয়াজ মাহফিলগুলো ফলপ্রসূ হচ্ছে না কেন?	২৯
আলেমের জন্য ফিতনা	৩০
হযরত শায়খুল হিন্দের শিক্ষণীয় ঘটনা	৩০
সমাবেশে লোকের আধিক্য মুখ্য নয়	৩১
মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ (রহ.)-এর ঘটনা	৩২
মুফতী শফী (রহ.)-এর অভ্যাস	৩২
মকবুল কে?	৩২
ইমামে রব্বানী হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর ওয়াজের অবস্থা	৩৩
অন্তর থেকে নির্গত কথাই অন্তর ভেদ করে	৩৫

www.banglakitab.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকৃত কামিয়াবীর সন্ধানে	৩৫
হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.)-এর কিছু ইরশাদ	৩৬
হযরত মাদানী (রহ.)-এর প্রশংসা করায় মুখের ওপর নিন্দাবাদ	৩৭
মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গূহী (রহ.)-এর ব্যক্তিত্ব বিসর্জন	৩৮
লিখনির ব্যাপারে আকাবিরের কর্মপদ্ধতি	৩৮
নগদ খোশখবর	৪০
অপবাদের জায়গা থেকে বেঁচে থাকুন	৪১
জাতীয় সংগঠনগুলো কেন সফল নয়?	৪১
রাসূল (সা.)-এর গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা	৪২
দলসমূহের পারস্পরিক বিদ্বেষ বৈধ নয়	৪৩
নিজের শ্রেষ্ঠত্ব চাইবে না	৪৩
নবী করীম (সা.)-এর সাদাসিধে আচরণ	৪৪
হযরত সুফিয়ান সাওরীর (রহ.) আমল	৪৫
আমাদের কর্মপন্থা	৪৫
হটকারিতা অহংকারের আলামত	৪৫
ব্যাধির অনুভূতি জাগ্রত রাখুন	৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	৪৭
সবচেয়ে পছন্দনীয় ব্যক্তি	৪৭
কারো অন্তরে কষ্ট দিবে না	৪৭
ইমাম মালেক (রহ.)-এর সঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর আচরণ	৪৮
নিজের দিকে একটু তাকান	৪৯
অধীনস্থদের সঙ্গে আচরণ কেমন হবে?	৪৯

তৃতীয় অধ্যায়

ক্ষমা ও উদারতা	৫১
হযরত যাইনুল আবিদীন (রহ.)-এর বিস্ময়কর ঘটনা	৫১
নম্রতা ও কোমলতার মধ্যেই মঙ্গল	৫২

www.banglakitab.weebly.com

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ৫৪
হযরত আবু হানিফা (রহ.)-এর মর্যাদা ৫৫
হযরত আবু হানিফা (রহ.)-এর অপূর্ব সহিষ্ণুতা ৫৫
হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর সহিষ্ণুতা ৫৬
শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ.)-এর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ৫৬

পঞ্চম অধ্যায়

দুনিয়া বিমুখতা ও পরিতুষ্টি ৫৮
নবী করীম (সা.)-এর দুনিয়াবিমুখতা ৫৯
সফলকাম মুসলমান ৬০
নবী করীম (সা.)-এর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়ত ৬১
হযরত আবু বকর (রা.)-এর দুনিয়াবিমুখ জীবন-যাপন ৬১
হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর দুনিয়াবিমুখতা ৬২
হযরত আলী (রা.)-এর অবস্থা ৬২
হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর হালত ৬৩
ইলমের ক্ষতিসাধন হয় কিভাবে ৬৪
তুষ্টতায় প্রশান্তি ৬৫
হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর অপূর্ব অমুখাপেক্ষিতা ৬৫
হযরত গাঙ্গূহী (রহ.)-এর দুনিয়াবিমুখতা ও তুষ্টতা ৬৬
হযরত থানভী (রহ.)-এর শিক্ষণীয় ঘটনা ৬৬
হযরত মাদানী (রহ.)-এর অনুসরণযোগ্য আমল ৬৮
মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (রহ.)-এর আমল ৬৯
হযরত শাহ আতাউল্লাহ বুখারী (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি ৬৯
হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর অমুখাপেক্ষিতা ৭০
ফকীহুল উম্মতের অতুলনীয় দুনিয়াবিমুখতা ৭০
মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.)-এর ঘটনা ৭০
মাওলানা সিদ্দীক আহমদ বান্ধবী (রহ.)-এর অপূর্ব দুনিয়াবিমুখতা ৭১
মাওলানা আলী মিয়া নদভী (রহ.)-এর দুনিয়াবিমুখতা ৭১
হযরতজী মাওলানা ইউসূফ (রহ.)-এর একটি মূল্যবান মালফুয ৭৩
ধন-সম্পদের ইজ্জত সাময়িক ৭৪

www.banglakitab.weebly.com

বিষয় পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায়

দানশীলতা ও আতিথেয়তা ৭৫
নবী করীম (সা.)এর দানশীলতা ৭৫
সাহাবায়ে কেরামের দানশীলতা ৭৬
হযরত যাইনুল আবিদীন (রহ.)-এর দান-খয়রাত ৭৭
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কয়েকটি ঘটনা ৭৭
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর কয়েকটি ঘটনা ৮০
হযরত নানুতবী (রহ.)-এর দানশীলতা ৮১
হযরত শায়খুল হিন্দের মেহমানদারী ৮১
হযরত শায়খুল ইসলাম (রহ.)-এর দানশীলতা ৮১
হযরত রায়পুরী (রহ.)-এর দস্তরখানের প্রশস্ততা ৮৩
হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর দানশীলতা ৮৩
হযরত ফকীহুল উম্মত (রহ.)-এর দানশীলতা ৮৩
একটি সহজ পদ্ধতি ৮৪

সপ্তম অধ্যায়

তাকওয়া ও খোদাভীতি ৮৬
নবী করীম (সা.)-এর সতর্কতা ৮৭
হযরত আবু দারদা (রা.)-এর ইরশাদ ৮৭
হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর বাণী ৮৭
হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঘটনা ৮৭
হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর তাকওয়া ৮৮
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর তাকওয়া ও পরহেজগারী ৮৮
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের শিক্ষণীয় ঘটনা ৮৯
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর তাকওয়া ৯০
মিয়াজী নূর মুহাম্মদ (রহ.)-এর তাকওয়া ৯০
হযরত মাজহার হোসাইন কান্ধলভী (রহ.)-এর খোদাভীতি ৯১
হযরত নানুতবী (রহ.)-এর অপূর্ব সতর্কতা ৯১
হযরত গাঙ্গূহী (রহ.)-এর তাকওয়া ৯১
হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.)-এর ঘটনা ৯২
শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ.)-এর তাকওয়া ৯৩
মাদরাসার মালে সতর্কতা ৯৩

www.banglakitab.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
আসুন, একটু পর্যালোচনা করি	৯৬
মাওলানা মাযহার নানুতবী (রহ.)-এর আমল	৯৬

অষ্টম অধ্যায়

ভয় ও ভাবনা	৯৭
আল্লাহর ভয়ে কান্না	৯৮
পয়গাম্বরদের ভয় ও ভাবনা	৯৯
সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর হৃদয়ের কোমলতা	১০০
হযরত ওমর (রা.)-এর ভয় ও ভাবনার স্বরূপ	১০০
হযরত ইবনে মাসউদ (রহ.)-এর কান্নাকাটি	১০০
হযরত যাইনুল আবিদীন (রহ.)-এর আল্লাহভীতি	১০১
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কয়েকটি ঘটনা	১০১
মুমিন আল্লাহর স্মরণে না কাঁদলে কী করবে?	১০২
কান্না কিভাবে আসবে ?	১০৩
কান্না গোপন রাখা	১০৩
ঈর্ষণীয় ভাবলেশহীনতা	১০৩
হযরত গাঙ্গূহী (রহ.)-এর মোবারক হাল	১০৪
হযরত মাদানী (রহ.)-এর রোনাজারী	১০৫
হযরত মুফতী শফী (রহ.)-এর একটি মূল্যবান বাণী	১০৫
একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসনূন দুআ	১০৬

নবম অধ্যায়

ওলামায়ে কেরামের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়	১০৭
ইলমের সার সংক্ষেপ	১০৭
ইলম কিভাবে অর্জিত হবে?	১০৮
সবর, যুহদ ও তাওয়াযুর হাকীকত	১০৮
তিনটি নসিহত	১০৮
ইলমের সঙ্গে হিলমের গুরুত্ব	১০৯
কামেল আলেমের তিন পরিচয়	১০৯
লেখকসুলভ মেজাজ	১০৯
বিতর্ক থেকে বিরত থাকা.	১১০

www.banglakitab.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
চার কাজের প্রতি অনাসক্তি উচিত নয়	১১০
হযরত আবু দারদা (রা.)-এর হিকমতপূর্ণ বাণী	১১০
জাহেলের আলামত তিনটি	১১১
পদমর্যাদার লোভের ক্ষতিকর দিক	১১১
সম্মানের উপযোগী ব্যক্তিবর্গ	১১১
ইলমের প্রাণ সওয়াল-জওয়াবের মধ্যে	১১২
দু'স্তরে সংশোধনের মূল ভিত্তি	১১২
আলেমসুলভ মর্যাদা বজায় রাখার গুরুত্ব	১১২
গোপন প্রবৃত্তি কী?	১১৩
গুনাহ ভুলিয়ে দেয়	১১৩
দু'আ কবুল হয় না কেন?	১১৩
আলেমদের প্রতি হযরত আলী (রা.)-এর নসিহত	১১৪
আমলহীন ওয়াজ প্রভাবক নয়	১১৪
দিল থেকে নির্গত হলে দিলে গিয়ে বসে	১১৪
আলেমের জন্য আমল জরুরী	১১৪
দুনিয়াদার আলেম দ্বারা উম্মতের কোনো ফায়দা হয় না	১১৫
হালাল উপার্জনের চিন্তা	১১৫
ইবনে আউন (রহ.)-এর পছন্দনীয় বিষয়সমূহ	১১৫
আল্লাহর পরিচয় লাভকারী ব্যক্তির প্রতি অন্তর আসক্ত হয়	১১৫
ফতোয়ায় দ্রুততা স্বল্প ইলমের দলীল	১১৫
কেউই দোষমুক্ত নয়	১১৬
ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর অভিজ্ঞতালব্ধ তিনটি কথা	১১৬
সব জিজ্ঞাসার জবাব দিতে নেই	১১৬
ধারাবাহিক মুতালাআ দ্বারা স্মরণশক্তি সতেজ হয়	১১৭
আলেমদের জন্য কিছু মূল্যবান নসিহত	১১৭
হাকীমুল উম্মতের একটি মূল্যবান বাণী	১২১
ওলামায়ে কেরামের চারটি করণীয়	১২২
ইলমের মর্যাদা	১২৩
ওলামা ও আসাতিযায়ে কেরামের জন্য হযরত ফকীহুল উম্মতের ১৪টি মূল্যবান ওসিয়ত	১২৪
পরিশিষ্ট	১২৬

www.banglakitab.weebly.com

এই তো সাফল্য!

আসআস ইবনে শো'বা মাসিসী (রহ.)-এর বর্ণনা, একবার বাদশা হারুনুর রশীদ তাঁর সৈন্য-সামন্তসহ 'রিকা' শহরে অবস্থান করছিলেন। ওই সময় প্রসিদ্ধ ইমাম ও মুহাদ্দিস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) 'রিকা' শহরে আসার কথা ছিল। তাঁর খ্যাতি তখন তুঙ্গে। তাঁর আসার সংবাদ পেয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সারা শহরের লোকজন উপচে পড়ল। ভীড়ের কারণে রাস্তা-ঘাট বন্ধ হয়ে গেল। লোকদের পায়ের ধুলোয় সারা শহর ধুসরিত হয়ে গেল। বাদশা হারুনুর রশীদের এক বাঁদী শাহী মহল থেকে এ দৃশ্য দেখছিল। সে লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করল-এ পরিস্থিতি কেন? লোকেরা জানাল আজ খোরাসান থেকে একজন বড় আলেম আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক আসছেন। এজন্য শহরময় সাজ সাজ রব। তাঁকে সংবর্ধনা দেয়ার জন্যই লোকজনের এই ভীড়। বাঁদী একথা শুনে নিজের অজান্তেই বলে উঠল-'আল্লাহর শপথ! এটাই তো প্রকৃত বাদশাহী। হারুনুর রশীদের বাদশাহী প্রকৃত বাদশাহী নয়, যাকে সৈন্য-সামন্ত একত্রিত করে সমাবেশ করতে হয়। —(কিতাবুয যুহদ)

যে আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর এই ঘটনা তাঁর সম্মান ও মর্যাদা শুধু সর্বসাধারণের মধ্যেই নয় বরং তাঁর ব্যাপারে সমসাময়িক বড় বড় ওলামায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসীন এমন শানদার কথা বলেছেন যা ইসলামের ইতিহাসে হাতে গোণা কারো কারো ভাগ্যে জুটে মাত্র। সুফিয়ান সাওরীর মতো সম্মানিত মুহাদ্দিস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি সারা জীবন এ আকাঙ্ক্ষায় ছিলাম যে, আমার জীবনের কোনো একটি বছর হলেও আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর মতো কাটুক। কিন্তু তিনদিন পর্যন্ত তাঁর মতো কাটানোর শক্তিও আমি পাইনি।' ইমাম নাসাঈ (রহ.) বলেন, 'আমাদের জানা মতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর সময়কালে কেউ তাঁর থেকে ঊর্ধ্বে অথবা তাঁর মতো উত্তম গুণাগুণসমৃদ্ধ ছিলেন না।

মোটকথা, সালফে সালেহীন এবং পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম তাঁর মর্যাদা ও স্তর সম্পর্কে ঐক্যমত ছিলেন এবং প্রত্যেকেই অন্তর থেকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

www.banglakitab.weebly.com

সাফল্যের প্রত্যাশা

আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) এবং তাঁর মতো যুগের স্বীকৃত ও সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনী ও ঘটনাবলী দেখার পর অনেকেরই এ আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে যে, আমাকেও লোকেরা তেমনি সম্মান করুক যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)কে করে। তিনি যেখানেই যান তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য লোকদের উপচেপড়া ভীড় জমে যায়। তিনি যে কথাই বলেন তা পাথরের ঢিলের মতো গিয়ে মানুষের অন্তরে স্থান করে নেয়। যখন প্রথম থেকেই আমরা আমাদের ধ্যান-ধারণা এমনভাবে বানিয়ে নিই তখন যেখানেই আমাদের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় আমরা নারাজ হয়ে যাই। আমাদের চেহারার রং পাল্টে যায়। অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হতে থাকে।

কিন্তু প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন এই অবস্থা সত্ত্বেও আমরা সাফল্যের স্তর থেকে শত মাইল দূরে। এর কারণ কী? এর কারণ হলো, আমরা আমাদের জীবনকে আগেই ওই গুণ দ্বারা গুণান্বিত করিনি যা মানুষের সাফল্যের পরিমাপক। ভালোভাবে বুঝা উচিত যে, যেমনিভাবে কোনো সিঁড়ি ছাড়া সুউচ্চ কোনো ছাদে আরোহন করা সম্ভব নয় এমনিভাবে কিছু আবশ্যকীয় গুণাবলী অর্জন ব্যতীত সাফল্যের কিনারা পাওয়াও সম্ভব নয়। সামনে এমনই কিছু গুণের কথা আলোচনা করার প্রয়াস পাব। বিষয়গুলো ভালোভাবে আত্মস্থ করার চেষ্টা করুন।

www.banglakitab.weebly.com

প্রথম অধ্যায়
বিনয় ও নম্রতা

সাফল্যের গুণাবলীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে বিনয় ও নম্রতা। অর্থাৎ মানুষ নিজে নিজের সাফল্যের প্রত্যাশী হবে না এবং নিজে নিজেকে সর্বদা নিচু মনে করবে। সব সময় নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করবে। কুরআনে কারীমে রাহমানের বিশেষ ও ঘনিষ্ট বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম এই গুণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের চাল-চলন ও ভাব-ভঙ্গিতে সব সময় বিনয় ও নম্রতার প্রকাশ ঘটে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا .

'রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে।'

—(সূরা ফুরকান—৬৩)

এই বিনয় ও নম্রতা দ্বারা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে প্রিয় হয়ে ওঠে। রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন—

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ .

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজে নিজেকে ছোট মনে করে আল্লাহ তাআলা তাকে শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান দান করেন।' —(মিশকাত শরীফ)

রাসূল (সা.) আরও ইরশাদ করেন—

اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَىَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَلَا يَبْغِىْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ .

'আল্লাহ তাআলা আমার ওপর ওহী পাঠিয়েছেন যে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন কর। যেন কোনো ব্যক্তি অন্যের সঙ্গে গর্ব না করে এবং অন্যের ওপর জুলুমও না করে।' —(মুসলিম, আবু দাউদ)

সাইয়েদেনা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) একদিন মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়ার সময় বলেন, হে লোক সকল! তোমরা বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন কর। কারণ আমি নবী কারীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তাআলা তাকে উচ্চতা দান করেন। সুতরাং তার নিজের দৃষ্টিতে ছোট কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে সে অনেক ঊর্ধ্বে। (এর বিপরীতে)

www.banglakitab.weebly.com

যে ব্যক্তি অহংকার করে আল্লাহ তাআলা তাকে লাঞ্ছিত করেন। তখন সে মানুষের দৃষ্টিতে নীচু ও নিকৃষ্ট, যদিও সে নিজেকে বড় মনে করে। সে মানুষের দৃষ্টিতে কুকুর ও শুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট।' —(মিশকাত)

নবী কারীম (সা.)-এর এসব উক্তির বাস্তবতা আমরা খোলা চোখে উপলব্ধি করতে পারি। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে বিনয়ী হয় সে সমস্ত সৃষ্টিজীবের কাছে প্রিয় হয়ে যায়। আর যিনি দম্ভ ও অহংকার প্রকাশ করেন তার অপদস্থতা লোকদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

নবী কারীম (সা.)-এর বিনয়

নবী কারীম (স.)-এর বিনয়ের অবস্থা এই ছিল যে, তাঁর পেছনে সাহাবায়ে কেরামের বহর চলাকেও তিনি পছন্দ করতেন না। হযরত আবু উমামা (রা.) বলেন, একবার গরমের মৌসুমে নবী কারীম (সা.) জান্নাতুল বাকী'র দিকে যাচ্ছিলেন। কিছুসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পেছনে পেছনে ছুটে চললেন। রাসূল (সা.) যখন তাঁর পেছনে জুতার শব্দ শুনতে পেলেন তখন এটাকে নিজের সম্মানের কারণ মনে করলেন। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাত বসে পড়লেন। এরপর সাহাবায়ে কেরামকে সামনে চলতে বললেন যাতে অহংকারের ভাব সৃষ্টি না হয়।

—(ইবনে মাজাহ)

হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী কারীম (সা.) রোগীদের শশ্রুষা করতেন, জানা যায় শরীক হতেন এবং গোলামদের দাওয়াতও কবুল করতেন। আর (প্রয়োজনে) অন্যের পেছনে বসে গাধায় সওয়ার হতেও সংকোচবোধ করতেন না। খায়বার ও বনী কুরায়যার যুদ্ধে তিনি এমন ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়েছিলেন যার লাগাম ছিল খেজুরের রশি আর গদি ছিল খেজুরের ছাল দ্বারা তৈরিকৃত।'

—(শুআবুল ঈমান)

এসব ছিল নবী কারীম (স.)-এর উচ্চতর বিনয়ের উজ্জ্বল নজীর। সব গুণের পূর্ণতা সত্ত্বেও তাঁর পবিত্র জীবন ওইসব কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত ছিল যা তথাকথিত বড়লোকদের মধ্যে থাকে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বিনয়

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফা হওয়ার পূর্বপর্যন্ত মহল্লার লোকদের বকরীর দুধ দোহন করে দিতেন। যখন তিনি খলীফা হলেন তখন মহল্লার এক মেয়ে বলল, এখন আমাদের বকরীগুলোর দুধ কে দোহন করে দিবেন?

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আবু বকর (রা.) যখন একথা জানতে পারলেন তখন বললেন, 'কেন! আমি তো এখনও তোমাদের বকরীর দুধ দোহন করে দিতে প্রস্তুত। আমি আশা করি আমার নতুন এই দায়িত্ব আমার পূর্বের কোনো কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না।'

মুসলিম জাহানের খলীফা হওয়া সত্ত্বেও হযরত আবু বকর (রা.) মহল্লার লোকদের বকরীর দুধ দোহন করে দিতেন। —(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর বিনয়

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) সম্পর্কে হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, তিনি আমিরুল মুমিনীন হওয়া সত্ত্বেও পশমের জামা পরতেন যাতে চামড়ার তালি লাগানো ছিল। তিনি তাঁর কাঁধে চাবুক নিয়ে বাজারে ঘুরে বেড়াতেন এবং লোকদের (ভুলের জন্য) ভর্ৎসনা করতেন। কোথাও খেজুরের পরিত্যক্ত আঁটি অথবা ঝরে পড়া খেজুর নজরে আসলে তা তুলে কোনো দরিদ্র পরিবারে দিয়ে দিতেন যাতে তারা তা থেকে উপকৃত হতে পারে। একবার লোকেরা হযরত ওমর (রা.)কে দেখল তিনি একটি মশক কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছেন। লোকেরা বিস্মিত হয়ে সে দিকে অবাক তাকিয়ে রইল। তিনি বললেন, আমি আমার নফসকে অপদস্থ করার জন্য এমন করেছি। কারণ আমার মধ্যে অহংকারের ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। —(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

আসবাগ ইবনে নাবাতাহ (রহ.) বলেন, আমি স্বয়ং হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)কে দেখেছি তিনি এক হাতে গোশত এবং অন্য হাতে চাবুক নিয়ে বাজার থেকে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছেন। (অর্থাৎ আমিরুল মুমিনীন হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় জিনিস নিজের হাতে নিয়ে চলতে কোনো প্রকার লজ্জাবোধ করননি।) —(এহইয়াউল উলূম)

তারেক ইবনে শিহাব (রহ.) বলেন যে, খলীফাতুল মুসলিমীন সাইয়েদেনা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) যখন শামে তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন রাস্তায় একটি নদী পার হতে হয়। হযরত ওমর (রা.) কোনো প্রকার লৌকিকতা ছাড়াই নিজের সওয়ারী থেকে নেমে গেলেন এবং মোজা খুলে হাতে নিয়ে নিলেন, আর নিজের উটের লাগাম ধরে নদী পার হয়ে গেলেন। এ দৃশ্য দেখে হযরত আবু উবায়দা (রা.) বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আজ তো আপনি অত্যন্ত বিস্ময়কর কাজ করেছেন। তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সিনায় আঙ্গুল রেখে ওমর (রা.) ইরশাদ করলেন, 'আবু উবায়দা! অন্য কোনো ব্যক্তি যদি একথা বলতো! মূলত কথা হচ্ছে তোমরা ছিলে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে অপদস্থ

www.banglakitab.weebly.com

ও অবমূল্যায়িত। আল্লাহ তাআলা তার দ্বীন ইসলামের দ্বারা তোমাদেরকে সম্মানিত করেন। তা সত্ত্বেও তোমরা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোথাও নিজের ইজ্জত ও সম্মান তালাশ করছ কেন? —(শুআবুল ঈমান)

হযরত উসমান গনী (রা.)-এর বিনয় ও নম্রতা

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, আমি হযরত উসমান গনী (রা.)-কে মুসলিম জাহানের খলীফা হওয়া সত্ত্বেও মসজিদে নববীতে অতি সাধারণভাবে আরাম করতে দেখেছি। তিনি যখন শোয়া থেকে উঠে দাঁড়াতেন তখন মেঝের ধুলোবালি ও কংকর তাঁর শরীরে লেগে থাকত। আমরা তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বলাবলি করতাম, 'এই হলেন আমিরুল মুমিনীন' 'এই হলেন আমিরুল মুমিনীন।'

হযরত আলী (রা.)-এর বিনয়

আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াযহাহুকে অনেকেই দেখেছেন, তিনি বাজার থেকে গোশত কিনে তাঁর গায়ের চাদরে করে বাড়ির দিকে রওয়ানা করেছেন। সাথীরা বলতেন, আমিরুল মুমিনীন! আমাদের কাছে দিন আমরা এটা বহন করি। কিন্তু তিনি এতে সম্মত হতেন না, বলতেন, যার জিনিস তিনিই তা হাতে করে নিয়ে যাওয়ার বেশি হকদার। —(এহয়াউল উলূম)

হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর মজদুরী

সাবিতুল বান্নানি (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত সালমান ফারসী (রা.) যখন মাদায়েনের গভর্নর ছিলেন তখন তিনি একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে শাম দেশের এক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, যার কাছে ছিল ভূষির একটি বস্তা। হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর গায়ে ছিল আযমী পোশাক। ওই লোক ভাবল তিনি হয়ত মজদুর। তাই সে হযরত সালমান ফারসী (রা.)-কে বলল, আমার এই বস্তা নিয়ে চল। হযরত সালমান ফারসী (রা.) কোনো কথা না বলে বস্তা নিয়ে চলতে লাগলেন। লোকেরা যখন দেখল সবাই বলাবলি করতে লাগল তিনিই গভর্নর সালমান ফারসী (রা.)। ওই লোক তাঁর প্রকৃত পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত লজ্জিত ও শঙ্কিত হলো। অনুনয় বিনয় করে তাঁর কাছে করজোরে ক্ষমা চাইতে লাগল। সালমান ফারসী (রা.) নির্মোহভাবে বললেন, কোনো সমস্যা নেই, আমি তোমার গন্তব্য পর্যন্ত তোমার ভূষির বস্তা পৌঁছে দেব।

—(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)-এর ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) একদিন লাকড়ির একটি বোঝা নিয়ে তাঁর বাগান থেকে বের হলেন। লোকেরা তাঁকে দেখে বলতে লাগল, হযরত! আপনি এটা করতে গেলেন কেন, কোনো গোলাম দ্বারাও তো এটা করানো যেত। তিনি বললেন, আমি আমার অন্তরের পরীক্ষা নিচ্ছিলাম যে, একাজ আমার কাছে মন্দ লাগছে কি না। (অর্থাৎ যদি গর্ববোধ জন্ম নেয় তবে তা বিনয়ের পরিপন্থী)। —(শুয়াবুল ঈমান)

হযরত যাইনুল আবিদীন (রহ.)-এর বিনয়

সাইয়েদেনা হযরত আলী ইবনুল হাসান যাইনুল আবিদীন (রহ.)-এর যখন ইন্তেকাল হলো তখন তাঁকে যারা গোসল দিচ্ছিলেন তারা তাঁর কোমরে কালো কালো দাগ দেখতে পেলেন। তারা পরিবারের সদস্যদের কাছে জানতে চাইল এগুলো কিসের দাগ? জানা গেল এগুলো সেই আটার বোঝার দাগ যা তিনি গভীর রাতে বহন করে নিয়ে গরীব মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন্।

—(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

মেহমানদের সঙ্গে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর আচরণ

দ্বিতীয় ওমর খ্যাত খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর দরবারে এক ব্যক্তি রাতে মেহমান হলো। খলীফা চেরাগের আলোতে কিছু লিখছিলেন। এমন সময় হঠাৎ চেরাগ নিভে যেতে লাগল। মেহমান বলল, একটু অপেক্ষা করেন, আমি এটা ঠিক করে দিচ্ছি। (অর্থাৎ আমি এতে তেল ইত্যাদি দিয়ে ঠিক করে দিব)। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.) জবাব দিলেন, 'মেহমানের দ্বারা খেদমত করানো ভালো নয়' মেহমান আরজ করল— হযরত! তাহলে একজন গোলাম ডাকুন, সে এসে চেরাগ ঠিক করে দিবে। খলীফা বললেন, না, সে তো এখন ঘুমুচ্ছে। (তার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গা ঠিক হবে না)

এরপর খলীফা নিজেই উঠে গিয়ে শিশি থেকে তেল এনে চেরাগে ঢেলে তা ঠিক করলেন। মেহমান এতে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি নিজে কেন এ কষ্ট করতে গেলেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি যখন বাতিতে তেল ভরতে গেলাম তখনও ওমর ছিলাম আর ফিরে এসে এখনও ওমরই আছি। আমার মধ্যে তো কোনো কমতি আসেনি। প্রকৃত কথা হচ্ছে, সবচেয়ে ভালো মানুষ ওই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর কাছে বিনয়ী হিসেবে পরিচিত।

—(এহয়াউল উলূম)

www.banglakitab.weebly.com

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিনয়

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর বিনয়ের অনুমান করতে পারবেন একটি ঘটনা দ্বারা। একবার তাঁর মায়ের কোনো মাসআলা জানার প্রয়োজন হলো। ইমাম সাহেব (রহ.) ওই মাসআলার আহকাম বলে দিলেন। কিন্তু তাঁর মা এতে তেমন আশ্বস্ত হলেন না। বললেন, আমি তো 'জুরাআ' এর মতামত মানব। সুতরাং ইমাম সাহেব (রহ.) তাঁর মাকে নিয়ে 'জুরাআ' এর খেদমতে হাজির হলেন এবং বললেন, তিনি আমার মুহতারামা আম্মা, আপনার কাছ থেকে অমুক অমুক ফতোয়া জানতে এসেছেন। হযরত জুরাআ (রহ.) বললেন, আপনি নিজেই তো এ সময়ের সবচেয়ে বড় আলেম ও ফকীহ, আপনিই বলে দিন। ইমাম সাহেব (রহ.) বললেন, আমি তো তাঁকে এ ফতোয়া দিয়েছি। হযরত জুরাআ (রহ.) ইমাম সাহেব (রহ.)-এর মাকে বলে দিলেন, আপনার মাসআলার জবাব সেটাই যা আপনার ছেলে বলে দিয়েছেন। তাঁর কথা শুনে ইমাম সাহেবের আম্মা পরিপূর্ণভাবে আশ্বস্থ হলেন। —(উকুদুল জামান)

এমনিভাবে ইমাম সাহেব (রহ.) ওমর ইবনে যর (রহ.)-এর মজলিসেও তাঁর মাকে নিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর মাকে আশ্বস্থ করার জন্য ওমর ইবনে যরকে মাসআলা বলে দিতেন আর ওমর ইবনে যর তা ইমাম সাহেবের আম্মাকে বলতেন। —(উকুদুল জামান)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর বিনয়স্পৃহা

আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) যখন 'মুরু' নামক স্থানে বাস করতেন তখন তিনি থাকতেন বিশাল এক ঘরে, যার বারান্দা ছিল পঞ্চাশ গজ দীর্ঘ। প্রতিদিন তাঁর দরবারে ওলামায়ে কেরাম, শায়খ ও মাশায়েখগণ জড়ো হতেন এবং তাঁর থেকে ফায়েজ ও বরকত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতেন। কিন্তু তিনি যখন কুফায় অবস্থান করতে লাগলেন তখন থাকতেন ছোট আকারের একটি ঘরে। নামাযের সময় ছাড়া তিনি ঘরের বাইরে যেতেন না। বর্ণনাকারী বলেন, একবার আমি তাঁকে বললাম, 'এখন একা থাকা কি আপনার জন্য বিরক্তিকর হচ্ছে না? 'মুরু'তে যখন থাকতেন তখন কত লোকারণ্যে থাকতেন অথচ এখানে সম্পূর্ণ একা একা।' এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) যে জবাব দিয়েছিলেন তা সোনালী হরফে লিখে রাখার মতো। তিনি বললেন, 'মুরু এর যে জিনিসকে তুমি পছন্দনীয় মনে করছ সেটি থেকে পালিয়েই তো আমি এখানে এসেছি। এই একাকীত্ব যাকে তুমি অপছন্দনীয় মনে করছ তাই আমার কাছে প্রিয়।' আমি যখন 'মুরু'তে ছিলাম তখন যে কোনো বিষয় সামনে আসলে

www.banglakitab.weebly.com

আমার হাওয়ালা করে দেয়া হতো। যে কোনো সমস্যা দেখা দিলে বলা হতো যে, ইবনে মোবারকের কাছে জিজ্ঞেস করে নাও। আজ আমি এসব ঝামেলা থেকে নাজাত পেয়েছি।

কুফায় অবস্থানকালে একবার তিনি পানি পান করার জন্য পানগাহে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। লোকেরা তাঁকে চিনতে পারল না যার ফলে তাঁকেও লোকদের সঙ্গে ভীড় ঠেলাঠেলি করতে হলো। তিনি যখন সেখান থেকে বের হয়ে এলেন তখন বললেন, এটাই আসল জীবন। যেখানে পরিচয়ও জানতে পারে না এবং কোনো প্রকার ইজ্জতও করা হয় না।

একবার নযর ইবনে মুহাম্মদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) কে তাঁর ছেলের ওলীমায় দাওয়াত দিলেন। তিনি সেখানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং যারা লোকদেরকে খাওয়াচ্ছিল তাদের দলে গিয়ে শরীক হয়ে গেলেন। নযর ইবনে মুহাম্মদ এ দৃশ্য দেখে হতবাক। অনেক অনুনয়-বিনয় করে সামাজিকতার কথা বলে তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে গেলেন। —(মুকাদ্দামা কিতাবুয যুহুদ)

হযরত মাআয ইবনে জাবাল (রা.)-এর ইরশাদ

রাসূলে কারীম (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মাআয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, মানুষ ওই সময় পর্যন্ত ঈমানের পূর্ণতায় পৌছতে পারবে না যতক্ষণ না তার কাছে বিনয় মর্যাদার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় না হবে, স্বল্প দুনিয়া অধিক মালের মোকাবেলায় বেশি প্রিয় হয়ে উঠবে না, সত্য কথায় তাঁর প্রতি মহব্বত ও বিদ্বেষ পোষণকারী উভয়ে বরাবর, আর তিনি অন্য লোকদের জন্যও তেমনি ফায়সালা করেন যেমন করেন তার ঘরের লোকদের জন্য। —(কিতাবুয যুহুদ)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হে লোক সকল! তোমরা সর্বোত্তম ইবাদত অর্থাৎ বিনয়ের প্রতি অমনোযোগী হয়ে আছ।' —(কিতাবুয যুহুদ)

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.) বলতেন, আমি লোকদের সামনে বেশি কথাবার্তা বলি না যেন অহংকার ও অসঙ্গত বিষয়ে পতিত না হয়ে যাই।
—(কিতাবুয যুহুদ)

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন, বিনয় মানুষের অন্তরসমূহে মহব্বতের দানা উৎপন্ন করে দেয়। আর অল্পেতুষ্টি প্রকৃত শান্তি এনে দেয়।
—(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

কামেল আলেমের পরিচয়

হযরত আবু হাজেম (রহ.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনটি বিষয় কারো মধ্যে পাওয়া না যাবে ততক্ষণ তাকে আলেম বলা যাবে না। (১) নিজের চেয়ে বড়'র

www.banglakitab.weebly.com

প্রতি বিদ্রোহ না করা। (২) নিজের চেয়ে ছোটকে নগণ্য মনে না করা। (৩) নিজের ইলমকে কারো সঙ্গে তুলনা করার প্রত্যাশী না হওয়া।

—(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

মোটকথা, এই বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন এবং চাকচিক্য ও প্রসিদ্ধি থেকে বেঁচে থাকা এমন এক বিশেষ গুণ যা মানুষকে বাস্তবেই আল্লাহ ও সৃষ্টিকুলের মাঝে প্রিয় করে দেয়। ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায়, যিনিই তার যুগে বরণীয় ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন, যারাই দারিদ্রের মধ্যে থেকেও সৃষ্টিকুলের প্রাণের ভেতরে থেকে তাদের শাসন করেছেন তারা সবাই তাওয়াযু বা বিনয়ের মহৎ গুণে গুণান্বিত ছিলেন। বিশেষত আকাবিরে ওলামায়ে দেওবন্দের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তাদের প্রতিটি কাজে বিনয়, নম্রতা ও কৃচ্ছতার সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ ঘটতো।

এ বিষয়ে তাদের ঘটনাবলী একত্র করলে স্বতন্ত্র একটি সংকলন হয়ে যাবে। এই মহৎ গুণটিই ওই বুযুর্গদের অবস্থান সাধারণ মানুষের অন্তরে সুদৃঢ় ও স্থায়ী করেছিল। সব শ্রেণীর মানুষ মনে প্রাণে তাদের ভক্ত ও অনুরাগী হয়ে গিয়েছিল। আজও তাদের নাম মুখে উচ্চারণ করলে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় সবাই গদগদ করতে থাকে।

আমাদের অবস্থা

কিন্তু শত আফসোস! ওই সব বুযুর্গের আমরা যারা উত্তরসূরি তাদের কামনা হচ্ছে আমাদেরও সেই কামিয়ারী ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হোক যা আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক ও তাঁর অনুসারীদের ছিল। কিন্তু আমাদের জীবন বিনয় ও নম্রতার গণ্ডিচ্যুত। আজ আমরা মৌখিকভাবে নিজেদেরকে বিনয়ী, না লায়েক, আহকার, ফকীর ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করি কিন্তু মাথায় আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার ও দাম্ভিকতার ফানুস সতেজ করে রেখেছি। নিজের প্রশংসা শুনলে অন্তরটা বিশাল হয়ে যায়। অহংকারের দাপটে মস্তিষ্ক উন্মুখ হয়ে থাকে। আমরা সব সময় ওই অবস্থা বেছে নিতে আগ্রহী যাতে আমাদের বড়ত্ব প্রকাশ পায়। আমরা প্রত্যেকে ওই অবস্থার সম্মুখীন হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে চাই যাতে নিজের কিছুটা নীচুতা প্রকাশ পায়। লোকদের সামনে কিতাবপত্র কিংবা সদাইপাতি নিয়ে হাঁটতে লজ্জা লাগে আর মনে করে থাকে যে, এতে আমাদের আত্মমর্যাদাবোধের ক্ষতি হবে। অথচ নবী কারীম (সা.) নিজের ভেতরকার অহমিকা ও বড়ত্ব মেটানোর এ পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন যে, মানুষ তার নিজের ঘরের সামানপত্র নিজেই বহন করবে। —(এহয়াউল উলূম)

www.banglakitab.weebly.com

আমি আমার অনেক উস্তাদকে দেখেছি তারা প্রতিদিন তাদের ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজকাম ও সদাইপাতি নিজেরাই করছেন। কোনো ছাত্র ব্যাগ নিয়ে তাদের পেছনে চলাকেও তারা পছন্দ করতেন না। নবী কারীম (সা.)ও ঘর-দুয়ারের টুকটাক কাজে শরীক হতেন। প্রয়োজনে বকরীর দুধও নিজের হাতে দোহন করতেন। গাধার ওপর সওয়ার হওয়াকেও লজ্জার কোনো কারণ মনে করতেন না, মেহমানের যত্নআত্তিও নিজেই করতেন। —(মাজমাউয যাওয়াহেদ)

হযরত মাদানী (রহ.)-এর আমল

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) যখন মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববীতে দরস দিতেন তখন তা ব্যাপক খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সে সময়ই তিনি দরস থেকে ফারেগ হয়ে তাঁর পিতা ও ভাইদের সঙ্গে নিজেদে ঘর নির্মাণের কাজে শরীক হতেন। অথচ অবস্থা এই ছিল যে, তিনি যদি শুধু ইশারায় বলে দিতেন তবে তাঁর সমস্ত ছাত্র এ কাজে নিজেদের শরীক হওয়াকে জীবনের বড় প্রাপ্তি বলে গণ্য করত। কিন্তু তিনি এটা পছন্দ করেননি বরং নিজের কাজ নিজে করতেই সাচ্ছন্দবোধ করতেন।

ওয়াজ মাহফিলগুলো ফলপ্রসূ হচ্ছে না কেন?

এমনিভাবে বর্তমানে যখন আমাদেরকে কোথাও বক্তৃতা দেয়ার জন্য ডাকা হয় তখন আগে থেকেই আমাদের ভেতর এই আকাঙ্ক্ষা বাসা বেঁধে থাকে যে, আমাদের নাম শুনেই মজলিস ভীড়ে উপচে পড়ুক। আর আমাদের বয়ানগুলো এমন হোক যা ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে মুখে মুখে খ্যাতি পায়। আয়োজকরা যদি আমাদেরকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ (খামের ভেতরে করে) সম্মান না দেখায় তবে আমাদের ক্রোধ উৎলে উঠে। কখনও তা সরাসরি মুখে বা ভাষায় প্রকাশ করি অথবা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি যে, আগামীতে আর কখনও এখানে মাহফিলে আসব না। আমরা যদি দাওয়াতী মেহমান হই আর সময়ের স্বল্পতা কিংবা বক্তার আধিক্যের কারণে নিজের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ না পাই তবে আমাদের রাগের কোনো অন্ত থাকে না। আমরা আমাদের নিজেদের ব্যাপারে এতই উৎসাহী ও মনোযোগী যে, কোনো মাহফিলে বসে অন্যের কথা শোনার মতো ধৈর্যটুকু পর্যন্ত আমাদের নেই। মন চায় তার বক্তৃতা দ্রুত শেষ হয়ে যাক অথবা তাকে থামিয়ে দেয়া হোক আর আমাকে বক্তৃতার সুযোগ দেয়া হোক। এগুলো এজন্যই হয় কারণ, আমরা আমাদের নিজেদেরকে সবচেয়ে ভালো বক্তা ও কথা বলার সবচেয়ে উপযোগী মনে করি। অথচ এটা অত্যন্ত মারাত্মক বিষয়।

www.banglakitab.weebly.com

আলেমের জন্য ফিতনা

যায়েদ ইবনে হাবীব (রহ.) বলেন, আলেম ও ফকীহের জন্য এটা একটা ফিতনা যে, তারা অন্যের কথা শোনার চেয়ে নিজে কথা বলাকে অধিক পছন্দনীয় মনে করে। অথচ সে এমন কোনো ব্যক্তিকে পায় যিনি কথা বললে তার তরফ থেকে যথেষ্ট হয়ে যায়। (অর্থাৎ অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তির উপস্থিতিতেও নিজের কথা বলাকে জরুরী মনে করে যাতে লোক তাকে আলেম বলে। —(কিতাবুয যুহদ)

নযর ইবনে হাযেব (রহ.) বলেন, হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 'ওমর ইবনে যর' এর তাকরীর শোনার জন্য যেতেন এবং এটাকে নিজের জন্য লজ্জার কোনো কারণ মনে করতেন না। একবার লোকেরা তাঁকে দেখল তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে ওয়াজ ও তাকরীর শুনছেন আর তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। —(উকুদুল জামান)

আজ আমাদের অন্যের ওয়াজ শোনার সুযোগটা কোথায়? মনের মাঝে তো এটা দৃঢ় হয়ে বসে থাকে যে, তিনি আর তেমন কী বলছেন যাতে পূর্বের ওয়াজের সব প্রভাব দূর হয়ে যায়। এক জ্ঞানী লোকের বাণী হচ্ছে, 'যখন কোনো ব্যক্তি এমন কোনো মাহফিলে আলোচনা করে আর তিনি ভালো বক্তৃতা করায় লোকেরা বিস্মিত হয়ে পড়ে তাহলে তাকে তৎক্ষণাত চুপ হয়ে যাওয়া উচিত। আর যখন কোনো ব্যক্তি এমন কোনো মজলিসে থাকে যেখানে চুপ থাকাটা বিস্ময়ের কারণ হয় তখন সেখানে কথা বলা উচিত। —(কিতাবুয যুহদ)

আমাদের আকাবিরের এমন ঘটনা অনেক ঘটেছে যে, বয়ান করতে করতে যখনই এ ধারণা জন্মেছে যে, এটা আমার অমঙ্গলের কারণ তখন সঙ্গে সঙ্গে একথা সমাপ্ত করেছেন এবং বসে পড়েছেন।

হযরত শায়খুল হিন্দের শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.) যাঁর ইলমী ও আমলী ফয়েয আজ সারাবিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করছে। তিনি একবার হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর দাওয়াতে কানপুরে তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং অনেক অনুরোধের পর ওলামায়ে কেরামের এক মজলিসে ওয়াজ করতে লাগলেন। ইলমী পরিবেশ হওয়ায় তাঁর বয়ান বেশ গতিময় ও আকর্ষণীয় হচ্ছিল। এমন সময় বিদআতী এক মাওলানা লুৎফুল্লাহ আলিগড়ীও মজলিসে আসলেন। তাকে দেখেই হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) হঠাৎ বয়ান ছেড়ে দিলেন এবং বসে পড়লেন। এ দৃশ্য দেখে মাওলানা ফখরুল হাসান (রহ.) জিজ্ঞেস

www.banglakitab.weebly.com

করলেন, হযরত! আপনি হঠাৎ কেন ওয়াজ ছেড়ে দিলেন? শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর জবাবে বললেন, যখন মৌলভী লুৎফুল্লাহ আসল তখন আমার খেয়াল হলো এখন বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করতে হবে এবং ইলম কী জিনিস তা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। এ কারণে ওয়াজে আমার ইখলাস বাকী থাকল না। তাই আমি ওয়াজ ছেড়ে বসে গেলাম। —(আরওয়াহে ছালাছা)

আল্লাহু আকবার! এটাই হলো ইখলাস? অথচ আজকে আমাদের অবস্থা হলো, আমরা যদি এমন কোনো মজলিসে বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়ে যাই তবে কোন কথা বলে কিভাবে শ্রোতাদেরকে মোহিত ও আকর্ষিত করা যায় সে কৌশল অবলম্বনে বিভোর হয়ে পড়ি। আয়োজকরা যেন আমাকে দাওয়াত দিতে বাধ্য হয় সে পন্থা বের করার চেষ্টা অবিরত করে যাই। নাউযুবিল্লাহ।

সমাবেশে লোকের আধিক্য মুখ্য নয়

এমনিভাবে ওই মনীষীরা কখনও এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেননি যে মজলিস লোকে লোকারণ্য হতে হবে। বরং যখন যেখানে ফায়দা অনুভব করেছেন তখন মাত্র কয়েকজন লোকের সামনেও এমন সারগর্ভ আলোচনা পেশ করেছেন যা সাধারণত বিশাল কোনো সমাবেশে করা হয়।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর মাওয়ায়েজগুলো দেখুন! হয়রান হয়ে যেতে হয় যে, তিনি মাত্র ২০/২৫ জন মানুষের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইলম ও গবেষণার খাজানা ঢেলে দিচ্ছেন। আমরা আমাদের হালত ও তবিয়ত এই বানিয়ে নিয়েছি যে, মজলিস যখন ভরপুর না হয় তখন আমাদের মধ্যে কথা বলার আগ্রহ সৃষ্টি হয় না। বরং লোকের উপস্থিতি কম হলে প্রস্তুতকৃত বিষয়ও আসতে চায় না। যেন মজলিসসমূহের বিস্তৃতিকে আমরা আমাদের দ্বীনের সহায়ক নয় বরং ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও বিকাশের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য যদি শুধুই দ্বীন প্রচার হতো তবে দু'চারজন মানুষের মধ্যেও দ্বীনী কথাবার্তা পৌঁছাতে আন্তরিকতার কোনো কমতি থাকত না। অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত যে, অল্প লোকের মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগ যেভাবে প্রভাবক ও ক্রিয়াশীল হয় তা অনেক সময় বিশাল সমাবেশের ওয়াজ-নসিহতেও হয় না। এমনিভাবে আমাদের নিয়ত যদি স্বচ্ছ ও নিষ্কণ্টক হতো তবে অন্য বক্তার বক্তৃতা আমাদের মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক করত না। বরং আমরা এটা মনে করে পুলক অনুভব করতাম যে, আমাদের উদ্দেশ্যই তো তিনি হাসিল করছেন, আমাদের ওপর আবর্তিত জিম্মাদারী তার দ্বারা পালিত হচ্ছে।

www.banglakitab.weebly.com

মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ (রহ.)-এর ঘটনা

যুগের খতীবে আযম হযরত মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী (রহ.) এক জলসায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তাঁর পূর্বে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জালন্ধরী (রহ.) বক্তৃতা করেছেন। তাঁর বক্তৃতা চলাকালে আতাউল্লাহ শাহ বুখারী (রহ.) আহ! সুবহানাল্লাহ! আল্লাহু আকবার ইত্যাদির দ্বারা নিজের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁকে যখন বক্তৃতা করতে দেয়া হলো তিনি এই বলে মাহফিল সমাপ্ত করে দিলেন যে, মাওলানার পর আমার আর বক্তৃতার কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ তাঁর জন্যই এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছিল।

—(বিস বড়ে মুসলমান)

মুফতী শফী (রহ.)-এর অভ্যাস

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.)-এর অভ্যাস এই ছিল যে, তাঁর ইলমের বিশালত্ব সত্ত্বেও যে কারো ওয়াজ শুনতে কোনো সঙ্কোচবোধ করতেন না। বরং সময় বের করে সামান্য সময়ের জন্য হলেও অন্যের ওয়াজ শুনতেন। কারণ, হতে পারে তার ওয়াজের মধ্যে কোনো নতুন বিষয় জানা যাবে অথবা এর দ্বারা আমলের স্পৃহা সৃষ্টি হবে। —(মেরে ওয়ালেদ মেরে শায়খ : (মুফতী তাকী উসমানী)

মকবুল কে?

আমরা এই কল্পনায় বিভোর আছি যে, যত তীক্ষ্ণ, দুর্লভ ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে নিজের বক্তব্য পেশ করা যাবে তা ততই গ্রহণযোগ্যতা পাবে এবং লোকদের অন্তরে দাগ কাটবে। অথচ এটা সরাসরি ধোঁকা। হতে পারে এর দ্বারা সাময়িকভাবে লোকদেরকে আমরা বিমোহিত করে রাখতে পারব। কিন্তু মকবুল হওয়ার মূল রহস্য আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার ওপর নির্ভরশীল।

হযরত কাব আহবার (রহ.) বলেন, 'দুনিয়াতে কারো কোনো প্রশংসা ওই পর্যন্ত মানুষের অন্তরে স্থান পায় না যতক্ষণ না আসমানবাসীর মধ্যে এর চর্চা না হয়।' —(কিতাবুয যুহদ)

একথা স্পষ্ট যে, আসমানবাসীর কাছে ওই লোকেরা প্রশংসিত হয় যারা বিনয়, নম্রতা, ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের মহৎ গুণে গুণান্বিত। রিয়া ও বাহ্যিক প্রকাশের উদ্দেশ্যে কৃত চটকদার বক্তৃতা শ্রোতাদের মাথার উপর দিয়ে অতিক্রম করে যায়, আর ইখলাসের সঙ্গে বলা আদনা কথাও দিলের গভীরে গিয়ে স্থান করে নেয়।

www.banglakitab.weebly.com

করলেন, হযরত! আপনি হঠাৎ কেন ওয়াজ ছেড়ে দিলেন? শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর জবাবে বললেন, যখন মৌলভী লুৎফুল্লাহ আসল তখন আমার খেয়াল হলো এখন বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করতে হবে এবং ইলম কী জিনিস তা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। এ কারণে ওয়াজে আমার ইখলাস বাকী থাকল না। তাই আমি ওয়াজ ছেড়ে বসে গেলাম। —(আরওয়াহে ছালাছা)

আল্লাহু আকবার! এটাই হলো ইখলাস? অথচ আজকে আমাদের অবস্থা হলো, আমরা যদি এমন কোনো মজলিসে বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়ে যাই তবে কোন কথা বলে কিভাবে শ্রোতাদেরকে মোহিত ও আকর্ষিত করা যায় সে কৌশল অবলম্বনে বিভোর হয়ে পড়ি। আয়োজকরা যেন আমাকে দাওয়াত দিতে বাধ্য হয় সে পন্থা বের করার চেষ্টা অবিরত করে যাই। নাউযুবিল্লাহ।

সমাবেশে লোকের আধিক্য মুখ্য নয়

এমনিভাবে ওই মনীষীরা কখনও এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেননি যে মজলিস লোকে লোকারণ্য হতে হবে। বরং যখন যেখানে ফায়দা অনুভব করেছেন তখন মাত্র কয়েকজন লোকের সামনেও এমন সারগর্ভ আলোচনা পেশ করেছেন যা সাধারণত বিশাল কোনো সমাবেশে করা হয়।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর মাওয়ায়েজগুলো দেখুন! হয়রান হয়ে যেতে হয় যে, তিনি মাত্র ২০/২৫ জন মানুষের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইলম ও গবেষণার খাজানা ঢেলে দিচ্ছেন। আমরা আমাদের হালত ও তবিয়ত এই বানিয়ে নিয়েছি যে, মজলিস যখন ভরপুর না হয় তখন আমাদের মধ্যে কথা বলার আগ্রহ সৃষ্টি হয় না। বরং লোকের উপস্থিতি কম হলে প্রস্তুতকৃত বিষয়ও আসতে চায় না। যেন মজলিসসমূহের বিস্তৃতিকে আমরা আমাদের দ্বীনের সহায়ক নয় বরং ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও বিকাশের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য যদি শুধুই দ্বীন প্রচার হতো তবে দু'চারজন মানুষের মধ্যেও দ্বীনী কথাবার্তা পৌঁছাতে আন্তরিকতার কোনো কমতি থাকত না। অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত যে, অল্প লোকের মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগ যেভাবে প্রভাবক ও ক্রিয়াশীল হয় তা অনেক সময় বিশাল সমাবেশের ওয়াজ-নসিহতেও হয় না। এমনিভাবে আমাদের নিয়ত যদি স্বচ্ছ ও নিষ্কণ্টক হতো তবে অন্য বক্তার বক্তৃতা আমাদের মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক করত না। বরং আমরা এটা মনে করে পুলক অনুভব করতাম যে, আমাদের উদ্দেশ্যই তো তিনি হাসিল করছেন, আমাদের ওপর আবর্তিত জিম্মাদারী তার দ্বারা পালিত হচ্ছে।

www.banglakitab.weebly.com

আর ইখলাসের বয়ান করতে গিয়ে একবার উঁচুস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বলেছেন। জানি না কোন অন্তরে ও কোন ভঙ্গিতে আল্লাহু আকবার বলেছেন, সমস্ত মজলিস তাঁর আল্লাহু আকবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। উপস্থিত লোকদের আহাজারীতে মসজিদে গুঞ্জন উঠেছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশেষ হালতে পতিত হয়েছে। কেউ কেউ মিম্বরের দিকে তাকিয়ে দেখল সুরম্য চেহারার মর্যাদাপূর্ণ এক ব্যক্তিত্ব প্রভাব ছড়িয়ে মিম্বরের উপর বসে আছেন এবং মজলিসের দিকে গভীরভাবে মনোনিবেশন করে আছেন। বিশ্বাস হয় তিনি যদি মজলিসের দিকে এভাবে দৃষ্টি না বুলাতেন তবে উপস্থিত লোকের অনেক সময় পর্যন্ত সজ্ঞানে ফিরে আসতে পারত না। আল্লাহওয়ালাদের উদ্যম এমনই সতেজ হয়ে থাকে। কবি বলেন—

سینہ میں قلزم کو لئے قطرہ کا قطرہ ہی رہا

'সিনায় গোটা সমুদ্র ধারণ করার পর বিন্দু বিন্দু দানাই রয়ে গেছে।'

মাওলানা আশেক এলাহী মিরাঠী (রহ.) আরো লিখেন 'এই জলসার পুরো অংশকে জিজ্ঞাসা করা হোক যাদের চোখ অভাবনীয় ও আশ্চর্যকর প্রভাবময় এ দৃশ্য দেখেছে।

এটা লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল যে, ইমামে রব্বানী (রহ.) যখনই আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নাম মুখে নিয়েছেন সভায় উপস্থিত ছোট-বড় সবাই এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। প্রত্যেকেই ভাবাবেগে উদ্বেলিত ছিল, চাপা কান্না বেরিয়ে আসছিল নিজের অজান্তেই। কেউ কেউ শব্দ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছিল। কিন্তু কারোই জানা ছিল না কোন বিষয়ে আলোকপাত করার দ্বারা তাদের অন্তরের গভীরে এভাবে রেখাপাত করেছে।

একবার আলোচনা হচ্ছিল অমুক মাহফিলে অমুক বক্তা এ বিষয়ে এত সারগর্ভ আলোচনা করেছে যে, তিনি কখনও হাসিয়েছেন আবার কখনও কাঁদিয়েছেন। যেন বক্তার ইচ্ছাধীন, চাইলে শ্রোতাদেরকে কাঁদিয়েছেন আবার চাইলে হাসিয়েছেন। হযরত ইমাম রব্বানী গাঙ্গুহী (রহ)ও এ কথাবার্তা শুনলেন এবং বললেন, আল্লাহর খাছ বান্দাদের কাছে এটা কোনো বিষয় নয়। হাসানো, কাঁদানো কোনো বিষয় নয়, ইখলাসের সঙ্গে আল্লাহর নাম মুখে উচ্চারণ করলে এমনিতেই লোকদের অন্তর থেকে কান্না বেরিয়ে আসে। হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর ওয়াজের মধ্যেই লোকেরা এই বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত হয়ে গেলেন। উপস্থিত কয়েক হাজার লোক ইখলাস ও সত্যের তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে পারলেন। —(তাযকিরাতুর রশীদ)

www.banglakitab.weebly.com

অন্তর থেকে নির্গত কথাই অন্তর ভেদ করে

ওয়াজ ও নসিহতের অস্বাভাবিক এই প্রতিক্রিয়া বিনয় ও ইখলাস ব্যতীত হতেই পারে না। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর উক্তি আছে 'অন্তর থেকে নির্গত কথাই অন্তরে ফায়দা পৌঁছায়।' —(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

বর্তমানে আমাদের ওয়াজ মাহফিলগুলো ফলাফলশূন্য ও প্রভাবহীন হওয়ার অন্যতম কারণ এটাও যে, আমাদের থেকে স্বীকৃত ও প্রয়োজনীয় এ দুটি গুণ বিনয় ও ইখলাস প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। আর আত্মপ্রসিদ্ধি, অন্যের ওপর বড়ত্ব প্রদর্শন এবং পার্থিব লালসা ইত্যাদি অনিষ্টতা আমাদেরকে ছেয়ে আছে। হায়! যদি এই অনিষ্টতা সম্পর্কে আমাদের চেতনাবোধ জাগ্রত হতো!!

প্রকৃত কামিয়াবীর সন্ধানে

আমাদের ওয়াজ ও বয়ানসমূহ যদি জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, কোনো জলসাতে যদি আমদেরকে বার বার দাওয়াত করা হয়, লোকেরা এসে যদি আমাদেরকে খোশামোদ করতে থাকে তবে আমরা ধারণা করি আমরা মকবুল হয়ে গেছি। অথচ জনসাধারণের কাছে এই গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হওয়ার আলামত নয়। দুনিয়াতে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনপ্রিয় বক্তা ও তারকা চিত্রজগতে ও মিডিয়ায় অনেক পাওয়া যায়। বস্তুত ওই কামিয়াবী ও গ্রহণযোগ্যতাই আসল যা প্রথমে আল্লাহর নেক বান্দাদের মুখ ও অন্তরে প্রকাশ পায়, এরপর সাধারণ জনগোষ্ঠী পর্যন্ত তা পৌঁছে।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) বলতেন, জনসাধারণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার দুটি পদ্ধতি— এক. ওই গ্রহণযোগ্যতা যা বিশেষ থেকে নিয়ে সাধারণ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। দুই. ওই গ্রণযোগ্যতা যা সাধারণ থেকে শুরু হয়ে বিশেষ পর্যন্তও পৌঁছে। প্রথম গ্রহণযোগ্যতাই হচ্ছে প্রকৃত কামিয়ারীর আলামত, দ্বিতীয়টি নয়। কেননা হাদীস শরীফে মকবুলিয়ত এর যে আলামত বলা হয়েছে তাতে আছে আল্লাহ তাআলা প্রথমে বান্দাকে মহব্বত করেন, এরপর আসমানবাসীকে নির্দেশ দেন ওই বান্দাকে মহব্বত করার জন্য, এরপর আসমানবাসী তার অধস্থনদের হুকুম করেন, এভাবে দুনিয়াবাসী পর্যন্ত এ নির্দেশ পৌঁছে। আসমানবাসীর কাছে যে পন্থায় মহব্বতের নির্দেশ আসে সে পন্থায় মহব্বত করার নির্দেশই দুনিযাবাসীর কাছেও পৌঁছে। অর্থাৎ প্রথমে এর ভালো লোকদের মহব্বত করা এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্যদের মহব্বত করা। সুতরাং যে মকবুলিয়ত এর বিপরীত হবে তা প্রকৃতপক্ষে মকবুল নয়।

—(আরওয়াহে ছালাছা)

www.banglakitab.weebly.com

এ জন্য আমাদের উচিত হলো, শুধু জনসাধারণের আহ, উহ দ্বারা যেন ধোঁকা না খাই। হযরত নবী কারীম (সা.)-এর ইরশাদ হলো, 'সাবধান'! তোমাদেরকে যেন তোমাদের আশেপাশে জড়ো হওয়া কোনো চক্র ধোঁকায় না ফেলে।' —(কিতাবুয যুহদ)

অর্থাৎ এসব কিছু গ্রহণযোগ্যতার দলীল নয়, এসব ক্ষেত্রে অন্তরে যদি বড়ত্বের ভাব আসেও তবে এটা চিন্তা করা দরকার যে, বেচারা জনসাধারণ যে ইলমে প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছে করলে সামান্য মস্তিষ্ক বিকৃতির দ্বারা এর সবকিছু বেকার করে দিতে পারেন। লোকেরা আমাদের যে বক্তৃতা ও ভাষার পারঙ্গমতা দেখে অভিভূত আল্লাহ তাআলা ইচ্ছে করলে এক মুহূর্তে তা ছিনিয়ে নিয়ে বাকশক্তি রুদ্ধ করে দিতে পারেন। শুধু এক্ষেত্রেই নয়, মানুষের যে যোগ্যতা ও পারঙ্গমতা দেখে অন্যেরা বিস্মিত ও ধোঁকা খায় এর সবগুলোই আল্লাহর একক শক্তি ও মহিমার কাছে আবদ্ধ। এগুলোর উন্নতি ও ম্রিয়তা নির্ভর করে একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের মানসা ও চাহিদার ওপর।

সুতরাং এসবকিছুর প্রশংসার কী আছে? এগুলো তো আল্লাহ তাআলার ফযল ও করম যা এড়িয়ে যাওয়া কিংবা চলছাতুরির আশ্রয় নেয়ার কোনো অবকাশ নেই।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.)-এর কিছু ইরশাদ

হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বার বার কসম খেয়ে বলতেন, 'আমি নিজেকে কোনো মুসলমান থেকে এমনকি ওই মুসলমান থেকেও যাদেরকে লোকেরা ফাসেক ফুজ্জার বলে থাকে বর্তমান অবস্থায় এবং কাফেরদের থেকেও সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে উত্তম মনে করি না। আখেরাতে উঁচু দরজা হাসিলের কুমন্ত্রণাও আমার মধ্যে জাগে না। কারণ উঁচু দরজা তো হাসিল হবে বড় বড় লোকদের।' —(ইসলাহী খুতুবাত)

অন্যত্র থানভী (রহ.) বলেন, 'আমার মধ্যে তো বাহ্যিক দোষত্রুটিতে ভরপুর। কেউ যদি আমার মন্দ চর্চা করে তবে নিশ্চিত জানবে আমার মধ্যে কখনও এই কুমন্ত্রণা জাগবে না যে, আমি মন্দ বলার উপযোগী নই। বরং কেউ যদি প্রশংসা করে আল্লাহর কসম আমি বিস্মিত হই এজন্য যে, আমার মধ্যে ভালো গুণ কোনটি যা তার ধারণায় এসেছে। হয়ত সে ধোঁকায় আছে। আল্লাহ তাআলা হয়ত সাত্তার নামের উসিলায় আমার দোষত্রুটিসমূহ ঢেকে রেখেছেন। এজন্য কেউ আমাকে মন্দ বললে আমার কোনোই খারাপ লাগে না। কেউ যখন আমার একটি দোষের কথা আলোচনা করে তখন আমার সামনে নিজের দশটি

www.banglakitab.weebly.com

দোষের কথা চলে আসে। মন্দ চর্চাকারীদের তার অজ্ঞতার কারণে অপারগ মনে করি। আর তার জন্য দুআ করি, হে আল্লাহ! আমার কারণে তোমার কোনো মাখলুককে অভিযুক্ত করো না। আমার সঙ্গে যে কেউ মন্দাচার করেছে বা ভবিষ্যতে করবে আমি তাদের সবাইকে অন্তর থেকে মাফ করে দিয়েছি। আমার কারণে যদি কারো কোনো আযাব হয় তবে এতে আমার লাভ কী?

—(থানভী (রহ.)-এর বিস্ময়কর ঘটনাবলী)

একবার হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.)-এর মজলিসে ওলামায়ে কেরামের বিনয় ও অহংকার সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল যে, একজন আলেম শেষ পর্যন্ত কিভাবে নিজে নিজেকে জাহেলের চেয়ে নিচু মনে করতে পারে? কেননা তিনি যখন ইলম শিক্ষা করেন তখন তিনি কিভাবে বুঝেন যে, আমি পড়ালেখা জানি না। হযরত থানভী (রহ.) অত্যন্ত পূর্ণতার সঙ্গে এর জবাব দেন। তিনি বলেন, 'কোনো পূর্ণতার কারণে পরিপূর্ণতা মনে করা জায়েয। কিন্তু উত্তমকে মকবুল মনে করা জায়েয নেই। সুতরাং এটা মনে করা যে, আমি আলেম এতে তাই কোনো অসুবিধা নেই। কিংবা নিজেকে নিজে আল্লাহর দরবারে মকবুল মনে করা অত্যন্ত ভয়াবহ। শুধু এতটুকু মনে করবে যে, জাহেল হওয়া সত্ত্বেও হয়ত জাহেলের মধ্যে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য আছে যাতে সে আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হয়ে গেছে। আর আমি আলেম হওয়া সত্ত্বেও আমার মধ্যে হয়ত এমন কোনো দোষ লুকিয়ে আছে যার কারণে আল্লাহর কাছে আমি অপছন্দনীয়। তা সত্ত্বেও আমরা কেন নিজেদেরকে বড় মনে করছি?

একবার হযরত থানভী (রহ.) এই মূল্যবান ইরশাদ করেন যে, 'বড় হওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমে ছোট হও। এরপর এ প্রভাবেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে একদিন বড় হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে আকাবির ও মাশায়েখদের হাজারো ঘটনা রয়েছে, তারা প্রথমে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করেছেন, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বড় করে দিয়েছেন।

হযরত মাদানী (রহ.)-এর প্রশংসা করায় মুখের ওপর নিন্দাবাদ

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) একবার 'সিওহারা' প্রদেশে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। যেখানকার শাহী মসজিদে বাদ জুমা তাঁর প্রোগ্রাম ছিল। বয়ানের পূর্বে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তাঁর শানে একটি কাসিদা পাঠ করতে লাগল। মাত্র কয়েক চরণ পড়তেই হযরত মাদানী (রহ.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ওই ব্যক্তিকে বসিয়ে দিলেন। বয়ানের শুরুতেই তিনি আত্মম্ভরিতা, ব্যক্তিপূজা এবং সামনে প্রশংসা করার নিন্দা করলেন। কুরআন

www.banglakitab.weebly.com

হাদীসের দৃষ্টিতে এগুলোর মন্দ দিকের ওপর আলোকপাত করলেন। বক্তৃতাকালে তিনি বললেন, 'আমি কারো মুখে যখন আমার প্রশংসা শুনি তখন আমার খুব কষ্ট লাগে এজন্য যে, লোকেরা নবীর আদর্শ ও সাহাবায়ে কেরামের নমুনা ভুলে গেছে। সেখানে নিয়তের বিশুদ্ধতা ছিল আর এখানে শুধু মৌখিক প্রশংসা, সেখানে আমল ছিল এখানে শুধু কথা ও প্রশংসাগীতি।' —(বিস্ময়কর ঘটনাবলী)

হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ.)-এর জীবনে শুধু এই একটি ঘটনা নয় বরং ওই যুগে যখন জাতীয় নেতৃবৃন্দ নিজেদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা নিজেরাই করত, কোনো সমাবেশে নিজেদের নামে কসীদা পাঠের ব্যবস্থা করা হতো সে যুগেও হযরত মাদানী (রহ.) নিজের প্রশংসাগীতি শুনে ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হওয়ার ঘটনা ভূরি ভূরি রয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডে তিনি অত্যন্ত নাখুশি প্রকাশ করতেন। জীবনভর তিনি নিজেকে অযোগ্য আসলাফ বলে অভিহিত করতেন এবং মনে-প্রাণে তা বিশ্বাসও করতেন। মূলত এই বিনয় ও নম্রতাই তাঁকে সৃষ্টিজীবের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরোধিরাও তাঁর উন্নত চরিত্রমাধুরীর স্বীকৃতি দেয় এক বাক্যে।

মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গূহী (রহ.)-এর ব্যক্তিত্ব বিসর্জন

ফকীহুল উম্মত মাওলানা মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী (রহ.) বাস্তবেই এ যুগে আকাবেরে উম্মতের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ছিলেন, বর্তমানে উপমহাদেশের সর্বত্রই তাঁর ফয়েজ ও বরকতের ধারা অনুভব করা যায়। তাঁর এই অভূতপূর্ব সাফল্যের পেছনে তাঁর বিনয় ও ব্যক্তিত্ব বিসর্জনের বড় অংশ রয়েছে। ইলম ও ফিকাহয় অতুলনীয় দক্ষতা সত্ত্বেও তার থেকে কখনো অহংকার ও খ্যাতির কোনো প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়নি। তাঁর মজলিসে যে কোনো লোকের উপস্থিত হওয়ার অনুমতি ছিল। সবার সঙ্গে তিনি একই ভঙ্গিতে কথা বলতেন। কোনো মাসআলা জানা না থাকলে অসঙ্কোচে বলে দিতেন এটা আমার জানা নেই। অথবা এ ব্যাপারে আমার কোনো তাহকীক নেই। প্রশংসা ও খ্যাতিকে তিনি একদম পছন্দ করতেন না। আত্মমুখী ও চাপা থাকাকে খুব পছন্দ করতেন। দুনিয়া দেখেছে তিনি নিজে নিজেকে যত বিলীন করে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা ততই তাঁকে বুলন্দ ও ইজ্জত দান করেছেন। বড় বড় আলেম-ওলামা, পীর মাশায়েখ পর্যন্ত তাঁর প্রশংসা ও সম্মানে পঞ্চমুখ।

লিখনির ব্যাপারে আকাবিরের কর্মপদ্ধতি

আল্লাহওলাদের বিনয়ের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে তাদের লিখনি ও সংকলনের মধ্যেও। তাঁরা তাদের লেখালেখিকে প্রদর্শন ও খ্যাতির মাধ্যম বানাননি। বরং

www.banglakitab.weebly.com

নিছক দ্বীনী ফায়দা ও ইলমী চর্চার খাতিরেই তারা লেখালেখি চালিয়ে গেছেন। তারা তাদের লিখনির জন্য প্রশংসার প্রত্যাশী ছিলেন না এবং দেখতেন আল্লাহ তাআলা এটাকে দ্বীনী ফায়দা পৌঁছানোর কতটুকু তাওফীক দিয়েছেন। এ কারণেই যদি কোনো ব্যক্তি ওইসব লেখালেখির ব্যাপারে যৌক্তিক কোনো প্রশ্ন উঠাতেন তবে তাদের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লাগতেন না। হয়ত প্রশ্নকারীকে আশ্বস্থ করতেন নতুবা নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়ে তা পরিশুদ্ধ করে নিতেন। কোনো লেখকের নিজের ভুল মেনে নিয়ে লিখিত বিষয়কে পরিশুদ্ধ করে নেয়া চূড়ান্ত বিনয় ও পরিপূর্ণ ইলমী দক্ষতার দলীল বহন করে।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) ترجيح الراجح। (অগ্রগণ্যকে প্রাধান্য) শিরোনামে নিজের অগণিত বক্তব্য ও ফতোয়া থেকে ঘোষণা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এতে নিজে কখনও লজ্জাবোধ করতেন না। আমাদেরও এ ব্যাপারে ওইসব মকবুল বান্দাকে আদর্শ বানানো উচিত। বর্তমান যুগের প্রখ্যাত আলেম ও গবেষক হযরত মাওলানা মুফতী তাকী উসমানী (দা. বা.) তাঁর মুহতারাম পিতা পাকিস্তানের মুফতী আযম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব দেওবন্দী (রহ.)-এর কথা আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন 'তাঁর নিজের কোনো ইলমী অবদানের ওপর গর্ববোধ হওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না। নিজের বড় বড় খেদমতকেও কিছুই মনে করতেন না। সাধারণত মানুষের নিজের লেখার ও সংকলনের প্রতি একটা মমতাবোধ জন্ম নেয়। এজন্য লেখকদের মধ্যে সাধারণত এ প্রবণতা পাওয়া যায় যে, তারা আকাঙ্ক্ষা করেন তাদের রচনার আলোচনা যেন করা হয়। তাদেরকে নিয়ে যেন মাতামাতি করা হয়।

অনেক লেখকের মাহফিল শুধু তাদের রচনার প্রশংসা ও প্রচারেই ভরপুর থাকে। অনেক লোক বিভিন্নভাবে নিজের রচনার সূত্র উল্লেখ করে নির্বাচিত অংশ লোকদেরকে শুনিয়ে থাকে। কখনও কারো মধ্যে এই খেয়াল জন্ম নেয় যে, যা করার ছিল তা আঞ্জাম দিয়েছি। আব্বাজান মরহুমের কাছে এসব জিনিস প্রশ্রয় পাওয়ার প্রশ্নই উঠে না, বরং তিনি এগুলোর প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন। তিনি অসাধারণ সব ইলমী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাবার পরও এ চিন্তায় বিভোর থাকতেন যে, না জানি এর হক আদায় হচ্ছে কি-না? নিছক লোকদের প্রশংসা শুনে তিনি কোনো আনন্দ প্রকাশ করতেন না। হ্যাঁ, কোথাও থেকে যদি এ তথ্য পাওয়া যেত যে, অমুক স্থানে অমুক লোক অমুক কিতাব থেকে উপকৃত হয়েছে, তার জীবনে পরিবর্তন এসেছে, অথবা তার জীবন-দর্শন পাল্টে গেছে তবে তিনি

www.banglakitab.weebly.com

অত্যন্ত খুশি হতেন। এতে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করতেন এবং এই খেদমত মকবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করতেন। তিনি অধিকাংশ সময় বলতেন, সমমনা লোকদের কাছ থেকে কিছু প্রশংসাবাণী অর্জনের দ্বারা কী ফায়দা? প্রকৃত দেখার বিষয় হচ্ছে, যে উদ্দেশ্যে কিতাব লেখা হয়েছে তাতে ফায়দা পৌঁছেছে কি-না? —(মেরে ওয়ালেদ মেরে শায়খ)

এটা হলো ওই মনীষীর দৃষ্টিভঙ্গি যার রচিত তাফসীরগ্রন্থ 'মাআরেফুল কুরআন' উর্দূ ভাষায় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তাফসীর। যার দ্বীনী ও ফিকহী অবদানে দ্বীনী কুতুবখানাসমূহ বর্তমানে ভরপুর ও আলোকিত। এর বিপরীতে আমরা আমাদের পর্যালোচনা করি যে, আমরা যখন এক দুটি কিতাব রচনা করি তখনই নিজেকে আকাবের লেখকদের মধ্যে গণ্য করতে শুরু করে দেই। আর এই প্রত্যাশায় থাকি যে, আমাদের কিতাবের অনেক অনেক প্রশংসা হোক, এতে আমাদের ইলমী স্বীকৃতি অর্জিত হোক ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রকৃত বিষয় আমাদের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে, এসব কিতাব দ্বারা দ্বীনী ফায়দা কতটুকু অর্জিত হচ্ছে? এর দ্বারা কতগুলো লোক উপকৃত হচ্ছে? আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে প্রকৃত অর্থে বড়দের নকশে কদমের ওপর চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

নগদ খোশখবর-

যদি আমরা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিকে আমাদের উদ্দেশ্য রাখি এবং বিনয় ও নম্রতার প্রতি যত্নশীল হই তবে আল্লাহ তাআলা নিজেই তার প্রিয় হওয়ার তাওফীক দান করবেন এবং তা বাস্তবেই প্রভাবক ও ক্রিয়াশীল হবে। একবার হযরত আবু যর গিফারী (রা.) নবী করীম (সা.)-এর কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে, এরপর লোকেরা তাকে মহব্বতও করতে থাকে, এ ব্যক্তির ব্যাপারে কী নির্দেশ?

রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন, تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ এটা (লোকদের কাছে প্রিয় হওয়া) মুমিনের জন্য নগদ খোশখবর।' —(কিতাবুয যুহদ) অর্থাৎ নিষ্ঠতাপূর্ণ এই কাজের প্রকৃত প্রতিদান তো আখেরাতে মিলবে তা সত্ত্বেও লোকদের মুখে তার নিজের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই প্রশংসা ছড়িয়ে পড়া ওই নগদ নেয়ামত যা তাকে দুনিয়াতে দান করা হয়েছে। এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসী সম্পর্কে কিছু বলব না? জান্নাতী ওইসব লোক যাদের ভালো কাজের জন্য মানুষেরা প্রশংসা করে এবং সে নিজে তা শুনতে

www.banglakitab.weebly.com

পায়। আর জাহান্নামী ওই ব্যক্তি যার মন্দ স্বভাব চরিত্রের কথা লোকদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে এবং সে নিজে তা শুনতে পায়। —(কিতাবুয যুহদ)

অপবাদের জায়গা থেকে বেঁচে থাকুন

এজন্য আমাদের উচিত হলো লোকদের প্রশংসাকে কখনও মকসুদ না বানানো। তবে এ কাজও করা উচিত না যাতে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় লোকদের মুখ আমাদের ব্যাপারে আস্থা বজায় আমাদের প্রতি তাদের আঙ্গুলি উঠে। কারণ লোকদের মধ্যে নির্ভরতা খুলে এবং বাকী থাকা একটি বড় নেয়ামত। একবার অভিযুক্ত হয়ে গেলে পুনর্বার সে স্তর লাভ করা অসম্ভব ব্যাপার। এজন্যই অপবাদের স্থান থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। বিশেষত যিনি দ্বীনী দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত, যিনি সামাজিক পরিশুদ্ধির জন্য নেতৃত্বের আসনে আসীন আছেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের জন্য যিনি নির্দেশিত তাকে না জায়েয তো দূরের কথা অনুত্তম বস্তু থেকেও সম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকা উচিত, যাতে তার ওপর কোনো অপবাদের ক্ষেত্র তৈরি না হয়। বর্তমানে সন্দেহজনক এই ক্ষেত্রটি আমাদের জন্য বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ তাআলা তার একান্ত ফযল ও করমে আমাদেরকে এ ব্যাধি থেকে মুক্তি দিন। আমীন।

জাতীয় সংগঠনগুলো কেন সফল নয়?

বর্তমানে মুসলমানদের জাতীয় সংস্থাগুলো সর্বদা এ চিন্তায় বিভোর থাকে যে, জনসাধারণের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা কিভাবে অর্জিত হবে? এ উদ্দেশ্যে বড় বড় সম্মেলন হয়, নিজেদের সুবিশাল কর্ম ফিরিস্তি পেশ করা হয় এবং পুরনো ও নতুন উচ্চতর খেদমতসমূহের ওপর কাসিদা পাঠ করা হয় এবং অনেক সময় সংগঠনের এসব রিপোর্ট ও ইশতিহারকে উদ্দেশ্য ও সাফল্যের চাবিকাঠি মনে করে থাকে।

সুতরাং কোনো সম্মেলন বা প্রোগ্রামে যদি উপস্থিতি আশানুরূপ হয় এবং মিডিয়ায় এর রিপোর্ট ভালোভাবে এসে যায় তবে আমাদের আর খুশির কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না। অনেক গর্ব করে বলা হয় যে, আমাদের প্রোগ্রামকে মিডিয়া ভালো কভারেজ দিয়েছে। যেন এটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় সাফল্যের ধাপ। সমাবেশ দ্বারা সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হলেও শুধু মিডিয়ার প্রচারকে আমরা সমাবেশের সাফল্যের জন্য যথেষ্ট মনে করি। আর এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য না জানি কত অর্থ বিলি করা হয়। এর জন্য মিডিয়ার লোকদেরকে খোশামোদ করা হয়। অকাতরে অর্থ খরচ করা

www.banglakitab.weebly.com

হয়। সুযোগ হলে না জায়েয ও শরীয়াত পরিপন্থী মাধ্যম ব্যবহারেও কোনো প্রকার কুণ্ঠাবোধ করা হয় না। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও যে ফলাফল আসে তাতে সাধারণের মাঝে কোনোই প্রভাব সৃষ্টি করে না।

রাসূল (সা.)-এর গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা

সাময়িকভাবে ওই প্রোগ্রামের আলোচনা হয়, কিন্তু যাকে আন্তরিক গ্রহণযোগ্যতা বলে তা এই 'মাকড়সার জাল' দ্বারা কখনও অর্জিত হয় না। বরং আরো মন্দ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। বার বার নিজের চোখে এ অভিজ্ঞতা অর্জিত হচ্ছে। যতবার অভিজ্ঞতা হবে ততই নবী করীম (সা.)-এর এই পবিত্র ইরশাদের সত্যতা প্রমাণিত হবে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন—

مَنْ اَسْخَطَ اللّٰهَ فِىْ رِضَا النَّاسِ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَسْخَطَ عَلَيْهِ مَنْ اَرْضَاهُ فِىْ سَخَطِهٖ وَمَنْ اَرْضَا اللّٰهَ فِىْ سُخْطِ النَّاسِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَرْضٰى عَلَيْهِ مَنْ اَسْخَطَهُ فِىْ رِضَاهُ۔ حَتّٰى يُزَيِّنَهُ وَيُزَيِّنَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ فِىْ عَيْنَيْهِ ۔

'যে ব্যক্তি লোকদেরকে খুশি করার জন্য আল্লাহকে নারাজ করে তার প্রতি আল্লাহ তাআলা নিজে তো নারাজ হনই, যাদেরকে খুশি করার জন্য আল্লাহকে নারাজ করেছে তাদেরকেও নারাজ করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি লোকদেরকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহকে রাজি খুশি রাখে তার প্রতি শুধু আল্লাহই সন্তুষ্ট হন না বরং যারা তার প্রতি নারাজ তাদেরকেও সন্তুষ্ট করে দেন। আর এদের দৃষ্টিতে তার কথা ও কাজকে বাড়িয়ে দেন। —(তারগীব ও তারহীব)

হযরত আয়েশ (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন—

مَنْ طَلَبَ مَحَامِدَ النَّاسِ بِمَعَاصِ اللّٰهِ عَادَ حَامِدُهُ لَهُ ذَامًّا ۔

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে নারাজ করে মানুষের সন্তুষ্টি হাসিলের চেষ্টা করবে পরিণতিতে তার প্রশংসাকারীও তার শত্রুতায় লিপ্ত হবে।' এজন্য এসব জাতীয় সভা-সমাবেশ যদি কেয়ামত পর্যন্ত নিছক মিডিয়ার প্রচার প্রচারণাকেই নিজেদের সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য করে তবে কখনও তাদের সাফল্য অর্জিত হবে না। মুসলিম সংস্থা ও সংগঠনসমূহের যদি সত্যিকার অর্থে সাফল্য কামনা করে তবে তা শরীয়াতের গণ্ডিতে থেকে কারো বলা ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে লোকদের মুখে মুখে তাদের কীর্তি ছড়িয়ে পড়বে। সংগঠনের আসল পরিচয় তার কাজে। কাজ কিছুই হলো না অথচ নামের জন্য হাজারো চেষ্টা চালানো হলো, তবে এসব কিছুই বাহুল্য ও অহেতুক বলে প্রমাণিত হবে এবং হচ্ছেও।

www.banglakitab.weebly.com

মুসলিম সংস্থা ও সংগঠনসমূহের দায়িত্বশীলদের জন্য সর্বপ্রধান দায়িত্ব কর্তব্য হলো নিজেদের প্রত্যেক কর্মসূচিতে শরীয়াতের বিধি-নিষেধ ও আল্লাহ তাআলার রাজি খুশিকে প্রাধান্য দেয়া। পার্থিব প্রচলন ও কর্মধারার প্রতি বিমোহিত হওয়ার পরিবর্তে পূর্ণ শক্তি ও উদ্যমের সঙ্গে শরীয়াতের আস্তিন ধরে রাখার মধ্যেই শান্তি ও নাজাত। আর এ ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করলে সরাসরি ক্ষতি ও বরবাদে পতিত হতে হবে।

দলসমূহের পারস্পরিক বিদ্বেষ বৈধ নয়

আমাদের সংগঠনসমূহ সফল ও প্রভাবময় না হওয়ার দ্বিতীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, আমরা বর্তমানে দ্বীনী ফায়দার প্রতি নজর দেয়ার পরিবর্তে নিছক দলীয় স্বার্থকে বড় করে দেখি। আল্লাহ মাফ করুক, আমাদের শ্রম ও সাধনা দ্বীনের ঝাণ্ডাকে বুলন্দ করা এবং মুসলমানদের খেদমত করার প্রতি তেমন ব্যয়িত হচ্ছে না। অন্য দলসমূহকে দমানোর জন্য এর সিংহভাগ ব্যয় হচ্ছে। আমরা সবসময় এ চিন্তায় থাকি যে, অমুক জামাত কোথাও অমুক কাজের ক্রেডিট যেন নিয়ে না নেয়। আর এ মনোভাবই এক সময় দলসমূহের পারস্পরিক বিদ্বেষের রূপ ধারণ করে। এর কারণে দ্বীনী পরিমণ্ডলে পারস্পরিক সহযোগিতাবোধ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। এক জামাত অন্য জামাতকে কাজ করতে দেখাও পছন্দ করে না। কোনো নতুন কাজ শুরু করলে প্রথমত এর উদ্দেশ্য থাকে এর দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী জামাতকে ধাবিয়ে রাখা। চাই এর দ্বারা দ্বীনী কোনো ফায়দা হোক বা না হোক, দলীয় প্রাধান্য অবশ্যই থাকতে হবে। এই অপরিণামদর্শী প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই আমাদের দ্বীনী জামাতসমূহের উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সাফল্যের পথে প্রধান অন্তরায়। এর ফলে দ্বীনী জামাতসমূহের শক্তি-সামর্থ্য ও প্রভাব দিন দিন খর্ব হচ্ছে। এজন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ না হয়ে অন্তরের প্রশস্তির সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতাবোধ জাগ্রত রেখে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য কাজ করে যাওয়া উচিত। অন্যথায় এসব শ্রম ও প্রয়াস নিষ্ফল থেকে যাবে। আর খ্যাতিকাতর এসব জামাত কাগজের রিপোর্ট এবং স্টিলের আলমারী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রয়ে যাবে। এর থেকে বেড়ে আর কিছু হবে না।

নিজের শ্রেষ্ঠত্ব চাইবে না

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন—

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِيْ غَنَمٍ بِأَفْسَدِهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ.

www.banglakitab.weebly.com

'দু'টি ক্ষুধার্ত বাঘ বকরী-ভেড়ার পালে হামলা চালিয়ে এতটুকু ক্ষতি সাধন করতে পারে না, মানুষের সম্পদ ও সম্মানের মহব্বত যতটুকু দ্বীনের ক্ষতি সাধন করে। —(তিরমিযী, তারগীব ও তারহীব)

একটু চিন্তা করুন! জনাব রাসূলে কারীম (সা.) যদি চাইতেন তবে তার জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরাম রাস্তায় রাস্তায় লাল গালিচা বিছিয়ে দিতেন। তাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে নবী করীম (সা.)-এর প্রতি এত সম্মান প্রদর্শন করতেন যে, দুনিয়ায় এর কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। বাস্তবেও সাহাবায়ে কেরাম এর সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নবী করীম (সা.)-এর কর্মপদ্ধতি সবসময় এই ছিল যে, তিনি সাহাবায়ে কেরাম থেকে স্বাতন্ত্র ভাব নিতেন না। নিজের কথা ও কাজ দ্বারা উম্মতের বড়দেরকে শ্রেষ্ঠত্বের ভাব গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। মসজিদে কুবা ও মসজিদে নববীর নির্মাণকালে এবং খন্দকের কূপ খননকালে নবী করীম (সা.) নিজেও সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে কাজে শরীক হয়েছেন, সফরকালে তিনি নিজেও অন্যদের সঙ্গে সমানভাবে খেদমতে শরীক হয়েছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের খাজায়ী (রা.) বলেন, একবার নবী করীম (সা.) সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম রোদ থেকে বাঁচানোর জন্য রাসূল (সা.)-এর ওপর চাদর দিয়ে ছায়া দিলেন। রাসূল (সা.) ছায়া অনুভব করে উপরে মাথা তুলে দেখতে পেলেন চাদর দ্বারা ছায়া দেয়া হয়েছে। তখন তিনি বললেন, 'এটি সরাও, এ কথা বলে নিজেই টান দিয়ে মাথার ওপর থেকে চাদর নামিয়ে নিলেন। আর বললেন, 'আমিও তোমাদের মতোই একজন মানুষ।' —(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

নবী করীম (সা.)-এর সাদাসিধে আচরণ

নবী করীম (সা.)-এর সাদাসিধে আচরণ ও বিনয়াবনতার অনুমান করা যায় একটি ঘটনার দ্বারা। একবার তিনি খানা খাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে অন্যরাও শরীক ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি আসল যার শরীরে বসন্তে ভর্তি ছিল। ক্ষত স্থানগুলোতে ঘা গদগদ করছিল। ওই লোক মজলিসের যে কারো কাছে বসতে চাইল নিকটস্থ ব্যক্তি তার থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। নবী করীম (সা.) ওই আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিজের কাছে ডেকে পাশে বসিয়ে খানা খাওয়ালেন।

—(এহয়াউল উলূম)

রাসূল (সা.)-এর এই সুমহান চরিত্রই তাঁকে বিশ্ববাসীর কাছে প্রিয় করে তুলেছিল।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত সুফিয়ান সাওরীর (রহ.) আমল

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) নিজের বিশাল ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও মজলিসে স্বতন্ত্র স্থানে বসাকে পছন্দ করতেন না। বরং কোনো পার্শ্বে দেয়ালের সঙ্গে লেগে বসাকে পছন্দ করতেন। সবসময় পা জড়ো করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বসতেন। মজলিসে পা ছড়িয়ে বসা অহংকারের পরিচয় বহন করে।–(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

এই বিনয় ও নম্রতার ফলেই আজও যখন হযরত সুফিয়ান সাওরীর নাম মুখে উচ্চারণ করা হয় তখন বড় বড় মুহাদ্দিস ও আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের কল্পনায় তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের অবয়ব ফুটে উঠে এবং অন্তরে তাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার বারিধারা বর্ষিত হয়।

আমাদের কর্মপন্থা

এর বিপরীতে বর্তমানে আমরা যখন আমাদের জীবনের ব্যাপারে চিন্তা করি তখন অনুভূত হয় সাফল্য দানকারী এসব আখলাকের ছিটেছোটাও আমাদের মধ্যে নেই। আমাদের চোখগুলো আকাঙ্ক্ষায় থাকে; লোকেরা যেন আমাদের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচরণ করে। এমনটি অনেক লোক তো ইশতেহার ও দাওয়াতনামায় নিজের নামের ধারাক্রম কিছুটা পরিবর্তন হলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে যায় এবং অভিযোগ করতে থাকে যে, আমার নাম পরে কেন লেখা হলো? শুধু এ কারণে আয়োজকদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হয়। এমনিভাবে দলীয় পর্যায়ের কোনো কাজে কোনো সদস্য যদি আমাদের বিপক্ষে রায় দেয় তবে আমাদের গা-জ্বালা শুরু হয়ে যায়। অন্যান্য উত্তম রায় আসার পরও আমরা আমাদের রায়ের ওপর শুধু এজন্য অবিচল থাকি যেন আমাদের রায় নিচে নেমে না যায়। অনেক সময় এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দল বা প্রতিষ্ঠান বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

হটকারিতা অহংকারের আলামত

এই হঠকারিতা অহংকারের বড় নিদর্শন। রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন— اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ 'হককে অস্বীকার করা এবং লোকদেরকে নগণ্য মনে করার নামই অহংকার।' এজন্য আমাদেরকে নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি নজর দেয়া উচিত। যখনই কোনো সত্য জিনিস সামনে আসবে তা কবুল করতে কখনো কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়, তা নিজে ব্যক্তিগত বিষয় হোক বা সাংগঠনিক বিষয়। আমাদের পূর্বসুরীরা সবসময় এই অন্বেষায় থাকতেন কখন কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় আর এর সংশোধনের জন্য

www.banglakitab.weebly.com

চেষ্টা-সাধনা করতে হয়। হযরত ওমর ফারুক (রা.) বলতেন, আমার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় ওই ব্যক্তি যিনি আমার ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করেন। —(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

ওমর ইবনে মুহাজির যিনি খলীফা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর ঘনিষ্ঠ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.) আমাকে গুরুত্ব সহকারে বলে রেখেছিলেন যে, যখন তুমি আমাকে হক থেকে বিন্দু পরিমাণও দূর হতে দেখবে তখন আমার কলার চেপে ধরে জিজ্ঞেস করবে, হে ওমর! কী করছ? —(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

এটা ছিল ওই মহৎ আখলাক যা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.)-কে এমন কামিয়াবী দান করেছিল। শুধু মানুষই নয় বনের জীব-জানোয়ারও তাঁর শাসনামলে ন্যায় ও সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং জুলুম ও জোর জবরদস্তি থেকে বিরত ছিল। আল্লাহ তাঁর ওপর অসংখ্য রহমত বর্ষণ করুক।

ব্যাধির অনুভূতি জাগ্রত রাখুন

আফসোস! আজকে আমাদের জীবনধারা ওইসব বুযুর্গের উন্নত ও মহৎ পথ থেকে ছিটকে পড়েছে। মৌখিকভাবে ওই বুযুর্গদের নাম অবশ্যই জপিত হচ্ছে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ দিক থেকে তাদের পবিত্র আদর্শ ও দর্শনের সঙ্গে কোনো যোগসূত্রতা নেই। আজ আত্মপছন্দ, আত্মম্ভরিতা আমাদের নিত্যসঙ্গী আর অন্যদের নগণ্য ভাষা আমাদের আমলে পরিণত হয়ে গেছে। অথচ আমরা এসব ভয়াবহ রোগ-ব্যাধি থেকে সম্পূর্ণ গাফেল ও বেখবর। যেহেতু ব্যাধির কোনো অনুভূতিই জাগ্রত নেই, এজন্য তা দূর করার কোনো প্রচেষ্টাও কার্যকর নয়। যদি কদাচিৎ অন্তরে সংশোধনের ভাবনা আসেও নিজের কর্মকাণ্ডকে বৈধ ঘোষণা করার এত ব্যাখ্যা ও বাহানা বেরিয়ে আসে যে গুনাহকেই মূল ইবাদত মনে করতে থাকে। (নাউযুবিল্লাহ) স্পষ্ট কথা যে, এর দ্বারা ইসলামের আশা করা নিষ্ফল। আল্লাহ আমাদেরকে সত্যিকারের ইসলাহ দান করুন। আমীন।

www.banglakitab.weebly.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

সফলতার গুণাবলীর মধ্যে এটাও একটা বড় গুণ যে, মানুষ অন্যকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে। নিজে কোনো কথা বা কাজ যেন অন্যের অসম্মান ও অবমাননার কারণ না হয়।

হযরত ওমর ফারুক (রা.) একবার এক বক্তৃতায় বলেন, 'কোনো মানুষের বাহ্যিক চালচলন দেখে তার প্রতি অভিভূত হয়ে যেয়ো না। বরং মানুষ (প্রশংসার যোগ্য) সেই যিনি আমানত (আল্লাহ ও বান্দার হক) আদায় করে এবং লোকদের ইজ্জতের ওপর হাত দেয়া থেকে বিরত থাকে।' —(কিতাবুয যুহদ)

সবচেয়ে পছন্দনীয় ব্যক্তি

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন—

اِنَّ اَحَبَّكُمْ اِلٰى اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا اَلْمَوْطِؤُنَ اَكْنَافًا ـ اَلَّذِيْنَ يَأْلِفُوْنَ وَيُؤْلَفُوْنَ وَاِنَّ اَبْغَضَكُمْ اِلَىَّ اَلْمَشَّاؤُنَ بِالنَّمِيْمَةِ اَلْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ اَلْمُلْتَمِسُوْنَ لِلْبُرَءَاءِ الْعَيْبَ ـ

'আমার কাছে তোমাদের মধ্যে পছন্দনীয় ওই লোক যিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী। যিনি বিনয়ের কারণে যেন মানুষের সামনে মিটে যায়। যিনি অন্যের সঙ্গে মহব্বত রাখেন এবং অন্যেরাও তার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে। আর বললেন, আমার কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দনীয় ওই ব্যক্তি যে চোগলখুরি করে। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর বিবাদের বীজ বপন করে এবং ভদ্র মানুষের মধ্যে দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়।' —(আত-তারগীব ওয়াত তাহরীব)

কারো অন্তরে কষ্ট দিবে না

রাসূলে কারীম (সা.) জীবনের সর্বক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন যে, কোনো আচরণে যেন অন্যের মনোকষ্ট না হয়। আমার কার্যকলাপে যেন কোনো মুসলমানের অন্তর সংকুচিত না হয়ে যায়। এ কারণেই নবী করীম

www.banglakitab.weebly.com

(সা.) নির্দেশ দিয়েছেন 'লোকদের সঙ্গে তাদের মর্যাদা ও স্তর অনুযায়ী আচরণ কর।' —(মুসলিম শরীফ)

রাসূল (সা.) বলেছেন, 'কোনো গোত্রের সম্মানী ব্যক্তি যখন তোমাদের কাছে আসবে তখন তোমরা তার সম্মান কর।' —(ইবনে মাজাহ)

রাসূল (সা.) আরো ইরশাদ করেন, 'যখন কেউ অন্য মসজিদে যাবে তখন সেখানকার নির্ধারিত ইমামের অনুমতি ছাড়া ইমামতি করবে না। আর যখন কারো ঘরে যাবে তখন ঘরের কর্তার বসার নির্ধারিত স্থানে (চেয়ার বা গদি) তার অনুমতি ব্যতীত বসবে না। —(মিশকাত শরীফ)

আরো বলেন, 'যিনি আযান দিবে তারই ইকামত দেয়ার অধিকার।'

—(তিরমিযী শরীফ)

কারণ এসব বিষয়ের প্রতি খেয়াল না রাখার দরুন প্রকৃতিগতভাবে অন্যের অপছন্দের সৃষ্টি করে। এভাবেই অন্তরে ঘৃণা ও বিবেদের বীজ অংকুরিত হতে পারে।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর সঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর আচরণ

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া উন্ধুলুসী (রহ.) বলেন, একবার আমি আমার উস্তাদ ইমাম মালেক (রহ.)-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) এসে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ইমাম মালেক (রহ.) অনুমতি দিয়ে দিলেন। ইমাম মালেক (রহ.)-এর সাধারণ নিয়ম ছিল কোনো বড় মানুষের জন্যও নিজের আসন ছাড়তেন না। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-কে দেখেই তাঁর সম্মানার্থে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নিজের নির্দিষ্ট আসনে তাঁকে বসালেন। এরপর এক তালিবুল ইলম হাদীসের ইবারত পড়া শুরু করল। দরসকালে কখনও ইমাম মালেক (রহ.) কোনো হাদীসের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করতেন যে, এ ব্যাপারে আপনার কী জানা আছে? তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) ইমাম মালেক (রহ.)-এর আদব ও তাঁর সম্মানের প্রতি খেয়াল করে তাঁর জিজ্ঞাসার জবাব ছাত্রদের সামনে উঁচু আওয়াজে দিতেন না বরং নিচু স্বরে ইমাম মালেক (রহ.)-কে বলে দিতেন (যেন উপস্থিত লোকদের সামনে ইমাম মালেক (রহ.)-এর ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ না ঘটে।) যখন ইবনে মোবারক

www.banglakitab.weebly.com

(রহ.) অনুমতি নিয়ে চলে গেলেন এবং ইমাম মালেক (রহ.) তাঁর পরিপূর্ণ আদব সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তাঁকে কি তোমরা চিন? তিনিই খুরাসানের ফকীহ আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)।'

—(কিতাবুয যুহদ)

দেখুন আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) ইমাম মালেক (রহ.)-এর ইজ্জতের প্রতি কতটুকু দৃষ্টি রেখেছেন। হাদীসে তাঁর দক্ষতা ও ইলমের গভীরতা দেখে ইমাম মালেক (রহ.)-এর ছাত্রদের নজরে উস্তাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় যেন কোনো কমতি না আসে।

নিজের দিকে একটু তাকান

আজ আমাদেরকে নিজেদের দিকে তাকিয়ে একটু দেখা দরকার যে, আমরাও কি আমাদের ভাই ও সমসাময়িকদের ইজ্জতের প্রতি এভাবে খেয়াল করি কি-না? আমরা তো সুযোগ পেলে কারো ইজ্জত বাকী থাকতে দেই না। আমরা আমাদের অতি সাধারণ কাজের জন্যও অন্যের প্রশংসা কামনা করি। অথচ অন্যের সুবিশাল কাজকেও এমন নগণ্যভাবে উপস্থাপন করি যেন কোনো কাজই করেনি। এমনকি নিজের সামনে অন্যের প্রশংসা পর্যন্ত ভালো লাগে না। যদি অন্যের প্রশংসা আমাদের সামনে আসে তবে আমরা প্রশংসিত ব্যক্তির জীবনের এমন কিছু দিক সামনে টেনে আনি যাতে তার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা সব ধূসরিত হয়ে যায়। আল্লাহ আমাদেরকে এ ধরনের হীন মানসিকতা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

অধীনস্থদের সঙ্গে আচরণ কেমন হবে?

তেমনিভাবে নিজেদের অধীনস্থদের সঙ্গে আমাদের আচরণ এমন হয় যেন সে আমাদের কেনা গোলাম। ভরপুর আসরেও তার সঙ্গে তুচ্ছ ও অপমানজনক আচরণ করা হয়। এতেই দলের মধ্যে বিদ্বেষ ও হিংসার দানা জন্ম নেয়, মন্দ ধারণার তুফান বইতে থাকে। এটা কখনও আগুনের স্ফুলিঙ্গ হয়ে মসনদ জ্বালিয়ে দেয়। যে শাসক তার প্রজাদের সম্মান ও সম্ভ্রমের সংরক্ষণের প্রতি যত্নবান না হয় সে শাসক যেন তার প্রজাদের থেকে কোনো সম্মানের আশা না করে। এমন শাসক কখনও জনগণের অন্তর শাসন করার সুযোগ লাভ করতে পারবে না এবং সাফল্যও তার পদচুম্বন করবে না।

www.banglakitab.weebly.com

আমরা অন্যের সঙ্গে যে আচরণ করব অন্যের থেকেও সে ধরনের আচরণই পাব। একজন নগণ্য মানুষও তার স্তর অনুযায়ী মান মর্যাদা নিয়ে থাকে এবং সে কামনা করে সে যেন জনসম্মুখে অসম্মান না হয়। কখনও এ অসম্মান আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষের কাছে নিজের ধন-সম্পদ ও চাকুরিচ্যুতি থেকেও বেশি কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। এজন্য শরীয়াতে অপরকে এমনকি একজন সাধারণ গোলামকেও অসম্মান করতে বারণ করা হয়েছে। এজন্য আমাদের উচিত আমরা অন্যের থেকে যেমন নিজেদের ইজ্জত পাওয়ার প্রত্যাশা করি তেমনি অন্যের ইজ্জত-সম্মান রক্ষার প্রতিও যত্নশীল হওয়া, নিজে অন্যকে যথাযথ ইজ্জত করা। আল্লাহ ও সৃষ্টির কাছে প্রিয় হয়ে ওঠার এটাই সহজ পথ। এ ছাড়া কামিয়াবীর অন্বেষণ বৃথা ও নিজের সঙ্গে নিজে ধোঁকা খাওয়া বৈ-কিছু নয়।

www.banglakitab.weebly.com

তৃতীয় অধ্যায়

ক্ষমা ও উদারতা

ক্ষমা, উদারতা, সমবেদনা ও সহিষ্ণুতাও কামিয়াবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গুণ। এক হাদীসে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন—

مَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا ـ

'আল্লাহ তাআলা ক্ষমা ও উদারতার দ্বারা মানুষের সম্মান ও প্রতিপত্তি শুধু বৃদ্ধিই করেন।'

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) মন্দের প্রতিদান মন্দ দ্বারা দিতেন না, বরং, মন্দের প্রতিদান দিতেন ক্ষমা ও উদারতা দ্বারা।' হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন 'আমি দশ বছর নবী করীম (সা.)-এর খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। কিন্তু ওই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কখনও আমাকে 'উহ্' শব্দটি পর্যন্ত বলেননি। আমার কাজের জন্যও কখনও একথা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেননি যে, 'এটা তুমি কেন করেছ?' নবী করীম (সা.) লোকদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

হযরত যাইনুল আবিদীন (রহ.)-এর বিস্ময়কর ঘটনা

নবুওয়াতে মুহাম্মদীর প্রদীপ্ত আলোক শিখা হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী যাইনুল আবিদীন (রহ.) যার কামিয়াবী ও শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থা এই ছিল যে, একবার গভর্নর হিশাম ইবনে আব্দুল মালেক হজ্জের সময় মক্কা মুকাররমায় গেলেন। ভীড়ের কারণে শত চেষ্টা করেও তিনি হাজরে আসওয়াদে চুমু খেতে পারলেন না। তিনি তখন মাতাফেই ছিলেন, এমন সময় হযরত যাইনুল আবিদীন (রহ.) তাশরীফ নিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে লোকেরা অতি দ্রুত রাস্তা বের করে দিলেন। তিনি অত্যন্ত ধীরে-সুস্থে হাজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়ার সুযোগ পেলেন। এ দৃশ্য দেখে কিছু লোক হিশামকে জিজ্ঞেস করল— এ ব্যক্তি কে? হিশাম এ সম্পর্কে তার অজ্ঞতার কথা জানালেন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ফিরিসদিক কবি বললেন, আমি তাঁকে চিনি, তিনি হযরত আলী ইবনে হুসাইন যাইনুল আবিদীন, যার সম্পর্কে আরব ভূ-খণ্ডের প্রতিটি কণা অবগত। ওই কবি তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর ও আবেগময় একটি কবিতা পাঠ করলেন।

www.banglakitab.weebly.com

সেই যাইনুল আবিদীন (রহ.)-এর একটি ঘটনা। একবার তাঁর দরবারে কিছু মেহমান আসলেন, তাদের মেহমানদারীর জন্য তিনি গোলামকে নির্দেশ দিলেন, চুলায় যে গোশত ভুনা হচ্ছে তা দ্রুত এনে হাজির কর। গোলাম গেল এবং ভুনা গরম কাবাব পাত্রসহ আনতে লাগল। ঘটনাক্রমে দ্রুততার কারণে গরম পাত্র গোলামের হাত থেকে ছুটে নিচ তলায় যাইনুল আবিদীন (রহ.)-এর ছোট বাচ্চার ওপর গিয়ে পড়ল। এর আঘাতে ওই বাচ্চা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। হযরত যাইনুল আবিদীন (রহ.) যখন এ ঘটনা জানতে পারলেন তখন কোনো উত্তেজনা ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে গেলামকে ডেকে পাঠালেন এবং তার ওপর আরো ইহসান করে বললেন-'যাও তুমি আজ থেকে আযাদ, তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করনি।' এরপর সন্তানের কাফন-দাফনের কাজে লেগে গেলেন।

—(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

এর বিপরীতে বর্তমানে খাদেম ও অধীনস্থদের সঙ্গে আমাদের আচরণ কেমন? নিজেই চিন্তা করে নিন! অজানাবশতঃ খাদেমের দ্বারা সামান্য ক্ষতি হয়ে গেলে তার আর রেহাই নেই, না জানি কত দিন পর্যন্ত অনবরত তাকে এর জন্য ভর্ৎসনা করা হবে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, যে লোকসানের জন্য খাদেমকে শত ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা হয় সে লোকসানই যদি নিজের হাতে হয় (আর এটা হওয়া স্বাভাবিক) তবে কত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দাঁড় করা হয় নিজের মনের স্বস্থির জন্য। এ নিয়ে কেউ টু শব্দ করলে পর্যন্ত তা গায়ে সয় না।

এ ধরনের অবিবেচনা ও অন্যায় আচরনের কারণে পারস্পারিক তিক্ততা বাড়ে এবং শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টি ঘৃণায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। এভাবেই মানুষ অন্যের বোঝা হয়ে যায়। এজন্য আমাদের উচিত নিজেদের অবস্থান অনুযায়ী বড় মনের পরিচয় দেয়া।

নম্রতা ও কোমলতার মধ্যেই মঙ্গল

আমাদের আচরণ দাম্ভিকতা, বেপরোয়া মানসিকতা এবং অপ্রয়োজনীয় বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। তখনই আমরা মানুষের অন্তর জয় করতে সক্ষম হব। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন—

إِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهِ -

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নিজে নম্রতা পোষণকারী এবং প্রত্যেক জিনিসে তিনি নম্রতা পছন্দ করেন।' —(মুসলিম শরীফ)

www.banglakitab.weebly.com

অন্য বর্ণনায় আছে—

اِنَّ الرِّفْقَ لَايَكُوْنُ فِىْ شَيْئٍ اِلَّا زَانَهُ وَلَا يَنْزِعُ مِنْ شَيْئٍ اِلَّا شَانَهُ۔

'নম্রতা যেখানেই পাওয়া যাবে তা ওই জিনিসকে বাড়িয়ে দেয়, পক্ষান্তরে কঠোরতা যেখানেই পাওয়া যাবে তা ওই জিনিসকে দূষিত বানিয়ে দেয়।

—(মুসলিম শরীফ)

এমনিভাবে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছে—

اِنَّ اللّٰهَ لَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَالَا يُعْطِىْ عَلَى الْخَرَقِ۔ وَاِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا اَعْطَاهُ الرِّفْقَ مَامِنْ اَهْلِ بَيْتٍ يُحْرَمُوْنَ الرِّفْقَ اِلَّا حُرِمُوْا۔

'আল্লাহ তাআলা নম্রতা ও কোমলতার মধ্যে যে সওয়াব দেন তা কঠোরতার মধ্যে দেন না। আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে মহব্বত করেন তখন তাকে 'নম্রতার' গুণে গুণান্বিত করেন। আর যে ঘরবাসী নম্রতা থেকে বঞ্চিত তাদেরকে বাস্তবেই এক মহা নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়েছে।'

—(তাবরানী, তারগীব ও তারহীব)

এসব শিক্ষা দ্বারা জানা গেল যেকোনো বিষয়ে জিদ ও হঠকারিতার সঙ্গে কাজ করা উচিত নয়। কোনো ভুল আচরণকারী যদি নিজের ভুলের জন্য লজ্জিত হয়ে আমাদের কাছে আসে তবে আমাদের উচিত তাকে মাফ করে দেয়া এবং আগামীতে তার প্রতি অন্তর সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার রাখা। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যিনি মানুষের ওপর রহম করবে না আল্লাহ তাআলাও তার ওপর রহম করবেন না।' —(বুখারী ও মুসলিম)

এছাড়াও নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, যখন কারো কাছে তার ভাই কোনো বিষয়ে নতি স্বীকার করে তবে সে ভাই হকের ওপর হোক বা না হোক, তার এই নতি স্বীকারকে গ্রহণ করে নেয়া উচিত। অন্যথায় ওই ব্যক্তি হাউজে কাউসারে উপস্থিত হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। —(তারগীব ও তারহীব)

বর্তমানে আমাদের স্বাভাবিক আচরণ হয়ে গেছে যে, যিনি আমাদের নজর থেকে একবার পড়ে যায় তার সঙ্গে সারা জীবনের জন্য শত্রুতা পোষণ করে বসি। তার ওপর থেকে সব ধরনের আস্থা ও নির্ভরতা উঠিয়ে নিই। আমাদের এ কর্মপদ্ধতিও সাফল্যের পথে বড় অন্তরায়— যা দূর করা অতীব জরুরি।

www.banglakitab.weebly.com

চতুর্থ অধ্যায়
ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

সংঘবদ্ধ জীবনে মানুষকে অন্যের দেয়া দুঃখ-কষ্টও সহ্য করা লাগে। এ ক্ষেত্রে সবই মানুষকে সম্মানের শীর্ষচূড়া দান করতে পারে। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'মানুষ তার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দ্বারা দিনে রোযা পালনকারী আর রাতে নফল ইবাদতকারীর দরজায় পৌঁছতে পারে' —(তারগীব ও তারহীব)

৮ম হিজরীতে যখন আব্দুল কয়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল ইয়ামান থেকে নবী করীম (সা.)-এর খেদমতে হাজির হলো তখন তাদের সরদার মুনযিব ইবনে আয়েদ (রা.) (যিনি আশাজ্জে আব্দুল কায়েস উপাধীতে প্রসিদ্ধ) এর ব্যাপারে নবী করীম (সা.) বললেন, তোমার মধ্যে এমন দু'টি গুণ পাওয়া গেছে যা আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে অতি পছন্দনীয়— এক. ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, দুই. দূরদর্শিতা। —(ফাতহুল মুলহিম)

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'যিনি ক্রোধ সৃষ্টকারীর সঙ্গেও ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার আচরণ করে আল্লাহর মহব্বত তার জন্য জরুরী হয়ে যায়।

—(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)

হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি একবার নবী করীম (সা.)-এর সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলাম। তিনি একটি নাজরানী চাদর গায়ে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, যার কিনারাগুলো ছিল শক্ত। হঠাৎ এক গ্রাম্য লোক তাঁর কাছে এসে তাঁর চাদর টেনে গা থেকে ফেলে দিল। আমি তখন নবী করীম (সা.)-এর কাঁধের দিকে তাকিয়ে দেখলাম চাদর টেনে নেয়ার কঠিন দাগ তাতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অতঃপর ওই গ্রাম্য ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-কে বলল, হে মুহাম্মদ! আমাকে ওই মাল থেকে অংশ দেয়ার নির্দেশ দিন যা আপনার কাছে আছে। ওই লোকের মারাত্মক এই বেয়াদবী সত্ত্বেও রাসূল (সা.) তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন এবং তাকে দান করার নির্দেশ দিয়ে দিলেন। —(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)

হুনাইনের যুদ্ধের সময় নবী করীম (সা.) গনীমতের মাল বণ্টন করছিলেন। দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে নওমুসলিমদের জন্য একটু বেশি অংশ নির্ধারণ করলেন। এ সময় এক ব্যক্তি এসে এ পদ্ধতির ওপর প্রশ্ন উত্তাপন করে বলল, 'এই বণ্টন ইনসাফপূর্ণ হয়নি।' যদি আল্লাহ ও তার রাসূলই ইনসাফ না করেন তবে দুনিয়াতে এমন কে আছে যিনি ইনসাফকারী? আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ.)-এর ওপর রহম করুক, তাঁর ওপর এর চেয়েও বেশি (তাঁর সম্প্রদায়ের

www.banglakitab.weebly.com

তরফ থেকে) কষ্ট পৌঁছেছে। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন। —(বুখারী শরীফ)

চিন্তা করুন! আমরা কি আজ আমাদের শত্রু ও বিরোধী পক্ষের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ করব? আমাদের তো চেষ্টা এই থাকে যে, আমাদেরকে সামান্য কষ্টদাতা যেন কোনোক্রমেই স্বস্থিতে না থাকে। সব সময়ই প্রতিশোধপ্রবণতা আমাদের মধ্যে কাজ করে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এসব থেকে হেফাজত করুন।

হযরত আবু হানিফা (রহ.)-এর মর্যাদা

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফিকহে ইসলামীর বুনিয়াদী স্তম্ভ, যার ফয়েজ ও বরকত আজ দুনিয়ার আনাচে-কানাচে বিস্তৃতি লাভ করেছেন। তাঁর এ সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্বের পেছনে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তিনি নিজেই বলেন 'আমি কখনও কারো মন্দাচারের বদলা নিইনি, আর আমি কাউকে গালিও দেইনি। আমি কোনো মুসলমান বা জিম্মির ওপর জুলুম করিনি এবং কারো সঙ্গে খেয়ানত ও ধোঁকাবাজি করিনি।' —(উকুদূল জামান)

হযরত আবু হানিফা (রহ.)-এর অপূর্ব সহিষ্ণুতা

আব্দুর রাযযাক ইবনে হুমাম (রহ.) বলেন, আমি আবু হানিফা (রহ.) থেকে ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু কাউকে দেখিনি। একবার আমি মসজিদে খায়ফে তাঁর সঙ্গে বসা ছিলাম। তাঁর আশেপাশে লোকজনের ভীড় ছিল। এ সময় বসরার এক লোক তাঁকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করল। তিনি এর উত্তর দিয়ে দিলেন। ওই প্রশ্নকর্তা জেরা করতে লাগল যে, এ মাসআলায় তো হাসান বসরী (রহ.)-এর অভিমত এই। (আর আপনার অভিমত তো এর বিপরীত) আবু হানিফা (রহ.) জবাব দিলেন—'হাসান বসরীর ভুল হয়ে গেছে।' তাঁর এ জবাব শুনে এক ব্যক্তি যার চেহারা বাঁকা ছিল সে ইমাম সাহেবকে লক্ষ্য করে এই দাম্ভিক বাক্য উচ্চারণ করে, 'হে যিনাকারিনীর ছেলে! তুমি কী বলছ যে হাসান বসরী ভুল করেছে।' তার এ বেয়াদবীপূর্ণ উক্তি শুনে উপস্থিত লোকদের মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল। সবাই মিলে তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু ইমাম সাহেব (রহ.) সবাইকে চুপ করে দিলেন। এরপর কিছু সময় মাথা নিচু করে রেখে অত্যন্ত ধীরে-সুস্থে বললেন— 'হ্যাঁ ভাই, হাসান বসরী (রহ.)-এর ভুল হয়ে গিয়েছিল। রাসূল (সা.) থেকে ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতটি এ ক্ষেত্রে সঠিক।' —(উকুদুল জামান)

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহু আকবার! এই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার কোনো তুলনা হবে কি? আজ আমাদের কাউকে এ কথা বলে দেখুন, এরপর লক্ষ্য করুন তার বিরুদ্ধে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

আসেম ইবনে ইউসুফ (রহ.) বলেন, একবার ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মসজিদে দরস-তাদরীসে লিপ্ত ছিলেন। আর মসজিদের এক কোণায় বসে এক ব্যক্তি তাঁকে অনবরত গালি-গালাজ করে যাচ্ছিল। কিন্তু ইমাম সাহেব (রহ.) নিজের কাজে মশগুল থাকলেন। তার দিকে তাকানওনি, তার কথার কোনো জবাবও দেননি। ছাত্রদেরকেও বলে দিলেন তার সঙ্গে যেন কোনো কথা না বলে। যখন দরস সমাপ্ত হলো এবং ইমাম সাহেব (রহ.) চলে যেতে থাকলেন তখন ওই ব্যক্তি তাঁর পেছনে পেছনে যেতে লাগল এবং তাঁকে গালি-গালাজ করতে থাকল।

ইমাম সাহেব (রহ.) যখন ঘরে পৌঁছলেন তখন দরজায় দাঁড়িয়ে ওই ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন, 'ভাই, এটা আমার ঘর। তুমি যদি তোমার কথা পূর্ণ করতে চাও, এমনকি যা কিছু তোমার অন্তরে আছে তা প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করে থাক তবে আচ্ছা মতো বলে নাও। (আমি তা শুনে ঘরে যাব) ইমাম সাহেব (রহ) এর এই সহিষ্ণু ও মাধুর্যপূর্ণ জবাব শুনে ওই ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে চলে গেল।' —(উকুদুল জামান)

হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর সহিষ্ণুতা

হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর ঘটনাবলীতে লেখা আছে, একবার তিনি ওয়াজ করছিলেন। এক ব্যক্তি সভার মাঝে থেকে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল-'মৌলভী সাহেব, আমি শুনেছি তুমি নাকি হারামী।' তখন শাহ সাহেব (রহ.) অত্যন্ত সহিষ্ণুতার সঙ্গে জবাব দিলেন, 'মিয়া তুমি তো ভুল শুনেছ। আমার বাবার বিয়ের সাক্ষী খোদ দিল্লীতে আজও বিদ্যমান আছে।'

শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ.)-এর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

এ ধরনের ঘটনা শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর জীবনেও পাওয়া যায়। একবার তিনি দরস দিচ্ছিলেন। কোনো বেয়াদব একটি চিরকুট লিখে পাঠাল, যাতে লেখা ছিল-আপনি আপনার বাবার সন্তান নন অর্থাৎ আপনার পিতার ঠিক নেই। তিনি যখন এ চিরকুট পড়ে শুনালেন তখন সমস্ত মজলিসে হৈ চৈ পড়ে গেল। উপস্থিত ছাত্ররা রাগে ও ক্ষোভে ফেটে পড়ল। কিন্তু মাদানী (রহ.) অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে

www.banglakitab.weebly.com

বললেন, 'খবরদার! কারো রাগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার হক হলো তাকে আশ্বস্ত করা।' এরপর বললেন, আমি ফয়েজাবাদ জেলার, ঠাণ্ডা প্রদেশের হাদ্দাদপুরা মহল্লার অধিবাসী। এখনও আমার পিতার বিয়ের সাক্ষী জীবিত আছেন। চিঠি পাঠিয়ে অথবা নিজে গিয়ে যাচাই করতে পারেন।

—(বিস বড়ে মুসলমান)

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় হযরত শায়খুল ইসলাম (রহ.)-এর সঙ্গে যে নিকৃষ্ট আচরণ করা হয়েছে এবং যেভাবে তাঁকে কষ্ট দেয়া হয়েছে এর কল্পনাও আজকের যুগে করা যায় না। কিন্তু হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ.) সবসময় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। একবার তাঁর প্রতি নিবেদিত কিছু ভক্ত-অনুরাগী তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে কিছু শে'র লিখে প্রচার করতে চাইল, কিন্তু তিনি তাদেরকে থামিয়ে দিলেন। আর বললেন, 'ভাইয়েরা! আমার সঙ্গে যারা যে অন্যায় করেছে বা আগামীতে করবে আমি তাদের সবাইকে মাফ করে দিয়েছি। আপনারা আমার জন্য কাউকে মন্দ কিছু বলবেন না বা বদদুআ করবেন না। —(বিস বড়ে মুসলমান)

এসব আকাবিরের কর্মপন্থার আলোকে আজ আমাদের নিজেদের কর্মপন্থা যাচাই করা দরকার। ওইসব বুযুর্গ তাদের ব্যক্তিগত বিরোধের বিষয় কত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে মোকাবেলা করেছেন আর আজ আমরা আমাদের বিরোধীদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে যাই। স্মরণ রাখবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণ না আসবে ততক্ষণ সে সামষ্টিক কোনো দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবে না এবং নিজের অধীনস্থদের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। এজন্য চেষ্টা করা দরকার যে, আমরা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা হবো এবং প্রতিশোধপরায়ণতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বাঁচিয়ে রাখব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সাহায্য করুক। আমীন।

www.banglakitab.weebly.com

পঞ্চম অধ্যায়

দুনিয়া বিমুখতা ও পরিতুষ্টি

সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ হচ্ছে দুনিয়াবিমুখতা ও পরিতুষ্টি। হযরত সাহল ইবনে সাদ সালাবী (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোনো আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে আল্লাহ তাআলা ও মানুষের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ও প্রিয় বানিয়ে দিবে। তখন নবী করীম (সা.) ইরশাদ করলেন—

اِزْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللّٰهُ وَازْهَدْ فِىْ مَافِىْ اَيْدِى النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسَ ـ

'দুনিয়া থেকে বিমুখ ও পরিতুষ্টি অবলম্বন কর, আল্লাহ তোমাদেরকে তার প্রিয় বানিয়ে নিবেন। মানুষের ধন-সম্পদ থেকে নজর ফিরিয়ে নাও, তবে মানুষের দৃষ্টিতে প্রিয় হয়ে যাবে।' —(ইবনে মাজাহ)

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে যুহদ বা পরিতুষ্টির সঙ্গে গুণান্বিত হওয়া ব্যতীত কারো অন্তর আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠ হবে না। যেখানে সামান্যতম লালসা পাওয়া যাবে সেখানে দ্বীনী দায়-দায়িত্ব পদমর্যাদা ধূসরিত হয়ে যাবে। যখন পরিতুষ্ট ও বিরাগী হবে তখন এই দুনিয়া যাকে অর্জনের জন্য দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দেয় তা দুনিয়াবিমুখদের পদতলে এসে লুটে পড়বে। আর সে তাকে অনমুখাপেক্ষিতার সঙ্গে দূরে ঠেলে দিবে। হযরত জায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন—

مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَاْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا مَاكَتَبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتِ الْاٰخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللّٰهُ لَهُ اَمْرَهُ ـ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهِ وَاَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ ـ

'যার লক্ষ্য উদ্দেশ্য হয় দুনিয়া আল্লাহ তার কাজকে এলোমেলো করে দেন। আর দারিদ্রকে তার চোখের সামনে করে দেয়। তাকদীর থেকে বেশি দুনিয়া সে হাসিল করতে পারবে না। আর যার উদ্দেশ্য থাকে আখেরাত আল্লাহ তার বিষয়কে সহজ করে দেন। তার অন্তরকে পরিতুষ্টির দ্বারা ভরপুর করে দেন। আর দুনিয়া তার কাছে আসে অপদস্থ হয়ে।' —(তাবগীর ও তারহীব)

www.banglakitab.weebly.com

নবী করীম (সা.)-এর দুনিয়াবিমুখতা

দু'জাহানের বাদশা সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) যদি চাইতেন তবে নিজের জন্য দুনিয়ার সকল আরাম-আয়েশ ও সম্মান প্রতিপত্তি জমা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজের জন্য দুনিয়াবিমুখ জীবন অবলম্বন করেছেন। দুনিয়াতে একজন মুসাফিরের জীবন-যাপন করার আদর্শ তিনি স্থাপন করে গেছেন। হযরত ওমর (রা.) এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, যখন মদীনা মুনাওয়ারায় একথা ছড়িয়ে পড়ল যে, নবী করীম (সা.) তার বিবিদের তালাক দিয়েছেন তখন আমি প্রকৃত ঘটনা যাচাই করতে নবী করীম (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর দরবারে গেলাম। দেখলাম রাসূল (সা.) একটি লুঙ্গি পরে আছেন। একটি মোটা চাঁটাই থেকে তিনি তাশরীফ নিয়ে এসেছেন, যার ফলে তাঁর গায়ে চাঁটায়ের দাগ বসে গেছে। আমি এদিক-সেদিক নজর দিলাম। তাঁর স্টোর রুমে দেখলাম এক সা' (আনুমানিক সোয়া তিন কিলোগ্রাম) যব, কামরার এক কোণে 'করজ' (চামড়ার শোধন করার আসবাবপত্র) এবং একটি কাঁচা চামড়া ঝুলে আছে। (এছাড়া আর কিছুই ছিল না।)

এ দৃশ্য দেখে আমার চোখে পানি এসে গেল। নবী করীম (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, হে ওমর! তুমি কাঁদছ কেন? আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি না কেঁদে থাকব কিভাবে যে আপনার গায়ে চাঁটাইয়ের দাগ বসে আছে। আমি আপনার কামরায় যা কিছু দেখছি এ ছাড়া আর কিছু নেই। অথচ দুনিয়ার বাদশা রোম ও পারস্য আপনার পদতলে। আপনি তো আল্লাহর রাসূল, তাঁর নির্বাচিত। একথা শুনে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করলেন—

يَا اِبْنَ الْخَطَّابِ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ لَنَا الْاٰخِرَةَ وَلَهُمُ الدُّنْيَا .

হে ওমর ইবনুল খাত্তাব! তোমার কি এটা পছন্দ না যে, আমাদের জন্য আখেরাত আর তাদের জন্য দুনিয়া? আমি বললাম, কেন হবে না? (আমি এতেই সন্তুষ্ট) —(মুসলিম শরীফ)

এমনিভাবে এক প্রশ্নের জবাবে রাসূল (সা.) ইবনে মাসউদের সূত্রে ইরশাদ করেন—

فَلَا تَبْكِ يَا عَبْدَ اللّٰهِ فَاِنَّ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْاٰخِرَةُ وَمَا اَنَا وَالدُّنْيَا وَمَا مَثَلِىْ وَمَثَلُ الدُّنْيَا اِلَّا كَمِثْلِ رَاكِبٍ نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ سَارَ وَتَرَكَهَا .

www.banglakitab.weebly.com

'আব্দুল্লাহ! তুমি কেঁদো না। কেননা তাদের জন্য দুনিয়া আর আমাদের জন্য আখেরাতের নেয়ামতরাজি। দুনিয়ার সঙ্গে আমার দেনা-পাওনা কী, দুনিয়া ও আমার দৃষ্টান্ত তো হলো এমন যেমন কোনো মুসাফির আরোহী আরামের জন্য কোনো গাছের নিচে বসে আরাম করে এবং কিছুক্ষণ পর তা ছেড়ে চলে যায়।

—(তারগীব ও তারহীব)

এমনিভাবে নবী করীম (সা.) কখনও ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দুআ করেননি। বরং বেশির চেয়ে বেশি যে দুআ করেছেন তা হচ্ছে 'হে আল্লাহ! মুহাম্মদের বংশধরকে প্রয়োজন মোতাবেক রুজি দান কর।' —(মুসলিম শরীফ)

এর দ্বারা আপনি অনুমান করতে পারবেন যে, আমাদের নবী করীম (সা.) দুনিয়াবিমুখতা ও পরিতুষ্টতার কোন স্তর স্পর্শ করেছেন।

সফলকাম মুসলমান

সফলকাম মুসলমান ও সুখী মানুষ কে? এ ব্যাপারে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন—

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ.

ওই ব্যক্তি সফলকাম যিনি (১) ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন (২) যার প্রয়োজন অনুপাতে রোজগার সংগ্রহ হয় (৩) আল্লাহ তাআলা তাকে প্রদত্ত রিযিকের ব্যাপারে পরিতুষ্ট থাকার গুণ দান করেছেন।'

এক বর্ণনায় পাওয়া যায় নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন—

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ خَيْرًا اَرْضَاهُ بِمَا قَسَمَ لَهُ وَبَارَكَ لَهُ فِيْهِ وَاِذَالَمْ يُرِدْ بِهٖ خَيْرًا لَمْ يَرْضَهُ بِمَا قَسَمَ لَهُ وَلَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيْهِ.

আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার প্রতি মঙ্গলের ইচ্ছা করেন তখন তাকে প্রদত্ত রিযিকের ওপর সন্তুষ্ট রেখে তাতে বরকত দ্বারা সুসজ্জিত করেন। আর যার সঙ্গে মঙ্গলের কোনো ইচ্ছা পোষণ করেন না তখন তাকে তার নির্ধারিত অংশে তো সন্তুষ্টি দেন এবং তাতে বরকতের কোনো ছিটেফোঁটাও দেন না।

—(মুসনাদে আহমাদ)

হযরত কাতাদাহ ইবনে নুমান (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন—

www.banglakitab.weebly.com

যখন আল্লাহ তাআলা তার কোনো বান্দাকে মহব্বত করেন তখন তাকে দুনিয়ার মহব্বত থেকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখেন যেমন তোমরা কোনো রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখ। (যখন পানি রোগের জন্য ক্ষতিকারক হয়)

একবার সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে? রাসূল (সা.) জবাব দিলেন—

اِزْهَدُكُمْ فِى الدُّنْيَا وَاَرْغَبُكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

তোমাদের মাঝে যিনি দুনিয়ার প্রতি সবচেয়ে বিমুখ এবং আখেরাতের প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুরাগী।

নবী করীম (সা.)-এর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়ত

এক লোক নবী করীম (সা.)-কে ওসিয়ত করার জন্য সুপারিশ করল, তখন রাসূল (সা.) বললেন—

عَلَيْكَ بِالْيَاسِ فِيْمَا فِىْ اَيْدِى النَّاسِ فَاِنَّهُ الْغِنٰى وَاِيَّاكَ وَالطَّمْعَ فَاِنَّهُ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ وَصَلِّ صَلٰوتَكَ وَاَنْتَ مُوَدِّعٌ وَاِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ ـ

(১) মানুষের হস্তগত মালের প্রতি নিরাশ হও, কারণ এটাই স্বচ্ছলতা। আর লালসা থেকে বেঁচে থাক কারণ এটা এক প্রকার দারিদ্র্যতা, (২) নামায এমনভাবে আদায় কর যেন এটাই জীবনের শেষ নামায। (৩) এমন কথা থেকে বাঁচ যা বলার পর ভুল স্বীকার করতে হয়।

মোটকথা, আমাদের যদি আল্লাহর দরবারে মকবুল হতে হয় তবে দুনিয়ার মহব্বত, লোভ-লালসা থেকে অন্তরকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করতে হবে। এছাড়া সাফল্যের আশা করা নিরর্থক।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর দুনিয়াবিমুখ জীবন-যাপন

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফা হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর ও সাদাসিধেভাবে দুনিয়াবিমুখ জীবন-যাপন করেছেন। হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইন্তেকালের সময় যখন ঘনিয়ে আসল তখন তিনি তাঁর মেয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-কে ডেকে বললেন, 'দেখ, আমাদের উট যার দুধ আমরা পান করি, আমাদের ওই পাত্র যাতে আমরা কাপড়-চোপড় ধৌত করি, আমার চাদর যা আমি পরি, যতক্ষণ আমি মুসলমানদের খলীফা ছিলাম ততক্ষণ এগুলো থেকে

www.banglakitab.weebly.com

উপকৃত হওয়ার অধিকার আমার ছিল। সুতরাং যখন আমার ইন্তেকাল হয়ে যাবে তখন এসব জিনিস হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে সোপর্দ করে দিবে।' তাঁর ওসিয়ত মোতাবেক ইন্তেকালের পর হযরত আয়েশা (রা.) এসব জিনিস হযরত ওমর (রা.)-এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। এগুলো দেখে হযরত ওমর (রা.) বলে উঠলেন-'আবু বকর! তোমার ওপর আল্লাহর রহম বর্ষিত হোক, তুমি পরবর্তীদেরকে থমকে দিয়েছ।' (অর্থাৎ এমন নমুনা পেশ করেছ যার ওপর আমল করা সহজ নয়)

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর দুনিয়াবিমুখতা

আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর দুনিয়াবিমুখতা প্রবাদতুল্য। আসেব ইবনে কায়েস বলেন, একবার হযরত ওমর (রা.)-এর দরজায় বসা ছিলাম। তখন সেখান দিয়ে এক বাঁদী যাচ্ছিল। লোকেরা বলাবলি করছিল, এটা ওমর (রা.)-এর বাদী। এ কথা শুনে ওমর (রা.) বললেন, এটা ওমরের বাঁদী না এবং তা ওমরের জন্য হালালও না। বরং এটা আল্লাহর মাল (অর্থাৎ বায়তুল মালের সরকারী সম্পদ)। তখন আমরা বললাম, আমিরুল মুমিনীনের জন্য এতে কী হালাল? তিনি বললেন, বছরে দু'জোড়া কাপড়, একটি গরমকালের এবং একটি শীতকালের। হজ্জ ও ওমরার খরচ, পারিবারের প্রয়োজনীয় খরচপাতি। আমি তো কুরাইশ গোত্রের একজন সাধারণ সদস্য, আমি সম্পদশালীও নই, ফকীরও নই। বরং আমি সাধারণ মুসলমানদেরই অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ওমর (রা.) স্বচ্ছলতা না থাকায় চামড়ার তালি লাগানো জামা পরতেন। পার্থিব চাকচিক্য ও মনোরম বিলাস থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকতেন।

হযরত আলী (রা.)-এর অবস্থা

একদিন হযরত মুআবিয়া (রা.) জেরার ইবনে হামযাকে বললেন, আমার সামনে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু এর গুণাগুণ বর্ণনা কর। কিন্তু জেরার ইবনে হামযা অপারগতা প্রকাশ করলেন। মুআবিয়া (রা.) যখন বারবার পীড়াপীড়ি করলেন তখন তিনি হযরত আলী (রা.)-এর গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'আল্লাহর শপথ, তিনি অত্যন্ত বাহাদুর ও শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। কথাবার্তার দৃঢ়তা দেখাতেন এবং ইনসাফপূর্ণ শালিস করতেন। ইলম তাঁর চারদিক থেকে টপকে পড়ত। তাঁর ভাষা ছিল প্রজ্ঞায় পূর্ণ। দুনিয়া ও এর চাকচিক্য থেকে তিনি সম্পূর্ণ দূরত্ব বজায় রাখতেন। রাতভর খোদার দরবারে

www.banglakitab.weebly.com

কেঁদে কেঁদে কাটাতেন, অধিকাংশ সময় পরকালের চিন্তায় বিভোর থাকতেন, অতি সাধারণ পোশাক এবং মোটাসোটা খাবার ছিল তাঁর কাছে প্রিয়। তিনি আমাদের মাঝে আমাদের মতোই থাকতেন। আমরা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তিনি এর উত্তর দিতেন। আমরা তাঁকে দাওয়াত দিলে তিনি তা কবুল করতেন।

আল্লাহর শপথ তাঁর এই অকৃত্রিম আচরণ সত্ত্বেও শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের কারণে তাঁর সঙ্গে কথা বলার সাহস পেতাম না। তিনি দ্বীনদার লোকদের মূল্যায়ন করতেন। গরীব-মিসকীনদেরকে নিজের আপন করে নিতেন। কোনো শক্তিশালী লোকও তাঁকে ভুল কথা স্বীকার করাতে পারত না। কোনো দুর্বল ব্যক্তিও তাঁর ন্যায় ও সততা থেকে বঞ্চিত হতো না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি এক রাতে তাঁকে দাড়ি ধরে টেনে টেনে এই বলে কাঁদতে দেখেছি— হে দুনিয়া! তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দাও, তুমি কি আমার দিকে আসতে চাচ্ছ? তুমি আমার থেকে দূরে সরে যাও। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও। আমি তোমাকে তিন তালাক দিয়েছি। তোমাকে ফিরিয়ে আনার আর কোনো সুযোগ নেই। তোমার বয়স অনেক কম। তোমার মর্যাদা অতি সাধারণ। আফসোস! পাথেয় কম অথচ সফর দীর্ঘ। আর পথ কণ্টকাকীর্ণ।'

এসব কথা শুনে হযরত মুআবিয়া (রা.) নিজের অজান্তেই কাঁদতে লাগলেন। আর বললেন, আল্লাহ আবুল হাসান [হযরত আলী (রা.)-এর উপনাম]-এর ওপর রহম করুক, তিনি বাস্তবেই এমন ছিলেন।

হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর হালত

হযরত আনাস (রা.) বলেন, একবার হযরত সালমান ফারসী (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হযরত সাদ (রা.) তাঁকে দেখার জন্য গেলেন। তিনি দেখলেন সালমান ফারসী (রা.) কাঁদছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? আপনার কি নবী করীম (সা.)-এর সোহবতের সৌভাগ্য লাভ হয়নি? আপনার কি অমুক অমুক সৌভাগ্য অর্জিত হয়নি?

সালমান ফারসী (রা.) জবাব দিলেন, আমি দুনিয়ার মহব্বতেও কাঁদছি না এবং আখেরাতকে অপছন্দ করার কারণেও কাঁদছি না। তবে বিষয় হচ্ছে, হযরত রাসূলে করীম (সা.) আমার কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, ভাবছি এই অঙ্গীকার পূরণে আমি অবহেলা করেছি। হযরত সাদ (রা.) প্রশ্ন করলেন, আপনার কাছ থেকে কী অঙ্গীকার নিয়েছিলেন? তিনি জবাব দিলেন, নবী করীম (সা.) আমার থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন— আমার কাছে যেন এতটুকু জীবনোপকরণ থাকে যা সাধারণত একজন মুসাফিরের কাছে থাকে। (অর্থাৎ

www.banglakitab.weebly.com

প্রয়োজন অনুপাতে সম্পদ) কিন্তু আমি এই ওয়াদার ওপর স্থির থাকতে পারিনি। আর তুমি হে সাদ! ফায়সালা করার সময়, মালপত্র বণ্টনের সময় এবং যে কোনো আগামীর কর্মসূচি প্রণয়নের সময় আল্লাহকে ভয় করতে থাক।

সাবেত বানানী বলেন, হযরত সালামান ফারসী (রা.)-এর পরিত্যক্ত সম্পদ বিশ দিরহামের কিছু বেশি ছিল। আর খানাপিনার সামান্য আসবাবপত্র ছিল।

—(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)

উল্লিখিত ঘটনা আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন ও তা অনুসরণ করার যোগ্য। দুনিয়ার চাকচিক্য ও বিলাসিতাকে জীবনের লক্ষ্য বানানো উচিত নয়, যা একদিন বিলীন হয়ে যাবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহর শোকরগুজার হওয়া উচিত। নিজে যে হালতেই থাকবে সে হালতকেই আল্লাহর বিশেষ করুণা ও মেহেরবানী মনে করবে। জীবনে যা অপ্রাপ্তি থাকবে তা পাওয়ার জন্য এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করা উচিত নয় যা দ্বীনের মধ্যে আছড় কাটে।

ইলমের ক্ষতিসাধন হয় কিভাবে

বিশেষত যখন কোনো আলেমে দ্বীন দুনিয়ার পেছনে লাগে তখন তার ইলম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আর সে ইলমের বরকত থেকে মাহরুম হয়ে যায়। একবার হযরত ওমর (রা.)-এর মজলিসে আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের (রা.) সঙ্গে হযরত কাব আহবার (রা.)-এর সাক্ষাৎ হলো। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইলমওয়ালা লোক কে? হযরত কাব (রা.) জবাব দিলেন, ইলমওয়ালা ওই ব্যক্তি যিনি নিজের ইলম অনুযায়ী আমল করে। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, জানা ও চেনার পরও কোন জিনিস আলেমকে তার ইলম থেকে বঞ্চিত করে? হযরত কাব (রা.) জবাব দিলেন, লোভ-লালসা এবং মানুষের সঙ্গে নিজের প্রয়োজন জড়িয়ে দেয়ার দ্বারা ইলম চলে যায়। একথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)-এর স্বীকৃতি দেন।

অভিজ্ঞতা ও দেখাশোনার দ্বারাও এর প্রমাণ মিলে। যে আলেম লোভ-লালসায় পড়বে সে আলেম কখনও সম্মাতিন থাকবে না। আর স্বাধীনভাবে সে দ্বীনী খেদমতও আঞ্জাম দিতে পারবে না। লোভের কারণে অন্তরে এমন হিংস্রতা জন্ম নেয় যাতে ইবাদতের স্পৃহা নষ্ট হয়ে যায়। মালেক ইবনে দিনার (রহ.) বলেন, 'তোমাদের অন্তরে দুনিয়ার প্রতি যত মহব্বত সৃষ্টি হবে ততই আখেরাতের আমলের মিষ্টতা অন্তর থেকে বিদূরিত হয়ে যাবে।

www.banglakitab.weebly.com

তুষ্টতায় প্রশান্তি

পক্ষান্তরে অন্তরে যখন অমুখাপেক্ষিতা ও তুষ্টতা আসবে তখন সব ধরনের আরামই শুধু আরাম। হযরত ওমর (রা) বলতেন, 'দুনিয়াবিমুখতায় অন্তর ও শরীর উভয়েরই প্রশান্তি।'

হযরত আবু ইমরান আল জাওনী (রহ.) বলেন, মুমিনের সৌন্দর্য হলো অনর্থক কথা থেকে নিশ্চুপ থাকা আর তার সম্মান হচ্ছে মানুষের থেকে অমুখাপেক্ষী থাকা।

আপনি ইতিহাস তালাশ করে দেখুন, যেসব ওলামা, মাশায়েখ ও বুযুর্গের নাম আজ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে নেয়া হয় তাদের জীবনে তুষ্টতা ও অমুখাপেক্ষিতার বিশেষ দখল ছিল। এর বরকতেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও বাহাদুরীর সঙ্গে দাওয়াতী ও ইসলাহী খেদমত আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দিয়েছেন। দুনিয়াদার কোনো বিশাল ব্যক্তিত্বও তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারেনি। বরং তাদের সামনে দুনিয়ার বড় বড় রাজা-বাদশা, আমীর ওমারারা এসে মাথা নত করেছেন।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর অপূর্ব অমুখাপেক্ষিতা

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর জীবনীতে লেখা হয়, একবার তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের মসজিদে সাত্তার নিজ কামরার সামনে বসা ছিলেন। এ সময় লাল কুর্তি মিরাঠের পরিচালক শেখ আব্দুল কলীম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসল। নানুতবী (রহ.) তাকে দূর থেকে আসতে দেখলেন। যখন তিনি কাছে আসলেন তখন হযরত নানুতবী (রহ.) অমনোযোগিতায় গর্দান অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন, যেন তাকে দেখেনইনি। তিনি এসে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তার হাতে রুমালে বাঁধা অনেকগুলো টাকা ছিল। তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর হযরত নানুতবী (রহ.) এদিকে মুখ করে বললেন, আরে শেখ সাহেব, ভালো আছেন তো? তিনি সালাম করলেন এবং কাছে এসে পায়ে চুমু খেয়ে হাতের টাকাগুলো পায়ের কাছে রাখলেন। নানুতবী (রহ.) তা পা থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তখন ওই শায়খ হাত জোড় করে তাকে এগুলো গ্রহণ করার অনুরোধ জানালেন।

অবশেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর ওই লোক সমস্ত পয়সা নানুতবী (রহ.)-এর জুতায় ঢেলে দিলেন। তিনি যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন অত্যন্ত

www.banglakitab.weebly.com

নির্মোহতার সঙ্গে জুতা ঝেড়ে ফেলে দিলেন। টাকাগুলো সব মাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল। নানুতবী (রহ.) জুতা পরে নিলেন আর হাফেজ আনোয়ারুল হক সাহেবকে উদ্দেশ্য করে হেসে বললেন, আমিও দুনিয়া কামাই, পার্থক্য শুধু এই আমি দুনিয়াকে তাড়িয়ে দেই, সে আমার পায়ে এসে পড়ে। আর দুনিয়াদার এর পায়ে লুটে পড়ে এবং সে তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়ায়। একথা বলে নানুতবী (রহ.) উপস্থিত লোকদের মধ্যে সব পয়সা বণ্টন করে দেন।

—(আরওয়াহে সালাছা)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) সব সময় অমুখাপেক্ষিতা ও বিমুখতার সঙ্গে দুনিয়াদারদের সঙ্গে আচরণ করেছেন। একবার তিনি রামপুরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। রামপুরের নবাব তার উজিরদের দ্বারা হযরত নানুতবী (রহ.)-কে দরবারে যাওয়ার প্রার্থনা জানালেন। নানুতবী (রহ.) প্রথমে তো নিজের অপারগতা পেশ করেন। কিন্তু তারা যখন বারবার পীড়াপীড়ি করছিল তখন তিনি বললেন, নবাব সাহেবই তো আমার সাক্ষাতের জন্য আকাঙ্ক্ষিত, আমি তো আর নবাব সাহেবের সাক্ষাতের প্রত্যাশী নই। তার যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে সে আমার সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করবে, তার পায়ে তো আর মেহেদী লাগানো না। সুতরাং নানুতবী (রহ.) নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই সেখান থেকে চলে আসলেন। —(আরওয়াহে সালাছা)

হযরত গাঙ্গূহী (রহ.)-এর দুনিয়াবিমুখতা ও তুষ্টতা

ইমামে রব্বানী কুতবে আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর দুনিয়া বিমুখতা ও তুষ্টতার অনুমান করা যায় একটি ঘটনা দ্বারা। একবার আফগানিস্তানের বাদশাহ আমীর হাবীবুল্লাহ তার দূত মারফত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর খেদমতে পাঁচ হাজার টাকা হাদিয়া পাঠালেন এবং লিখলেন, প্রতি বছর এই পরিমাণ অর্থ পাঠানো হবে। কিন্তু হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) নিজের অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করে এ হাদিয়া কবুল করতে অপারগতা প্রকাশ করলেন এবং লিখে পাঠালেন 'আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়ে গেছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে অনেক দিয়েছেন। অর্থ সম্পদ জমা করে কী করব? এজন্য ফেরত দিয়েছি। আপনি এই অর্থ অন্য কোনো উপযোগী খাতে ব্যয় করতে পারেন।

—(বিস বড়ে মুসলমান)

হযরত থানভী (রহ.)-এর শিক্ষণীয় ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) যিনি তাঁর যুগে বাস্তবেই সংস্কারমূলক কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন এবং যার ইলমী ফয়েজ আজও দুনিয়ার আনাচে-কানাচে বহমান— তাঁর একটি ঘটনা।

www.banglakitab.weebly.com

একবার তাঁকে ঢাকার প্রসিদ্ধ নবাব সলিমুল্লাহ খান অত্যন্ত অনুনয়-বিনয় করে ঢাকা আসার দাওয়াত দিলেন। তিনি এ দাওয়াত কবুল করতে বেশ কিছু শর্ত লিখে পাঠালেন, যার প্রথম শর্ত ছিল— কোনো প্রকার উপহার কিংবা হাদিয়া দেয়া যাবে না। এ সফরে নবাব সাহেব থানভী (রহ.)-এর দেয়া সব শর্তের প্রতি বিশেষ খেয়াল রেখেছেন। এর কিছুদিন পর ঘটনাক্রমে অন্যান্য দেওবন্দী ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে হযরত থানভী (রহ.)-কেও ঢাকা আসার দাওয়াত দিলেন। তাদের কলকাতা হয়ে ঢাকা পৌঁছার প্রোগ্রাম হয়েছিল। কলকাতায় তাদের খানাপিনা ও থাকার ব্যবস্থাপনার জন্য নবাব সাহেব তার এক বন্ধুকে নিযুক্ত করেছিলেন। থানভী (রহ.) যখন কলকাতায় পৌঁছলেন তখন নবাব সাহেবের বন্ধু তাঁর শান অনুযায়ী সবকিছু ব্যবস্থা করলেন এবং অনেক আনন্দ প্রকাশ করলেন। কথাবার্তা চলাকালে ওই ধনাঢ্য ব্যক্তি হযরত থানভী (রহ.)কে বারবার অনুরোধ করলেন, হযরত! দয়া করে হাদিয়া কবুল না করার শর্তটি তুলে নিন। থানভী (রহ.) বললেন, 'এটার কী প্রয়োজন যে প্রিয় ব্যক্তিকে ডেকে ঘরে এনে হাদিয়া দিতে হবে। যদি এত আগ্রহ থাকে তবে তো ঘরে গিয়েও হাদিয়া দেয়া যায়।'

ওই ধনী ব্যক্তি তার সম্পদের গরমে বলতে লাগল 'জনাব মাফ করবেন! পিপাসার্ত ব্যক্তিই কূপের কাছে আসে, কূপ কখনও পিপাসার্ত ব্যক্তির কাছে যায় না।' তার কথা শুনে হযরত থানভী (রহ.)-এর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তিনি আলেমসুলভ পরিতুষ্টতা ও অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করে বললেন, 'আপনার ধারণা আপনারা কূপ আর আমরা আলেমরা পিপাসার্ত! অথচ আমাদের মাথায় এটা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, আমরা কূপ আর আপনারা পিপাসার্ত। আর আমাদের কাছে একথার শক্তশালী দলীলও আছে।

প্রয়োজনের জিনিস দু'টি— দ্বীন ও দুনিয়া। এর মধ্য থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় একটি জিনিস তো আপনার কাছে আছে অর্থাৎ দুনিয়া। তবে আল্লাহ তাআলা প্রয়োজনমাফিক এটা আমাদেরও দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আপনার প্রয়োজনের যে জিনিস আমাদেরকে দিয়েছেন অর্থাৎ দ্বীন তা আপনার কাছে প্রয়োজনীয় অংশটুকুও নেই। এ জন্য আপনারা আমাদের মুখাপেক্ষি হবেন নাকি আমরা আপনাদের মুখাপেক্ষি হবো! আপনারা পিপাসার্ত আমরা কূপ নাকি আমরা পিপাসার্ত আপনারা কূপ!' একথা বলে হযরত থানভী (রহ.) নিজ খরচে কলকাতা থেকে থানাভবনে ফিরে গেলেন, আর ঢাকা আসলেন না। এ দিকে নবাব সাহেব পীড়াপীড়ি করতেই থাকলেন। —(বিস বড়ে মুসলমান)

www.banglakitab.weebly.com

থানভী (রহ.)-এর-ই আরেকটি ঘটনা। একবার তিনি রামপুরের নবাবের দাওয়াতে কাদিয়ানীদের সঙ্গে মুনাযেরা করার লক্ষ্যে সেখানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। ফেরার সময় নবাব সাহেব ভাড়ার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু অর্থ থানভী (রহ.)-কে দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি অতিরিক্ত এই অর্থ একথা বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজনের অধিক অর্থ ব্যয় করার শরয়ী কোনো অধিকার গভর্নরের নেই।

মোটকথা, হযরত থানভী (রহ.) সারা জীবন আমীর-ওমারা ও নবাবদের থেকে নিজেকে অমুখাপেক্ষি রেখেছেন। বড় বড় সম্পদশালীদের দম্ভ ও অহংকার তিনি নস্যাৎ করে দিয়েছেন। যার ফল এই হয়েছে যে, তাঁর সামনে বড় বড় কোটিপতিরাও নিজেদের অপদস্থতা অনুভব করত। ওলামায়ে কেরামের শান ও মর্যাদা তাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে যেতো। আর ওই হাদীসের বাস্তব প্রতিচ্ছবি নজরে ভাসত যাতে বলা হয়েছে 'যে ব্যক্তি তার চিন্তাধারাকে সফল বানিয়ে নিবে দুনিয়া তার পদতলে অপদস্থ হয়ে আসবে।'

হযরত মাদানী (রহ.)-এর অনুসরণযোগ্য আমল

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) যখন কোনো সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করতেন অথবা জাতীয় ও ধর্মীয় কোনো সম্মেলনে অংশ নিতে কোথাও সফর করতেন, আয়োজকদের কাছ থেকে ভাড়ার অতিরিক্ত কোনো অর্থ তিনি নিতেন না। কেউ জোর করে দিয়ে দিলে দারুল উলূম দেওবন্দে ফিরে এসে মনি অর্ডারের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। মাদানী (রহ.)-এর এ ধরনের অনেক ঘটনা রয়েছে। তাঁর বিশিষ্ট খলীফা হাজী মুহাম্মদ আইয়ূব সাহেব ভাগলপুরী নিজে আমার (লেখকের) কাছে বয়ান করেছেন, আমি অনেক বার হযরত মাদানী (রহ.)-কে দেখেছি তিনি যে কোনো জলসায় অংশগ্রহণ করতেন সেখান থেকে ভাড়ার অতিরিক্ত অর্থ আনতেন না।

মাদানী (রহ.) একটি বৈশিষ্ট্য এটাও ছিল যে, তিনি যত বড় মালদারই হোক তাকে কোনো পরোয়া করতেন না। কারো কোনো ভুল দেখলে সরাসরি তা বলে ফেলতেন। বিশেষত দাড়ি মুণ্ডানোকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না, এর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা প্রকাশ করতেন। কে কত বড় মালদার বা সম্মানী ব্যক্তি সে দিকে কোনো খেয়াল করতেন না। তাঁর এই কর্মপদ্ধতির প্রভাব এই ছিল যে, বড় বড় সম্পদশালী তাঁর মজলিসে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকত এবং এই কামনা করত যে, দয়া করে হযরত যদি তার হাদিয়াটুকু কবুল করতেন। মাদানী (রহ.)-এর মজলিসে এসে বড় বড় সম্পদশালীরা তাদের সম্পদের জিল্লতি অনুভব করতো।

www.banglakitab.weebly.com

মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (রহ.)-এর আমল

শায়খুত তাফসীর হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (রহ.) যিনি যুগের বড় মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও মুজাহিদ ছিলেন, যার ইলমের ফয়েয ও বরকত আজও উপমহাদেশে ছড়িয়ে আছে, তিনি তাবলীগী ও দ্বীনী মিশনের কাজে যেতেন নিজের পয়সা খরচ করে, অন্যদের থেকে কোনো ভাড়া নিতেন না। তিনি আগেই দাওয়াতদাতাকে বলে দিতেন, আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিলে ভাড়া ব্যবস্থা হলে আসব, অন্যথায় আসব না।

একবার নওয়াব মুহাম্মদ হায়াত খান সাহেব কুরাইশী যিনি তার এলাকার একজন বড় সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি লাহোরী (রহ.)-কে তার এলাকায় যাওয়ার দাওয়াত দিলেন এবং সেখানকার দ্বীনী প্রয়োজনের কথা জানালেন। লাহোরী (রহ.) বললেন, আমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত কিন্তু শর্ত হলো, আমাকে আসা-যাওয়ার খরচ দেয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না। সুতরাং এ শর্তের ভিত্তিতে তিনি নওয়াব সাহেবের এলাকায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। নিজের সঙ্গে চামড়ার জায়নামায, বদনা ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে গেলেন। এমনকি সঙ্গে করে কিছু ছাতু নিয়ে গিয়েছিলেন। খাওয়ার সময় হলে কিছু ছাতু চিবিয়ে পানি খেয়ে নিতেন। এভাবে যে কয়দিন ছিলেন ওয়াজ-নসিহতের ব্যস্ততায় কাটালেন।

একদিনও নওয়াব সাহেবের খানা খাননি। তিনি বলতেন, দুনিয়া ও ধোঁকার ভেড়াজাল ছেঁড়ার জন্য আমি অমুখাপেক্ষিতার চেয়ে ধারালো কোনো অস্ত্র দেখিনি। তিনি আরো বলতেন, আমি যদি দুনিয়াদারদের থেকে হাদিয়া তোহফা নিতাম এবং মোরগ-পোলাও খেতাম তবে শয়তান তাদেরকে মন্ত্রণা দিত যে, হযরত ওয়াজের বিনিময়ে আমাদের থেকে ভাড়া নিয়েছেন এবং ভালো-ভালো খাবার খেয়েছেন। সুতরাং এটা প্রতিদানশূন্য নয়। ফলে আমার যাবতীয় প্রচেষ্টা বিফলে যেতো। আমিও আল্লাহর দরবারে নিজের দায় এড়াতে পারতাম না।

—(বিস বড়ে মুসলমান)

হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (রহ.) প্রায়ই বলতেন, আল্লাহওয়ালাদের সোহবতের ওসিলায় সৃষ্টির প্রতি বিমুখতা এবং স্রষ্টার প্রতি আসক্তির গুণ জন্ম নেয়।

হযরত শাহ আতাউল্লাহ বুখারী (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি

খতীবুল হিন্দ খ্যাত হযরত মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী (রহ.) যার বক্তৃতা আজও উপমহাদেশব্যাপী প্রবাদতুল্য, তাঁর অমুখাপেক্ষিতার অবস্থা এই ছিল যে, মাহফিলের আয়োজকরা সফরের খরচ বাবদ যা কিছু পেশ করতেন

www.banglakitab.weebly.com

তিনি সানন্দচিত্তে তা গ্রহণ করতেন, গুণে পর্যন্ত দেখতেন না। তিনি বলতেন, সম্পদ মানুষের খেদমতের জন্য, মানুষ সম্পদের দাস হওয়ার জন্য নয়। সম্পদ জমা করা এবং তা বারবার গোণার মধ্যে জাহান্নামীদের চিহ্ন পাওয়া যায়।

—(বিস বড়ে মুসলমান)

হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর অমুখাপেক্ষিতা

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া মুহাজিরে মদনী (রহ.)ও তাঁর পুরো জীবন দুনিয়াবিমুখতা ও তুষ্টতার সঙ্গে কাটিয়েছেন। সাহারানপুরে অবস্থানকালে তাঁকে হায়দারাবাদ ও ঢাকায় বিশাল সম্মান ও বেতনে আহবান করা হয়েছে। কিন্তু তিনি স্পষ্ট লিখে পাঠিয়েছেন, 'আমার বেঁচে থাকাই হলো করুণার পাত্র বান্দা হিসেবে।' তাঁর দৃষ্টিতে টাকা-পয়সা মূল্যহীন খড়কুটোর মতোই ছিল। ধোঁকাবাজি ও চলছাতুরির জীবনের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। এমন সাদাসিধে ও অমুখাপেক্ষি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার অবস্থা এই ছিল যে, বড় বড় সম্পদশালী ও মর্যাদাশীলরা পর্যন্ত তাঁর কদমবুচি করার জন্য খাদেমের মতো আগে-পিছে পড়ে থাকত।

ফকীহুল উম্মতের অতুলনীয় দুনিয়াবিমুখতা

একই অবস্থা ছিল ফকীহুল উম্মত হযরত মাওলানা মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী (রহ.)-এর। তিনি যখন কানপুরে অবস্থান করতেন তখন তাঁর মাসিক ভাতা ছিল মাত্র সত্তর টাকা। ষাট টাকা বাড়িতে পাঠাতেন আর দশ টাকা দিয়ে নিজের প্রয়োজন নিবারণ করতেন। এটা তাঁর ওই সময়ের কথা যখন কানপুরের সর্বশ্রেণীর কাছে তিনি ছিলেন অতি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। বড় বড় সম্পদশালীরা পর্যন্ত তাঁর প্রতি প্রভাবিত হয়ে তাঁর কাছে এসে পড়ে থাকত। এসব সম্পর্ক সত্ত্বেও তিনি মহৎ গুণ অমুখাপেক্ষিতায় কোনো চিড় ধরতে দেননি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দুনিয়াবিমুখতা ও অমুখাপেক্ষিতার অবস্থা এই ছিল যে, তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে কিছু কিতাবাদি ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো সম্পদ ছিল না।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.)-এর ঘটনা

পাকিস্তানের মুফতী আযম মুফতী শফী (রহ.) একবার আফ্রিকা সফরে গেলেন। সেখানকার লোকজন তাঁর জন্য বিভিন্ন হাদিয়া তোহফা দিতে লাগল। দারুল উলূমের জন্য চাঁদাও পেশ করল। কিন্তু তিনি ঘোষণা করে দিলেন, আমি

www.banglakitab.weebly.com

এখানে এসেছি দ্বীনী কিছু কথাবার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য। সবাই তা শোনার প্রতি মনোযোগী হোন। কেউ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে হাদিয়া তোহফা দেয়ার প্রচেষ্টা করবেন না। দারুল উলূমের জন্যও কোনো চাঁদা পেশ করবেন না। দারুল উলূমের জন্য যারা আর্থিক অনুদান দিতে চান তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে দারুল উলূম করাচীর ঠিকানায় নিজেদের অর্থ পাঠিয়ে দিন। সুতরাং দু'মাসের এ সফরে মুফতী সাহেব (রহ.) তাঁর এ কথার ওপর দৃঢ়ভাবে আমল করেছেন। তিনি কারো কাছ থেকে হাদিয়াও নেননি এবং দারুল উলূম করাচির জন্যও কোনো চাঁদা গ্রহণ করেননি। এই ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের ফল এই হয়েছে যে, দু'মাসের এ সফরে না জানি কত মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছেন। বিপুলসংখ্যক বেনামাযী লোক নামাযী হয়ে যায়। অনেক অভ্যস্ত মদ্যপ মদ পান ছেড়ে দিয়েছে। যুবকরা দ্বীন শিক্ষা করা শুরু করে দিয়েছে। সেখানকার লোকেরা আজও হযরত মুফতী সাহেব (রহ.)-এর ওই সফরের প্রভাবের কথা ভুলতে পারেনি। —(মেরে ওয়ালেদ মেরে শায়খ)

মাওলানা সিদ্দীক আহমদ বান্ধবী (রহ.)-এর অপূর্ব দুনিয়াবিমুখতা

নিকট অতীতের বুযুর্গানে দ্বীনের মধ্যে হযরত মাওলানা সিদ্দীক আহমদ বান্ধবী (রহ.)-এর দুনিয়াবিমুখতা ও অমুখাপেক্ষিতার কথা ব্যাপক প্রচলিত। তিনি এ যুগে এমন দুনিয়াবিমুখ জীবন-যাপন করেছেন যা শুধু সাহাবায়ে কেরামের যুগেই নজরে ভাসে। দুনিয়ার মোহে বিভোর লোকেরাও তাঁর দুনিয়াবিমুখতা দেখে ভালো পথের পথিক হয়ে গেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি এই বস্তুবাদী যুগে সলফে সালেহীনদের ধারাক্রম ও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখতে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন। যার উজ্জ্বল নমুনা বিশ্ববাসী দেখেছে। আল্লাহ তাআলা সিদ্দীক আহমদ (রহ.)-কে সারা দুনিয়ায় কবুল করেছেন। সর্বত্রই তিনি প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য হয়েছেন। আল্লাহর হাজারো সৃষ্টি তাঁর বরকতময় আস্তিন ধরে হেদায়াত ও সাফল্যের শীর্ষচূড়ায় আরোহন করেছেন।

মাওলানা আলী মিয়া নদভী (রহ.)-এর দুনিয়াবিমুখতা

এ যুগে এমন একজন ব্যক্তিত্বের সফল চিত্রও আমাদের সামনে এসেছে যার জন্য আল্লাহ তাআলা পার্থিব উন্নতির যাবতীয় উপকরণ পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই মহান ব্যক্তিত্ব তাঁর ইলমী মহাদৌলতের মোকাবিলায় পার্থিব চাকচিক্যের প্রতি চোখ তুলে পর্যন্ত তাকাননি। এই মহান বৈশিষ্ট্য ও

www.banglakitab.weebly.com

নিখুঁত সত্তার অধিকারী ব্যক্তিত্ব হলেন মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)। যিনি সমকালীন মুসলিম বিশ্বের সর্বজন স্বীকৃত শীর্ষ ওলামায়ে কেরামের অন্যতম ছিলেন। বিশেষত আরবের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তাঁর প্রচণ্ড অনুরাগী ছিল। তিনি যদি চাইতেন তবে নিজের জন্য এবং নিজের বংশধরের জন্য পার্থিব সম্পদের অঢেল ভাণ্ডার গড়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু তিনি ইসলামের আহ্বানকে সজীব করার জন্য আপন মিশন বাস্তবায়নে তাঁর গোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। তিনি লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের এওয়ার্ড ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন অনেকবার। কিন্তু এসব অর্থ তিনি ব্যক্তিগত খাতে খরচ না করে ইলমী ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠান এবং দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর কবরকে নূরের দ্বারা ভরপুর করে দিন। আমীন।

মোটকথা, দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের সঙ্গে এমন আচরণ করার ফলেই আল্লাহ তাআলা আমাদের বড়দেরকে এমন উঁচুস্তরে পৌঁছে দিয়েছেন যার কল্পনা করাও আমাদের জন্য মুশকিলের ব্যাপার। তাদের খেদমতে এমন বরকত দান করেছিলেন যার ফল আজও আমরা ভোগ করে চলেছি।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে আমাদের কর্মপদ্ধতি আমাদের আকাবির ও বুযুর্গানে দ্বীনের গণ্ডি থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে পড়েছে। আজ শুধু ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিলের জন্য আমরা দুনিয়াদারদের তোষামোদী করছি, তাদের দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিচ্ছি। বর্তমানে আমরা শুধু ধন-দৌলতকেই সম্মান ও মর্যাদার চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য করছি। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আমরা ইলমী ও দ্বীনী মর্যাদা বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করছি না।

দুনিয়াদারদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করাতে কোনো মানা নেই। তবে আশঙ্কার বিষয় হলো, তাদের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত বিষয়াদি এমনভাবে জড়িয়ে ফেলা যাতে সহজেই তাদের পাল্লায় পড়ে যেতে পারে। এতে তারা আমাদেরকে তাদের প্রতি মুখাপেক্ষি মনে করতে থাকে। যে ব্যক্তি দুনিয়াদার ও সম্পদশালীদের সঙ্গে এমন সম্পর্ক গড়ে তুলবে সে কখনও স্বাধীনভাবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবে না। আর আল্লাহর কাছেও মকবুল হতে পারবে না। কারণ পদে পদে ব্যক্তিগত স্বার্থ সামনে আসবে। তখন দ্বীনী ফায়দার বিষয়টি গৌণ হয়ে যাবে। এজন্যই কুরআনে কারীমের যেখানেই নবী রাসূলদের দাওয়াত ও তাবলীগের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে সেখানে অধিকাংশ সময় তাদের এ ঘোষণা নকল করা হয়েছে—

www.banglakitab.weebly.com

قُلْ لَآاَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

অর্থাৎ বলে দিন, আমি এর কোনো বিনিময় প্রার্থনা করছি না, এর বিনিময় একমাত্র আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের ওপর।'

আজও আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি, মানুষের ওপর ওই ব্যক্তির কথাই বেশি প্রভাব সৃষ্টি করে যিনি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য ও টার্গেট ছাড়া ওয়াজ-নসিহতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন।

হযরতজী মাওলানা ইউসূফ (রহ.)-এর একটি মূল্যবান মালফুয

আমীরে তাবলীগ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধলবী (রহ.)-এর মালফুযাতে লিখেছেন, মানুষ তার নিজের মধ্যে সূর্যের তিনটি গুণ সৃষ্টি করতে হবে—

১. সে সব সময় নড়াচড়ায় থাকে, এতে কখনও স্থিরতা আসে না। এমনিভাবে আমাদেরও দ্বীনী মেহনত সর্বদা চালু রাখা উচিত।

২. সূর্য সারা দুনিয়ায় কোনো বাছ-বিচার ছাড়া আলো দিয়ে যায়। এমনিভাবে আমাদের ঈমানী আলোও বিশ্বব্যাপী হতে হবে।

৩. সূর্য তার আলো ও উষ্ণতার জন্য কখনও কোনো বিনিময় বা প্রতিদান কামনা করে না। এমনিভাবে আমাদেরও দ্বীন পৌঁছাতে গিয়ে দুনিয়াদারদের কাছ থেকে কোনো ফায়দা অর্জনের আশা করা উচিত নয়।

মোটকথা, ওলামায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদার গোপন রহস্য হচ্ছে এই দুনিয়াবিমুখতা ও অমুখাপেক্ষিতা। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

عِزُّ الْمُؤْمِنِ اِسْتِغْنَاءُهُ عَنِ النَّاسِ -

অর্থাৎ লোকদের থেকে বেপরোয়া হওয়ার মধ্যে ঈমানদারদের সম্মান ও মর্যাদা নিহিত।

এ গুণ আমাদের কপালের রাজটিকা এবং দ্বীন-দুনিয়ার সাফল্যের চাবিকাঠি। হযরত ফুযাইল ইবনে আয়ায (রহ.) বলেন যে, 'ওলামায়ে কেরাম যদি দুনিয়াবিমুখতা অবলম্বন করেন তবে বড় বড় দাম্ভিক লোকদের গর্দানও তাদের সামনে নত হবে। তবে এসব লোক নিজেদের ইলমকে দুনিয়াদারদের ওপর এজন্য খরচ করে যেন তাদের কিছু মিলে যায়। এজন্যই তারা মানুষের নজর থেকে পড়ে যায়।' —(তারিখে মাশায়েখে চিশত)

www.banglakitab.weebly.com

ধন-সম্পদের ইজ্জত সাময়িক

এর বিপরীতে পার্থিব এই ধন-সম্পদ আমাদের জন্য ইজ্জতের বিষয় নয় বরং এটা এক কঠিন পরীক্ষা। যাতে খুব কম লোকই উত্তীর্ণ হতে পারে। বর্ণিত আছে, যখন কিসরার ধন-দৌলত হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর যুগে মদীনা মুনাওয়ারায় নিয়ে আসা হলো তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা.) আরজ করলেন, এ মাল বায়তুল মালে বণ্টনের জন্য দিয়ে দেয়া হোক। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম, আমি এগুলো বণ্টনের জন্য কোনো ছাদের ভেতর ঢুকাতে চাই না। সুতরাং মসজিদে নববীর বারান্দায় রেখেই তা বণ্টন করা হয় আর রাতভর লোকেরা তা পাহারা দেয়। সকালে যখন হযরত ওমর (রা.) মাল বণ্টনের জন্য আনলেন তখন সোনা-রুপার ওপর চোখ পড়তেই ওমর (রা.) কেঁদে উঠলেন। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) তা দেখে আরজ করলেন— আমিরুল মুমিনীন! আপনি কাঁদছেন কেন? আজ তো আল্লাহর শোকর আদায় করার দিন। ওমর (রা.) জবাব দিলেন, 'এ ধন-সম্পদ যখনই কোনো গোত্র বা সম্প্রদায়কে দেয়া হয়েছে তখনই তাদের পরস্পরে বিভেদ ও মতপার্থক্য বেড়েছে।' (এ আশঙ্কায় আমি কাঁদছি।) —(কিতাবুয যুহদ)

চিন্তার বিষয় হলো, এ ধন-ভাণ্ডার যা দেখে হযরত ওমর (রা.) নিজের চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না তা আজ আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় হয়ে গেছে। যার পরিণতি আমাদের সামনে, আজ আমাদের অন্তর বদলে গেছে, অন্যকে সহ্য করার মতো উদারতা অবশিষ্ট নেই। দলীয় ও সাংগঠনিক বিদ্বেষ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এমনকি একই প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সদস্যদের মধ্যে চিন্তার ঐকমত্য ও সমতা স্বপ্ন হয়ে আছে।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ـ

www.banglakitab.weebly.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

দানশীলতা ও আতিথেয়তা

দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা ও অমুখাপেক্ষিতার প্রভাব দানশীলতার আকৃতিতেও প্রকাশ ঘটে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি যত বিমুখ হবে ততই সানন্দচিত্তে দান-খয়রাত করতে পারবে। এ গুণটি সম্মান ও মর্যাদা হাসিলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মকবুল একটি গুণ। হাদীস শরীফেও এর বিশেষ ফজিলতের কথা উল্লেখ হয়েছে।

এক হাদীসে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 'দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী হয়, জান্নাতের কাছাকাছি থাকে। লোকদের নিকটে থাকে আর জাহান্নাম থেকে দূরে থাকে। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ ও জান্নাত থেকে দূরে থাকে। মানুষের কাছেও ভিড়তে পারে না। তবে জাহান্নামের অতি কাছে থাকে।' 'ইলমহীন দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কৃপণ ইবাদতকারী থেকে অধিক পছন্দনীয়। —(তারগীব ও তারহীব)

* দানশীলতা আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ গুণ।

* আল্লাহর সব ওলীদের স্বভাব-প্রকৃতি দানশীলতা ও আনন্দময়তার দ্বারা ভরপুর করে দেয়া হয়েছে।

* দানশীল ঘরের দিকে আল্লাহর রিযিক এত দ্রুতবেগে আসতে থাকে যে, উটের গলার ছুরিও এত দ্রুত চলে না।

পক্ষান্তরে বখীল ও কঞ্জুস মানুষ অপদস্থতার চূড়ান্ত সীমায় পতিত হয়। শুধু এ কারণে তাদের বড় বড় অনেক গুণও ঢাকা পড়ে যায়। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, দুটি স্বভাব এমন যা কখনও প্রকৃত ঈমানদারের মধ্যে আসতে পারে না। (১) কৃপণতা, (২) অসৎ চরিত্র।

* এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'ইসলামে বখিলতার চেয়ে মন্দ কোনো গুণ নেই। —(তারগীব ও তারহীব)

নবী করীম (সা.)এর দানশীলতা

নবী করীম (সা.) উন্নত গুণ দানশীলতার দ্বারা গুণান্বিত ছিলেন। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, 'রাসূল (সা.)-এর কাছে যখনই কেউ কিছু প্রার্থনা করেছেন তিনি তাকে ফিরিয়ে দেননি।' —(শামায়েলে তিরমিযী)

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন। তাঁর দানশীলতার সবচেয়ে বেশি বহিঃপ্রকাশ ঘটত রমযান মাসে। তিনি যখন জিবরাইল (আ.) এর সাথে কুরআনে কারীমের দাওর করতেন তখন তাঁর দানশীলতা এত জোরে প্রবাহিত হতো যেন রহমতের মলয় সমীরণ প্রবাহিত হচ্ছে। —(শামায়েলে তিরমিযী)

মহিলা সাহাবী হযরত রবী বিনতে মুআওয়ায বিন আফরা (রা.) বলেন, 'আমি একবার নবী করীম (সা.)-এর খেদমতে একগুচ্ছ তাজা খেজুর এবং কয়েকটি খিরাই নিয়ে হাদিয়াস্বরূপ পেশ করলাম। তখন তিনি আমাকে মুঠো ভরে স্বর্ণালঙ্কার দান করলেন। —(শামায়েলে তিরমিযী)

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, একবার নবী করীম (সা.)-এর দরবারে এক লোক আসল এবং তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করল। রাসূল (সা.) বললেন, এখন তো তোমাকে দেয়ার মতো কিছু আমার কাছে নেই। তুমি কারো কাছ থেকে আমার কথা বলে ধার নিয়ে নাও। আমার কাছে যখন আসবে আমি তা পরিশোধ করে দিব। তখন হযরত ওমর (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তো কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কিছু করার নির্দেশ করেননি। রাসূল (সা.) হযরত ওমর (রা.)-এর এই কথা পছন্দ করলেন না। এটা দেখে এক আনসারী সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নিশ্চিন্তে দান করতে থাকুন, আরশের মালিকের কাছে কোনো কিছু কমে যাওয়ার আশঙ্কা করবেন না। আনসারী সাহাবীর একথা শুনে রাসূল (সা.)-এর চেহারা মোবারকে মুচকি হাসির ঝিলিক খেলে গেল। আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। আর বললেন, আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। —(শামায়েলে তিরমিযী)

মূলত অন্তরে আল্লাহর ওপর যত তাওয়াক্কুল হবে সে ততই দানশীলতার গুণে গুণান্বিত হবে।

সাহাবায়ে কেরামের দানশীলতা

হযরত সাহাবায়ে কেরামের জীবনে দানশীলতার গুণটি ব্যাপক ছিল। আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা, প্রয়োজন তাড়িতদের প্রয়োজন পূরণ করা, এমনিভাবে মেহমানের আপ্যায়নের প্রেরণা তাদের স্বভাব-প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এ গুণে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের পরস্পরের প্রতিযোগিতা চলত। যার কাছে যতটুকু আছে তা দিয়েই আনন্দিত হতেন, কোনো প্রার্থনাকারীকে ফিরিয়ে দিতেন না। দরিদ্র হোক কিংবা সম্পদশালী, স্বচ্ছল হোক বা অস্বচ্ছল সর্বাবস্থায় দানশীলতার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতো না। সাহাবায়ে কেরামের

www.banglakitab.weebly.com

জীবন এ ধরনের অসংখ্য ঘটনায় ভরপুর। এগুলো বর্ণনা করতে গেলে স্বতন্ত্র একটি কিতাবের প্রয়োজন হবে।

হযরত যাইনুল আবিদীন (রহ.)-এর দান-খয়রাত

নবুওয়াতে মুহাম্মদীর চেরাগ সাইয়েদেনা হযরত যাইনুল আবদীন (রহ.)-এর যখন ইন্তেকাল হলো তখন তাঁকে গোসলদাতারা তাঁর পিঠে কালো কালো কিছু দাগ দেখতে পেলেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল এগুলো আটার বোঝা বহনের দাগ যা তিনি রাতের বেলা বহন করে নিয়ে গরীব-দুঃখীদের মাঝে বিতরণ করতেন।

—(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

তাঁর জীবনীতে লেখা হয়, তিনি নিজে নিজেকে কৃপণ মনে করতেন। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর জানা যায় মদীনার শ খানেক দারিদ্র্য পরিবারের যাবতীয় খরচপাতি তিনি বহন করতেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেন, মদীনার কিছু লোক এমন ছিল যাদের সম্পর্কে জানা ছিল না তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কোথায় থেকে হয়। (রাতের আঁধারে গোপনে কেউ দিয়ে যেত) যখন যাইনুল আবিদীন (রহ.) ইন্তেকাল করলেন তখন এ ধারা বন্ধ হয়ে গেল।

—(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

হযরত যাইনুল আবিদীন (রহ.) বলতেন, যে মানুষের মধ্যে এই গুণ থাকে যে, কেউ কিছু চাইলে দিয়ে দেয় সে মূলতঃ দানশীল নয়। বরং প্রকৃত দানশীল ওই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত হক যথাযথ প্রাপ্যের কাছে পৌঁছে দেন তাদের চাওয়ার পূর্বেই। আর এর জন্য নিজে কৃতজ্ঞতা প্রাপ্তির কোনো বাসনা থাকে না। বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সওয়াব লাভের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কয়েকটি ঘটনা

ইমাম আযম হযরত আবু হানিফা (রহ.) এক মজলিসে তাশরীফ আনলেন। সেখানে দেখলেন উপস্থিত এক ব্যক্তির কাপড় ছেঁড়া-তালি দেয়া। আবু হানিফা (রহ.) তাকে বললেন, তুমি এখানে বসে থাক। যখন মজলিসের সবাই চলে গেলেন তখন তিনি ওই লোককে বললেন, তোমার জায়নামায উঠিয়ে দেখ, সেখানে যা পাও নিয়ে তোমার প্রয়োজন পূরণ করে নাও। সে যখন জায়নামায উঠাল তখন সেখানে এক হাজার দেরহাম পেল এবং তা নিয়ে গেল।

—(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

www.banglakitab.weebly.com

একবার হযরত ইবরাহীম ইবনে ওয়ায়না (রহ.) ঋণের কারণে বন্দী হয়ে গেলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যখন জানতে পারলেন তখন তাঁর সম্পূর্ণ ঋণ যা চার হাজার দেরহামের চেয়েও বেশি ছিল পরিশোধ করে তাঁকে জেল থেকে মুক্ত করে আনেন। —(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ছেলে হাম্মাদ যখন উস্তাদের কাছে সূরা ফাতেহা পড়ার উপযুক্ত হলেন তখন ইমাম সাহেব (রহ.) ছেলের উস্তাদকে পাঁচশত দেরহাম (আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায় এক হাজার দেরহাম) হাদিয়াস্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন। উস্তাদ তা দেখে বিস্মিত হলেন এবং বলতে লাগলেন-আমি এমন কী কাজ করেছি যার দরুন আমাকে এত বেশি পুরস্কার দিতে হবে? ইমাম সাহেব যখন একথা জানতে পারলেন তখন তিনি নিজে উস্তাদের খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন এবং অপারগতার স্বরে বললেন, জনাব! আপনি আমার ছেলেকে যা শিখিয়েছেন তাকে নগণ্য মনে করবেন না। আল্লাহর শপথ! এখন যদি আমার কাছে এর চেয়ে বেশি অর্থ থাকত তবে কুরআনে কারীমের মর্যাদায় এর সবটাই আপনার খেদমতে পেশ করতাম।
—(উকুদুল জামান)

বাস্তবেই দানশীলতা ও কুরআনে কারীমের যথাযথ সম্মান প্রদান ইমাম সাহেব (রহ.)-কে কামিয়ারীর শীর্ষ চূড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। তিনি সমসাময়িক ওলামা ও মাশায়েখের মধ্যে অকাতরে খরচ করতেন, তাদের প্রয়োজন পূরণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর নিয়ম ছিল তিনি মাশয়েখের নামে ব্যবসায়িক পণ্য বাগদাদে পাঠাতেন এবং সেখান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনাতেন। এতে যা লাভ হতো বছরব্যাপী ওলামা, মাশায়েখ ও মুহাদ্দিসীনের জন্য জমা করে রাখতেন। এরপর এ থেকে তাদের প্রয়োজনাদি পূরণ করতেন। নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কিনে ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। আর টাকা বেঁচে গেলে তা নগদ দিয়ে দিতেন এবং বলে দিতেন এর দ্বারা প্রয়োজন পূরণ করে নিবেন। আল্লাহ ছাড়া কারো শোকরিয়া আদায় করবেন না। কারণ আমি আমার সম্পদ থেকে আপনাদেরকে কিছু দেইনি। এটা তো আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। এগুলো আপনাদেরই মালের লভ্যাংশ। আল্লাহর আপনাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছেন, এর চেয়ে বেশি কোনো কৃতিত্ব আমার নেই। —(উকুদুল জামান)

www.banglakitab.weebly.com

মিসআর ইবনে কুদাম (রহ.) থেকে বর্ণিত, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অভ্যাস ছিল তিনি নিজের পরিবার পরিজনের জন্য যখনই কোনো কিছু কিনতেন এর সমপরিমাণ সমসাময়িক আলেম, মাশায়েখ ও মুহাদ্দিসীনের জন্যও কিনতেন। যখন কাপড় বানাতেন প্রথমে ওলামা-মাশায়েখের জন্য ব্যবস্থা করতেন। এমনকি ফলমূল কিনলেও ওলামা-মাশায়েখের জন্য আগে কিনে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে পরে নিজের জন্য কিনতেন। —(উকুদুল জামান)

সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (রহ.)-এর বর্ণনা, তিনি বলেন, ইমাম সাহেব (রহ.) অত্যন্ত বেশি দান-খয়রাত করতেন। একবার তিনি আমার কাছে এত অধিক পরিমাণ হাদিয়া পাঠালেন যে, এই আধিক্য দেখে আমার অপছন্দ হলো। আমি এ বিষয়টি তাঁর কোনো কোনো ছাত্রের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তারা বলল, এটা তো ইমাম সাহেবের জন্য কিছুই না, আপনি যদি ওই হাদিয়া দেখতেন যা যিনি সাদ ইবনে আরুবার জন্য পাঠিয়েছিলেন (সে হাদিয়ার আধিক্যের তুলনায়) নিজের হাদিয়ায় কোনো আশ্চর্য প্রকাশ করতেন না।

—(উকুদুল জামান)

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কখনও কাউকে পঞ্চাশ দিনার দিলে সে যদি সামনেই তাঁর শোকরিয়া আদায় করতে শুরু করত তিনি অত্যন্ত আফসোস করতেন। তিনি বলতেন, ভাই! আল্লাহর শোকর আদায় কর। এ রিযিক আপনার কাছে আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে।

—(উকুদুল জামান)

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) নিজের ব্যাপারে বলেন, আমার উস্তাদ আবু হানিফা (রহ.) আমার ও আমার পরিবারের যাবতীয় খরচ দশ বছর পর্যন্ত লাগাতার বহন করেছেন। আমি তাঁর চেয়ে উত্তম গুণের অধিক সমাবেশ আর কারো মধ্যে দেখিনি। —(উকুদুল জামান)

হাসান ইবনে সুলায়মান (রহ.) বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে অধিক দানশীল আর কাউকে দেখিনি। তিনি তাঁর শাগরেদদের প্রতিটি জামাতের মাসিক ভাতা নিজের তরফ থেকে নির্ধারিত করেছিলেন। আর বার্ষিক হাদিয়া তোহফা ছিল এর বাইরে। —(উকুদুল জামান)

আব্দুল্লাহ ইবনে বকর সাহমী (রহ.) বলেন, একবার মক্কা যাওয়ার সময় আমার উটওয়ালার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে ঝগড়া বাঁধল। ইমাম সাহেব (রহ.)ও সফরে আমাদের সঙ্গী ছিলেন। ওই উটওয়ালা বিষয়টি ফায়সালার জন্য আমাকে ইমাম সাহেবের কাছে নিয়ে গেল। ইমাম সাহেব আমাদের উভয়ের বক্তব্য শুনে বললেন, আসল মতপার্থক্য কত দেরহাম নিয়ে? উটওয়ালা বলল, চল্লিশ

www.banglakitab.weebly.com

দেরহামে। তখন ইমাম সাহেব (রহ.) অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বললেন, মানুষের চক্ষুলজ্জা সম্পূর্ণ উঠে যাচ্ছে। (মাত্র চল্লিশ দেরহাম নিয়ে ঝগড়া করে) আব্দুল্লাহ বলেন, ইমাম সাহেবের হৃদয়ের এই প্রশস্তি দেখে আমি লজ্জিত হলাম। ইমাম সাহেব (রহ.) নিজের তরফ থেকে চল্লিশ দেরহাম দিয়ে আমাদের ঝগড়া মিটমাট করে দিলেন। —(উকুদুল জামান)

ইমাম সাহেবের এই কর্মপন্থা সামনে নিয়ে আজ আমাদের কার্যকলাপের পর্যালোচনা করা দরকার। আমরা এক টাকা দু'টাকা নিয়ে পর্যন্ত রিকশাওয়ালাদের সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দেই। কত অহেতুক খাতে অগণিত অর্থ ব্যয় করি, অথচ রিকশাওয়ালাকে এক টাকা বেশি দিতে যেন আমাদের জান বেরিয়ে যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর কয়েকটি ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) যার সাফল্যের কথা পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে, তাঁর জীবনীতে লেখা হয় তিনি তাঁর আয়ের বড় একটা অংশ সমকালীন ওলামা ও মাশায়েখের মধ্যে খরচ করতেন। তাঁর বার্ষিক দানের পরিমাণ প্রায় এক লাখ দেরহাম ছিল। —(কিতাবুয যুহদ)

একবার এক লোক যার ঋণ ছিল সাতশত দেরহাম সে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর কাছে এসে ঋণমুক্তির জন্য তাঁর সহযোগিতা চাইল। তিনি ওই ব্যক্তিকে একটি লিখিত দিয়ে বললেন, অমুক জায়গায় গিয়ে আমার মুনশীর কাছ থেকে তা আদায় করে নাও। ওই লোক লিখিত কাগজ নিয়ে মুনশীর কাছে পৌঁছল। কাগজে লেখা ছিল সাত হাজার দেরহামের কথা। মুনশী সাহেব ওই লোককে বলল, আপনি কত দেরহামের কথা বলেছিলেন? ওই ব্যক্তি বলল, আমি তো সাতশত দেরহামের জন্য আবেদন করেছিলাম। মুনশী ভাবল ভুলক্রমে সাতশ এর স্থলে সাত হাজার লেখা হয়েছে। এজন্য তিনি ওই ব্যক্তিকে অপেক্ষা করার কথা বলে আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর কাছে বার্তা পাঠাল যে, আপনি হয়ত সাত'শ এর স্থলে সাত হাজার লিখে দিয়েছেন। বিষয়টি যাচাই-বাছাইয়ের জন্য আপনার স্মরণাপন্ন হলাম। এখন আপনি যা বলবেন তাই করা হবে।

এর জবাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) তাঁর মুনশীকে লিখে পাঠালেন, যখন এ লেখা তোমার কাছে পৌঁছবে আর তুমি তা বুঝে পড়বে তখন ওই ব্যক্তিকে চৌদ্দ হাজার দেরহাম দিয়ে দিবে।' তখন মুনশী এর জবাবে লিখলেন, যদি এভাবে চলতে থাকে তবে অতিদ্রুত খাজানা খালি হয়ে যাবে।

www.banglakitab.weebly.com

তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং লিখলেন, 'তুমি যদি আমার মুনশী হয়ে থাক তবে আমার নির্দেশ পালন কর। আর যদি তুমি আমাকে তোমার মুনশী মনে কর তবে আস আমার স্থানে এসে বস, আমি তোমার মসনদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করব এবং তোমার অনুগত হব।' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) যখন সফরে যেতেন তখন সাথীদেরকে কোনো খরচ করতে দিতেন না। বরং তাদের সব প্রয়োজন তিনি মেটাতেন এবং তাদের জন্য নানান খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন। অনেক বার তিনি হজ্জের সফরেও সাথীদের যাবতীয় ব্যয়বার বহন করেছেন। এমনকি মক্কা মদীনা থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র কিনে তাঁদেরকে হাদিয়া করেছেন। —(কিতাবুয যুহদ)

হযরত নানুতবী (রহ.)-এর দানশীলতা

আমাদের আকাবিরের মধ্যে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) যিনি অন্যান্য মহৎ গুণের আধার ছিলেন, পাশাপাশি তাঁর মধ্যে দানশীলতার গুণটিও ছিল অতুলনীয় পর্যায়ের। মেহমানদারী করতে করতে যখন নিজের বেতন-ভাতা ও সম্পদে কূল হচ্ছিল না তখন স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রি করে পর্যন্ত মেহমানের খেদমত করেছেন। স্ত্রীও ছিলেন হযরতের অতি অনুগত, সানন্দচিত্তে নিজের অলঙ্কারগুলো স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন মেহমানদারীর খরচ বহনের জন্য। তিনি সারা জীবন স্বামীর মেহমানদারী প্রতি যত্নবান ছিলেন এবং স্বামীকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। হযরত নানুতবী (রহ.) বলতেন, 'আমার দানশীলতা তো আহমদের মা (তাঁর স্ত্রী) বদৌলতে।'—(বিস বড়ে মুসলমান)

হযরত শায়খুল হিন্দের মেহমানদারী

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.) মেহমানদারীর ক্ষেত্রে প্রবাদতুল্য ছিলেন। 'আরওয়াহে ছালাছার' মধ্যে লিখেছেন, 'মাওলানা শায়খুল হিন্দের মধ্যে বিনয় ও আতিথেয়তার মহৎ গুণ ছিল। এতে তিনি মুসলিম-অমুসলিম এবং গরীব-ধনীর কোনো বাছবিচার করতেন না। বরং যে কেউ তাঁর দরবারে মেহমান হয়ে আসত তিনি তারই মেহমানদারী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে করতেন। মেহমানকে একটু আরামের ব্যবস্থা করে দিতে পেরে তিনি আন্তরিক প্রশান্তি অনুভব করতেন।

হযরত শায়খুল ইসলাম (রহ.)-এর দানশীলতা

হযরত শায়খুল হিন্দের দানশীলতা ও আতিথেয়তার মহৎ গুণটি তাঁর প্রধান শাগরেদ শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর

www.banglakitab.weebly.com

মধ্যেও পুরো মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। দানশীলতার গুণটি যেন হযরত শায়খুল ইসলামের নামের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে গিয়েছিল। যেখানেই হযরত শায়খুল ইসলামের নাম নেয়া হয় সেখানে অনিবার্যভাবে তাঁর চরিত্রের মহৎ গুণ দানশীলতার প্রসঙ্গটি সামনে এসে যায়। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দস্তরখানে প্রতি বেলা ৪০/৫০ জন মেহমান শরীক হতেন। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সানন্দে মেহমানদের খোঁজ-খবর নিতেন। অনেক লোক ব্যক্তিগত কাজে দেওবন্দে আসত, খানার সময় হলে হযরতের দস্তরখানে গিয়ে হাজির হয়ে যেত, কিন্তু শায়খুল ইসলাম (রহ.) এতে কোনোই বিরক্তবোধ করতেন না। বরং কেউ যদি তার কাছে কোনো কাজে দেওবন্দে এসে অন্য কোথাও খেয়ে নিত, এটা শুনতে পেরে তিনি অত্যন্ত নাখোশ হতেন।

অনেক সময় এমন হয়েছে যে, কোনো মেহমান দীর্ঘদিন পর্যন্ত মেহমানখানায় অবস্থান করার কারণে খাদেমরা তাকে কিছুটা লজ্জা দিয়েছে। হযরত শায়খুল ইসলাম (রহ.) যখন একথা শুনতে পেতেন এর জন্য খাদেমদেরকে খুব শাসাতেন। তিনি নিজেও সবসময় মেহমানদের সঙ্গে খানা খেতেন.। তাঁর শেষ জীবনে ডাক্তার যখন তাঁকে বড় প্রাণীর গোশত খেতে মানা করলেন এবং ছোট প্রাণীর গোশত খেতে তাগিদ দিলেন তখন তিনি ওই সময় পর্যন্ত ডাক্তারের কথায় আমল করলেন না যতক্ষণ না মেহমানের জন্যও ছোট প্রাণীর গোশতের ব্যবস্থা করা গেল না। যখন মেহমানের জন্যও ছোট প্রাণীর গোশতের ব্যবস্থা হলো তখন তিনি ডাক্তারের পরামর্শ পালন করলেন।

মোটকথা, মেহমানদারী এমন স্পৃহা আল্লাহ তাআলা তাঁর মধ্যে দিয়েছিলেন যে, নিজের সবকিছু মেহমানের জন্য উৎসর্গ করে দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। অনেকবার এমন হয়েছে যে, নিজের লেপ মেহমানকে দিয়ে দিয়েছেন, আর নিজে পাতলা কোনো কাঁথা বা অন্য কিছু দিয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। প্রায়ই বলতেন, আমার মন চায় আমার ঘরে মেহমানের প্রয়োজন পূরণ করার মতো সম্পদের অতিরিক্ত কোনো সম্পদ যেন না থাকে। কোথাও সফরে গেলে চেষ্টা করতেন সাথীদের টিকেট থেকে নিয়ে খাওয়া-থাকার যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি বহন করবেন। মদীনা থেকে তাঁর নামে খেজুর আসলে তিনি গোটা হিন্দুস্তানে তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও পরিচিতজনদের মাঝে তা বিতরণ করে দিতেন। মাদরাসা থেকে নির্ধারিত ভাতা ছাড়া তাঁর আমদানির কোনো উৎস ছিল না, তবুও গরীব-দুঃখীদেরকে নিয়মিত দান করে যেতেন। যে কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি ব্যর্থ করতেন না, সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে দান করতেন।

www.banglakitab.weebly.com

অনেক সময় অন্যের ঋণ আদায় করে দিয়ে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের সুন্নাত জিন্দা করার চেষ্টা করছেন। তাঁর এই কুরবানীর মানসিকতার প্রধান কারণ ছিল তিনি এই দুনিয়ার সম্পদরাজিকে আনা কড়ির মূল্যায়নও করতেন না। তাঁর পুরো জীবনটাই কেটেছে সাদাসিধে, অনাড়ম্বর ও দুনিয়াবিমুখতায়। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুক। আলহামদুলিল্লাহ! তাঁরপর তাঁর সুযোগ্য সাহেবজাদা হযরত মাওলানা সাইয়েদ আসআদ আল মাদানী (রহ.)ও তাঁর পিতার রেখে যাওয়া আদর্শ যথাযথ অনুসরণ করেছেন। তাঁর দস্তরখানাও ছিল সবার জন্য প্রশস্ত ও বিস্তৃত।

হযরত রায়পুরী (রহ.)-এর দস্তরখানের প্রশস্ততা

আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহ.)-এর দস্তরখানাও ছিল বিশাল প্রশস্ত। স্বাভাবিকভাবেই ৫০/৬০ জন মেহমান থাকতেন। হযরত অত্যন্ত আন্তরিকতা ও আনন্দের সঙ্গে মেহমানদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করতেন। বিশেষ কোনো মেহমান হলে শান অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হতো। টাকা-পয়সার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এমন ছিল যে, তাঁর দরবারে যে কোনো হাদিয়া তোহফা আসলে খাদেমদের যে কেউ উপস্থিত থাকলে তিনি তাদের মধ্যে তা বিলি-বণ্টন করে দিয়ে দিতেন। তাঁর খাদেম হাজী ফজলুর রহমান খানের বর্ণনা 'কয়েক লাখ টাকা হযরত শুধু আমার হাতে অন্যদের দিয়েছেন।' যে কেউ তাঁর দরবারে আসত তাকে বিদায়ের সময় ভাড়ার নাম করে বিপুল পরিমাণ হাদিয়া দিয়ে দিতেন। —(বিস বড়ে মুসলমান)

হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর দানশীলতা

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর দানশীলতা ও মেহমানদারীর কথাও ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ। তাঁর শেষ জীবনে রমযান ছাড়া অন্য সময়ও স্বাভাবিকভাবে শত শত মেহমান তাঁর দস্তরখানে হাজির থাকত। মুরীদ ও মুতাআল্লিকীনদেরকে মেহমানদারী ছাড়াও নগদ হাদিয়া-তোহফা দিতেন। যার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর খলীফাগণের বর্ণনা দ্বারা।

হযরত ফকীহুল উম্মত (রহ.)-এর দানশীলতা

একই দৃশ্য এই অধম দেখেছে ফকীহুল উম্মত হযরত মাওলানা মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গূহী (রহ.)-এর দরবারে। কত গরীব তালিবুল ইলম যে হযরতের খরচে লেখাপড়া করছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। প্রয়োজনতাড়িত

www.banglakitab.weebly.com

কোনো মানুষ তাঁর দরবারে এসে খালি হাতে ফিরে যায়নি। তাঁর খাদেমরা তো তাঁর দেয়া হাদিয়ায় রীতিমতো সাবলম্বী।

এসব আকাবির ওলামায়ে কেরামের জীবন আমাদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। আমাদের উচিত আমাদের আখলাককে দুনিয়া ও আখেরাতে সাফল্যের উপযোগী করে তোলা। আর যেসব গুণের অনুপস্থিতি রয়েছে তা অর্জনের চেষ্টা করে যাওয়া। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দিন। আমীন।

একটি সহজ পদ্ধতি

আল্লাহর রাহে খরচ করার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুন্দর একটি পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায় মুফতী আযম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফী (রহ.)-এর আমল থেকে। তাঁর সুযোগ্য সাহেবজাদা হযরত মাওলানা মুফতী তাকী উসমানী (দা. বা.) বলেন, 'মুফতী শফী (রহ.)-এর অভ্যাস এই ছিল যে, যাকাত আদায় ছাড়া তাঁর কাছে যখনই কোনো অর্থ আসত তিনি এর একটি নির্দিষ্ট অংশ সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় খাতে খরচের জন্য আলাদা করে রেখে দিতেন। আর সিদ্ধান্ত এই করেছিলেন যে, আয়টি যদি মেহনত দ্বারা হয়ে থাকে তবে এর বিশ ভাগ (পাঁচ পার্সেন্ট) এবং কোনো মেহনত ছাড়া যদি অর্জিত হয় (যেমন হাদিয়া, তোহফা ইত্যাদি) তাহলে এর দশ ভাগ তৎক্ষণাত আলাদা করা হবে। তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় খাতে অর্থ ব্যয়ের আলাদা আলাদা ভাগ ছিল। সিন্ধুক ইত্যাদিতে আলাদা আলাদা থলি অথবা খাম ছিল যাতে ব্যয়কৃত খাতের নাম লেখা থাকত। যেমন— ঘরোয়া খরচ, যাতায়াত খরচ ইত্যাদি।

উক্ত সিন্ধুকে একই থলি ছিল যাতে صدقات ومبرات লেখা ছিল, স্বচ্ছলতা হোক বা অস্বচ্ছলতা আয়ের একটি নির্ধারিত অংশ তিনি এতে রেখে দিতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এ অংশ صدقات ومبرات-এর মধ্যে না রাখতেন ততক্ষণ ওই আয় থেকে কোনো খরচ করতেন না। যদি কোথাও থেকে দশ টাকাও আসত তিনি এতে এক টাকা রেখে দিতেন। তিনি বলতেন, আমার এ কাজের বরকত হলো যখনই দানের কোনো বিষয় সামনে আসে তখন আর চিন্তা করতে হয় না যে এ অর্থ কোথায় থেকে দেয়া হবে। বরং দানের জন্য নির্ধারিত এ থলেটি সব সময় স্মরণ করিয়ে দিত যে, এগুলো দানের উপযুক্ত কোনো খাত বের করুন।

—(মেরে ওয়ালিদ মেরে শায়খ)

www.banglakitab.weebly.com

বর্তমানে আমাদের অবস্থা হচ্ছে, প্রথমত আমাদের মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার স্পৃহা ও মানসিকতাই জাগ্রত নেই। কখনও জাগ্রত হলেও হাত খালি বলে তা পূরণ করার সুযোগ হয়ে ওঠে না। এমতাবস্থায় যদি আমরাও আমাদের আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিত পৃথক করে রেখে তা দান করার প্রতি মনোযোগী হই তবে আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ কাজে বরকত দান করবেন। আমরা যদি দৃঢ়ভাবে ইচ্ছা করি তবে এটা কঠিন কোনো কাজ নয়। এর ফায়দা এত অধিক যে তা কোনো বাক্যে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। এমনিভাবে সদকায়ে জারিয়ায়ও আমাদেরকে সাধ্যমত অংশ নেয়া জরুরী।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.)-এর অভ্যাস ছিল তিনি যখনই কোথাও কোনো মসজিদ নির্মাণের খবর শুনতেন চেষ্টা করতেন এতে শরীক হওয়ার। তিনি তাঁর মাদরাসায় দু'টি কামরা নিজ খরচে তৈরি করে তা মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন। কুতুবখানার অনেক কিতাব তিনি ওয়াকফ করেছেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত কিতাবখানাটি পর্যন্ত ওয়াকফ করে দিয়েছেন যা বর্তমানে প্রায় লাখ টাকা মূল্যের হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের নকশে কদমের ওপর চলার তাওফীক দান করুন, আমীন।

www.banglakitab.weebly.com

সপ্তম অধ্যায়

তাকওয়া ও খোদাভীতি

আল্লাহর দরবারে মকবুল হওয়ার জন্য হারাম এবং সন্দেহজনক বিষয়াদি থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকাও অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমের জায়গায় জায়গায় ঈমানদারদেরকে তাকওয়া অবলম্বনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। আর এটাকে ইজ্জত ও সম্মানের মাপকাঠি বানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ ـ

'নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সম্মানী ওই ব্যক্তি যিনি আল্লাহকে অধিক ভয় করে' হাদীসেও বিভিন্ন স্থানে তাকওয়ার প্রতি জোরালো নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক হাদীসে নবী করীম (সা.) এক সাহাবীকে ওসিয়ত করতে গিয়ে বলেন—

اِتَّقِ اللّٰهَ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ ـ

'আল্লাহকে ভয় করতে থাক, কারণ এ গুণ তোমাদের দ্বীনী ও পার্থিব সব বিষয় ও কাজকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করবে।'

তাকওয়ার সারকথা হচ্ছে, মানুষ আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় নাফরমানী ও হারাম কাজ থেকে নিজেকে বাঁচাবে, আর এটা তখনই অর্জিত হবে যখন হারামের সঙ্গে সঙ্গে এমন অনেক জিনিস থেকে বাঁচবে যা দেখতে জায়েয পর্যায়ের। এ কারণেই নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ـ

'নিঃসন্দেহে হালালও স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। আর এ দুটির মাঝে সন্দেহাবৃত জিনিস যার হুকুম অধিকাংশ লোকের জানা নেই। সুতরাং যিনি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থেকেছেন তিনি নিজের দ্বীন ও ইজ্জত বাঁচিয়ে নিয়েছেন, আর

www.banglakitab.weebly.com

যিনি সন্দেহাবৃত বিষয়ে পতিত হয়েছেন তিনি (শেষ পর্যন্ত) হারামে পতিত হবেন।' —(মুসলিম শরীফ)

নবী করীম (সা.)-এর সতর্কতা

রাসূলে কারীম (সা.) সন্দেহজনক বিষয় থেকে বাঁচার প্রতি কত গুরুত্ব দিতেন তা অনুমান করা যায় তাঁর একটি ইরশাদ দ্বারা। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 'আমি কখনও ঘরে গিয়ে বিছানার ওপর খেজুর পড়ে থাকতে দেখে খাওয়ার জন্য তা উঠাই, কিন্তু তখনই আমার আশঙ্কা হয় এটা আবার সদকার খেজুর কি না। এরপর তা না খেয়ে রেখে দিই।'

অন্য হাদীসে আছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, মানুষ ওই সময় পর্যন্ত মুত্তাকীনদের দরজায় পৌঁছতে পারবেনা যতক্ষণ না নিষেধকৃত জিনিস থেকে বাঁচার জন্য অনেক এমন জিনিস ছেড়ে দিবে যা করতে বাহ্যত কোনো সমস্যা নেই।' —(তিরমিযী)

হযরত আবু দারদা (রা.)-এর ইরশাদ

হযরত আবু দারদা (রা.) বলেন, তাকওয়ার চূড়ান্ত ধাপ হলো সরিষার দানা পরিমাণ গোনাহ থেকেও বাঁচবে। আর হারাম ও তার মধ্যে বাধা সৃষ্টি করার জন্য অনেক হালাল জিনিসও ছেড়ে দিবে।

হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর বাণী

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, মুত্তাকী লোকদের মধ্যে তাকওয়া ওই সময় বাকী থাকবে যখন সে হারাম থেকে বাঁচার জন্য জায়েযকেও তরক করতে থাকবে।'

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর উক্তি আছে 'মুত্তাকীনের নাম মুত্তাকীন এজন্য যে, তারা এমন জিনিস থেকে বেঁচে থাকে যা থেকে সাধারণত বাঁচা যায় না।' —(জামেউল উলূম)

মোটকথা, আল্লাহর দরবারে মকবুল হওয়ার জন্য তাকওয়া একটি অনিবার্য বিষয়। দুনিয়াতে যারাই আল্লাহর দরবারে মকবুল হয়েছেন তাদের প্রত্যেকেই এই মহান গুণের দ্বারা পূর্ণাঙ্গরূপে সুসজ্জিত ছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঘটনা

সাইয়েদেনা হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঘটনাবলিতে উল্লেখ করা হয়, একবার তাঁর গোলাম তাঁর সামনে খানা পেশ করল। তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন এজন্য

www.banglakitab.weebly.com

তাহকীক না করে খানা খেয়ে নিলেন। পরে গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন-এ খানা তুমি কোথা থেকে এনেছিলে? গোলাম বলল-জাহেলী যুগে আমি এক গোত্রে ঝাঁড়-ফুক করেছিলাম। তারা আমাকে এর পারিশ্রমিক দেয়ার ওয়াদা করেছিল। আজ আমি তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে কোনো আনন্দানুষ্ঠান হচ্ছিল। তারা আমাকে পেয়ে এ খানা দিয়ে দিল। গোলামের একথা শুনে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) বললেন, তোমার ওপর আফসোস হচ্ছে, তুমি তো আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছ। এরপর মুখে হাত ঢুকিয়ে সমস্ত খানা বমি করে ফেলে দিলেন। যা কিছু ভেতরে বাকী ছিল, তা পানি খেয়ে পুনরায় বমির মাধ্যমে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করেন। —(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

(হয়ত গোলাম শিরকী কালাম দ্বারা ঝাঁড়-ফুক করেছিল, জাহেলী যুগে যার ব্যাপক প্রচলন ছিল)

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর তাকওয়া

খলীফায়ে রাশেদ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর তাকওয়া ও পরহেজগারীর সামান্য নমুনা এই ছিল যে, যখন তিনি খলীফা হলেন তখন তাঁর মুহতারামা স্ত্রী ফাতেমা যিনি খলীফা আব্দুল মালিকের মেয়ে ছিলেন, তাঁর বিপুল পরিমাণ মূল্যবান অলঙ্কার সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন, হে ফাতেমা! দু'টির কোনো একটি গ্রহণ করে নাও, হয়ত তোমার অলঙ্কারগুলো আমাকে দিয়ে দাও আমি তা বায়তুল মালে জমা দিয়ে দিব, নয়তো আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিব। কারণ এটা আমার পছন্দনীয় নয় যে, আমি আর অলঙ্কার এক ঘরে থাকব। তাঁর স্ত্রীও পূর্ণ সমর্পিত ও ত্যাগী হয়ে জবাব দিলেন, শুধু এগুলো কেন এর চেয়ে কয়েক গুণ বেশি অলঙ্কার হলেও সেগুলো আমি আপনার ওপর প্রাধান্য দিতে পারব না। সুতরাং ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.) তাঁর স্ত্রীর সমস্ত অলঙ্কার বায়তুল মালে জমা দিয়ে দিলেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর তাকওয়া ও পরহেজগারী

ইমাম আযম হযরত আবু হানিফা (রহ.)-এর তাকওয়া ও পরহেজগারীর কথা জগদ্বিখ্যাত। তাঁর সমকালীন প্রত্যেকেই স্পষ্ট বাক্যে সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা আমাদের যুগে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর চেয়ে বেশি মুত্তাকী কোনো মানুষ দেখিনি। আলী ইবনে হাফস বলেন, হাফস ইবনে আব্দুর রহমান ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সঙ্গে ব্যবসায় শরীক ছিলেন। একবার ইমাম সাহেব (রহ.) কিছু মাল তার কাছে বিক্রির জন্য পাঠালেন। আর বলে দিলেন এতে একটি

www.banglakitab.weebly.com

কাপড় আছে যাতে অমুক দোষ আছে। সুতরাং এটা যখন বিক্রি করবে তখন স্পষ্ট করে এ দোষের কথা বলে দিবে। ঘটনাক্রমে হাফস ইবনে আব্দুর রহমান সমস্ত কাপড় বিক্রি করে দিলেন, কাপড়ের সে দোষটির কথা আর জানিয়ে দিতে স্মরণ হলো না। আর এটাও জানা ছিল না কে উক্ত দোষী কাপড়টি কিনেছেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যখন জানতে পারলেন তিনি কাপড়ের দোষের কথা না জানিয়েই কাপড় বিক্রি করে দিয়েছেন তখন তার সমস্ত আয় সদকা করে দিলেন যার পরিমাণ ছিল প্রায় বিশ হাজার দেরহাম। এর ফলে তিনি হাফস ইবনে আব্দুর রহমানের সঙ্গে যৌথ ব্যবসা বন্ধ করে দেন।

একবার কুফায় কিছুসংখ্যক লোক কোথাও থেকে এক পাল বকরী লুট করে এনে কুফার বাজারে বিক্রি করে দিল। লুটের বকরী সব কুফার বকরীর সঙ্গে মিশে গেল। ফলে লুটের বকরী সনাক্ত করার কোনো উপায় ছিল না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যখন এ ঘটনা জানতে পারলেন তখন লোকদের কাছে জানতে চাইলেন, একটি বকরী সর্বোচ্চ কত বছর বেঁচে থাকতে পারে। লোকেরা জানাল সর্বোচ্চ সাত বছর। এরপর আবু হানিফা (রহ.) কুফা শহরে অবস্থানকালে দীর্ঘ সাত বছর পর্যন্ত বকরীর কোনো গোশত খেলেন না। কারণ, হতে পারে ওই লুটের বকরীর গোশত চলে আসতে পারে। —(উকুদুল জামান)

এমনিভাবে একবার তিনি একটি ঘরের দেয়ালের পাশে রোদে বসা ছিলেন। এমন সময় ইয়াহইয়া ইবনে আবি জাহেদা সেদিক দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, ইমাম সাহেবকে সেখানে বসা দেখে তিনি বললেন, হযরত! রোদে বসার চেয়ে পাশের দেয়ালের ছায়ায় বসলে তো আরাম হতো। ইমাম সাহেব (রহ.) বললেন, উক্ত ঘরের মালিকের কাছে আমার পাওনা আছে। আমি যদি এই ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে ফায়দা নিই তবে আমার আশঙ্কা হয় হয়ত আমি করযের সুদের দায়ে দণ্ডিত হব। আমি এটাকে সাধারণ মানুষের জন্য জরুরী মনে করি না। তবে আলেমকে তার ইলমের ওপর অন্যদের তুলনায় বেশি আমলদার হওয়া উচিত। —(উকুদুল জামান)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের শিক্ষণীয় ঘটনা

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ঘটনাবলীতে লেখা হয়, একবার তিনি তিন দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলেন। তিনি কারো কাছ থেকে কিছু আটা করয আনলেন। পরিবারের লোকেরা তাঁর সম্পর্কে অবগত ছিলেন এজন্য তারা তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে তাঁর ছেলে সালেহ (যিনি সরকারি চাকুরিজীবী ছিলেন) এর চুলায় রুটি পাকিয়ে আনলেন। আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন, এ রুটি

www.banglakitab.weebly.com

কোথায় পাকানো হয়েছে? পরিবারের লোকেরা জানাল, আপনার ছেলের চুলা আগে থেকে জ্বলছিল এ জন্য তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে তার চুলায় রুটি পাকানো হয়েছে। তখন তিনি সরকারি উৎপাদন (যা সাধারণত জালেম শাসকদের জোরপূর্বক আদায়কৃত ট্যাক্স হয়ে থাকে) থেকে বাঁচার জন্য ওই চুলায় পাকানো রুটি খেতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। —(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর তাকওয়া

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার আমি শামের সফরে কারো কাছ থেকে একটি কলম চেয়ে নিলাম, কিন্তু পরে তা ফেরত দিতে ভুলে গেলাম। যখন আমার গ্রাম 'মুরু'তে পৌঁছলাম তখন দেখলাম ওই কলম আমার সঙ্গে চলে এসেছে। তখন আমি পুনরায় সফর করে শামে গেলাম এবং কলমের মালিককে খুঁজে বের করে তার কলম তার কাছে ফিরিয়ে দিলাম। (অথচ ওই সময়ে কলম ছিল লাকড়ির তৈরি, দামী কোনো কলম সে যুগে কল্পনাও করা যেতো না) আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি আছে, 'সন্দেহের মালের এক দেরহাম ফিরিয়ে দেয়া আমার কাছে ছয় লাখ দেরহাম সদকা করার চেয়েও উত্তম।'—(কিতাবুয যুহদ)

এখানে আল্লাহ তাআলার মকবুল বান্দাদের তাকওয়া ও পরহেজগারীর কিছু ঝলক উপস্থাপিত হলো যা দ্বারা সহজেই এই ফলাফলে পৌঁছা যায় যায় যে, তাদের নিজেদের উঁচু স্তর ও দায়িত্ব সম্পর্কে কত মনোযোগ ছিল। তারা তাদের দ্বীনী ইজ্জত বাঁচানোর জন্য কী ধরনের প্রবৃত্তি, চাহিদা ও আরামকে বিসর্জন দেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। যার ফল এই হয়েছে যে, তাদের খেদমতে এমন বরকত প্রকাশ পেয়েছে যার কোনো নজীব পৃথিবীতে নেই। তাদের পরবর্তীদের মধ্যেও যারা তাদেরকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করে তাদের সে গুণ গ্রহণের চেষ্টা করবে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্যও কামিয়াবীর দুয়ার খুলে রেখেছেন।

মিয়াজী নূর মুহাম্মদ (রহ.)-এর তাকওয়া

হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ জানজানবী (রহ.)-এর জীবনীতে লেখা হয়, এক ব্যক্তি অত্যন্ত সুমিষ্ঠভাষী ছিল, সে নাত ইত্যাদি পড়ত। কেউ এসে মিয়াজী (রহ.)-এর কাছে আরজ করল, হযরত! এ লোক অত্যন্ত সমধুর আওয়াজের অধিকারী। তার থেকে নাত শুনে নিন। তিনি অত্যন্ত পরহেজগারীর পরিচয় দিয়ে বললেন, লোকেরা আমাকে মাঝে মাঝে ইমাম বানিয়ে দেয়। আর গান গাওয়ার

www.banglakitab.weebly.com

ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। এজন্য তা শোনা সতর্কতা ও পরহেজগারীর পরিপন্থী। সুতরাং আমি তা শুনতে অপারগতা প্রকাশ করছি।

—(আরওয়াহে ছালাছা)

হযরত মাজহার হোসাইন কান্ধলভী (রহ.)-এর খোদাভীতি

আমাদের আকাবিরের মধ্যে মাওলানা মাজহার হোসাইন কান্ধলভী (রহ.) বিশেষত খোদাভীতি ও পরহেজগারীর দিক থেকে অতুলনীয় ছিলেন। তাঁর অসামান্য পরহেজগারীর বিষয়টি অনুমান করা যায় এ থেকে যে, তিনি যখনই ভাড়ায় চালিত কোনো পরিবহনে উঠতেন তখন তার সঙ্গে থাকা যাবতীয় মালপত্র মালিককে দেখিয়ে নিতেন। এরপর যদি কোনো ব্যক্তি তার চিঠিও এনে দিতেন (যে তা অমুকের কাছে পৌছে দিবেন) তাকে বলতেন, ভাই! আমি সমস্ত মালপত্র মালিককে দেখিয়ে নিয়েছি। আর এটা সেগুলোতে ছিল না। সুতরাং আপনি মালিকের কাছে অনুমতি নিয়ে নিন। —(আরওয়াহে ছালাছা)

তাঁর এই পরহেজগারী তাঁর স্বভাব-প্রকৃতির সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে, হারামের সন্দেহ আছে এমন লোকমা পর্যন্ত তাঁর পেট কবুল করত না। যদি কখনও ভুলে সন্দেহজনক খাদ্য খেয়ে ফেলতেন সঙ্গে সঙ্গে তা বমির মাধ্যমে বেরিয়ে যেত। ছাত্রজীবনে তিনি কয়েক বছর পর্যন্ত তরকারী দ্বারা রুটি খাননি। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, দিল্লীর অধিকাংশ তরকারীতে আমের কটি কেটে কেটে দেয়া হতো। আর সেসব আমের বেচাকেনা হতো নাজায়েয পদ্ধতিতে। এজন্য সতর্কতার খাতিরে তিনি কোনো তরকারীই খেতেন না। —(আরওয়াহে ছালাছা)

হযরত নানুতবী (রহ.)-এর অপূর্ব সতর্কতা

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহ.) হারাম ও সন্দেহযুক্ত খাবার থেকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন। আর এর অনুভবও তিনি অতি দ্রুত করতে পারতেন। মানুষের মন রক্ষার্থে যে কারো দাওয়াত কবুল করতেন। কিন্তু যদি হারামের সন্দেহ হতো তবে বাড়ি ফিরে বমি করে সব বের করে নিতেন।

হযরত গাঙ্গূহী (রহ.)-এর তাকওয়া

কুতবে আলম, ইমামে রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী (রহ.)-এর জীবনীতে লেখা আছে, তাঁর বয়স যখন পঁচিশ বছর হলো তখন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত জমিজমার একটি পর্যালোচনা করলেন। দেখলেন

www.banglakitab.weebly.com

তাঁর দাদার কাছে যারা জমি বন্ধক রেখেছিল সে জমির ফসল তারা ভোগ করছেন। সুতরাং তিনি সব জমি তার প্রকৃত মালিকের কাছে শুধু ফিরিয়েই দিলেন না এবং এতদিন যে ফসল ভোগ করেছেন তাও দিয়ে দিলেন। বন্ধকের টাকা যাদের কাছে ছিল তা মাফ করে দিলেন। এভাবে হালাল-হারামের মিশ্রণ থেকে বাঁচার জন্য তাঁকে তাঁর স্ত্রীর অলঙ্কার পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছিল। তবুও অন্যের হক মাথায় রাখলেন না। —(বিস বড়ে মুসলমান)

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.)-এর ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তাঁর জীবনে তাকওয়া ও পরহেজগারীর এমন অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা পরবর্তীদের জন্য আলোকশিখা ও হিদায়াতের মাধ্যম। সফরকালে তিনি ভাড়ার অতিরিক্ত কোনো মালামাল বহন করতেন না। একবার সাহারানপুর থেকে কানপুরে যাওয়ার সময় সঙ্গে কিছু গম ছিল। থানভী (রহ.) স্টেশনে তা মাপতে চাইলেন। রেলের কোনো কর্মকর্তাই তা মাপতে চাইল না। এমনকি অমুসলিম কর্মচারিও বলতে লাগল, হযরত! এগুলো মাপার কোনো প্রয়োজন নেই। এভাবেই নিয়ে যান, আমরা গার্ডকে বলে দিব। থানভী (রহ.) বললেন, এ গার্ড কোন পর্যন্ত যাবে? উত্তর দিল এ গার্ড গাজী আবাদ পর্যন্ত যাবে এবং সেখানে অন্য গার্ডকে বলে দিব যিনি আপনার সঙ্গে কানপুর পর্যন্ত যাবে। আর সেখানেই আপনার সফর সমাপ্ত হয়ে যাবে। তিনি বললেন, আমার সফর তো সেখানে সমাপ্ত হবে না বরং এর পরেও আখেরাতের দীর্ঘ সফর রয়েছে সেখানে ব্যবস্থা করবে কে?

—(বিস বড়ে মুসলমান)

আফসোস! আজ এমন তাকওয়াবান লোকের দর্শনের জন্য চোখগুলো অধীর হয়ে আছে। টিকেট ছাড়া সফর করা, ভাড়া ছাড়া মাল বহন করাকে বর্তমানে কোনো দোষের বিষয় তো মনে করা হয়-ই না বরং এটাকে বুদ্ধিমান ও কৌশল মনে করা হয়। কখনও এই অনুভূতি জাগে না যে, এটাও অধিকার নষ্ট করা। এখানে এটাও বুঝা জরুরী যে, টিটি ও রেলওয়ে কর্মচারিকে কিছু পয়সা দিয়ে বিনা টিকেটে সফর করাও জায়েয নেই।

একবার এক গরীব তালিবুল ইলম হযরত থানভী (রহ.)-এর সঙ্গে টিকেট ছাড়া ট্রেনে আরোহন করল। পরবর্তী স্টেশনে যখন সে টিকেটের জন্য গেল তখন গার্ড বলল— তুমি গরীব মানুষ, এমনিতেই সফর করে নাও। টিকেটের প্রয়োজন নেই। সে এ কথা হযরত থানভী (রহ.)-কে এসে জানাল। থানভী (রহ.) বললেন, এ গার্ড রেলওয়ে কোম্পানীর মালিক নয় বরং বেতনধারী কর্মচারি।

www.banglakitab.weebly.com

সুতরাং তাদের এ অধিকার নেই যে, কোনো যাত্রীকে বিনা টিকেটে সফর করার সুযোগ দিবে। এজন্য যাও টিকেট এনে সফর কর।' —(বিস বড়ে মুসলমান)

এমনিভাবে নিম্ন শ্রেণীর টিকেটে উচ্চ শ্রেণীতে ভ্রমণ করা, তাছাড়া কারো কাছে পাস মিললে তা দ্বারা নিয়ম বহির্ভূত অধিক লোককে বিনামূল্যে সফর করানো অথবা সময় পার হয়ে যাওয়ার পর তা দিয়ে সফর করা এসব শরীয়াতে জায়েয নেই এবং এটা তাকওয়ার যেমন পরিপন্থী তেমনি আল্লাহর দরবারে মকবুল হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। যদি সফরকালে কখনও এমন পরিস্থিতি এসে যায় তবে উচিত হলো পরবর্তীতে সমমূল্যের টিকেট কিনে তা ছিঁড়ে ফেলা যেন রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ন্যায্য পাওনা পৌঁছে যায়।

শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ.)-এর তাকওয়া

শায়খুল আরব ওয়াল আজম হযরত শায়খুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর উন্নত তাকওয়ার পরিচয় পাওয়া যায় একটি ঘটনা দ্বারা। একবার তিনি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ দিল্লীর অফিসে আসলেন। আসরের নামাযের সময় হলে খাদেমরা চাঁটাই বিছিয়ে নামায়ের প্রস্তুতি নেয়। মাদানী (রহ.) যখন নতুন চাঁটাই বিছানো দেখলেন তখন মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন-নাজিমে আলা অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থাপনা করেছেন। উপস্থিত লোকদের থেকে কেউ একজন বললেন, হযরত! এটা নাজিম সাহেবের ব্যবস্থাপনা নয় বরং আপনার খাদেম চৌধুরী আব্দুর রহমানের ভক্তির বহিঃপ্রকাশ। তিনি চাঁটাইয়ের ব্যবসা করেন। এখানে ব্যবসার চাঁটাই বিছিয়ে দিয়েছেন। এ কথা শুনে মদানী (রহ.)-এর চেহারার রং পাল্টে গেল এবং নিজের জায়গা থেকে দূরে সরে গিয়ে বললেন, 'এই চাঁটাই উঠিয়ে নাও। খাদেমরা আরজ করল, আব্দুর রহমান খুশি হয়ে এটা বিছিয়েছে। মাদানী (রহ.) বললেন, না, সে তো এই চাঁটাই পরবর্তীতে অব্যবহৃত হিসেবে বিক্রি করবে। সুতরাং এ চাঁটাই উঠিয়ে অফিসের চাঁটাই বিছিয়ে নামায আদায় করলেন। —(বিস্ময়কর ঘটনাবলী)

তিনি যদিও জমিয়াতুল উলামার সদর ছিলেন তবুও নিজের ব্যক্তিগত কাজে কখনও পার্টির লেটার প্যাড ব্যবহার করতেন না। বরং তিনি নিজ খরচে অনেক উন্নত কাগজে লেটার প্যাড ছাপাতেন। এতেই নিজের যাবতীয় চিঠিপত্র লিখতেন। পার্টি সংশ্লিষ্ট অনেক কাজও নিজের কাগজ দ্বারা করতেন। নিজের ব্যক্তিগত খরচ তিনি কখনও পার্টি থেকে নেননি। নিজের খাদেমদেরকে সব

www.banglakitab.weebly.com

সময় তাগিদ দিতেন নিজের ব্যক্তিগত ও পার্টির খরচের মধ্যে যেন পার্থক্য থাকে। —(বিস্ময়কর ঘটনাবলী)

দারুল উলূম দেওবন্দে দরসদানকালে হযরত মাদানী (রহ.) দরসের দিন ব্যতীত একদিনের ভাতাও মাদরাসা থেকে গ্রহণ করেননি। এমনকি নৈমিত্তিক ছুটি এবং অসুস্থতাজনিত ছুটিও ভোগ করেননি। বরং অনেক সময় মাদরাসার কাজে সফর করতেন কিন্তু এ সময়ের বেতন মাদরাসা থেকে নিতেন না।

মাদরাসার মালে সতর্কতা

আমাদের আকাবির ওলামায়ে কেরাম যদিও দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য মাদরাসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং প্রয়োজনের তাগিদে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও আঞ্জাম দিয়েছেন কিন্তু মাদরাসার সম্পদ ও মালিকানার ব্যাপারে যে পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন আজকে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মূলত এই সতর্কতা, তাকওয়া ও পরহেজগারীই তাদের খেদমতকে সফল্যের শীর্ষচূড়ায় পৌছে দিয়েছিল। তাদের জীবন আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা হওয়া উচিত। নিম্নে হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.)-এর একটি মূল্যবান বাণী নকল করা হচ্ছে যার দ্বারা আকাবিরের জীবনের একটি ঝলক আমাদের সামনে ফুটে উঠবে।

তিনি বলেন, 'মাদরাসার মাল খুবই মারাত্মক। বড় হযরত (মাওলানা আব্দুর রহীম) রায়পুরী (রহ.) বলতেন, আমার মাদরাসার পরিচালনা যত ভয় লাগে দুনিয়ার আর কোনো জিনিসকে এত ভয় লাগে না। কারণ হলো, আমরা মাদরাসার সম্পদের মালিক নই, আমানতদার মাত্র। আমাদের মাফ করার দ্বারা মাফ হবে না। নিজের সম্পর্কের কারণে যদি কারো কোনো খেয়ানতকে মাফ করি তবে ধরা খাবো। আমার পিতার কাছে প্রাথমিক যুগে মসজিদের পাশে ইসমাঈল নামে এক লোকের বাড়ি থেকে খানা আসত। মসজিদ থেকে মাদরাসা পর্যন্ত আনতে আনতে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যেত। আমার পিতা এ খানা মাদরাসার রান্না ঘরের পাশে রেখে দিতেন যাতে তা গরম হয়ে যেত। মাস শেষে তিনি এক টাকা মাদরাসায় দিয়ে দিতেন যা ইমদাদ হিসেবে মাদরাসার ফান্ডে জমা হতো। কারণ ওয়াকফের মাল থেকে ফায়দা নেয়া হয়েছে।

হযরত সাহারানপুরী (রহ.)-এর একটি আমলের কথা শুনেছি যদিও দেখিনি। মাদরাসায় সদর মুদাররিসের জন্য গদি বিছানো হয়। হযরত যখন সবক থেকে ফারেগ হয়ে যেতেন তখন গদি থেকে উঠে অন্য জায়গায় বসতেন।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আহমদ আলী মুহাদ্দিসে সাহারানপুরী (রহ.) যিনি বুখারী তিরমিযীসহ হাদীসের অন্যান্য কিতাবের হাশিয়াকারক এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, তিনি যখন মাজাহেরুল উলূমের জন্য চাঁদার উদ্দেশ্যে কলকাতা যেতেন তখন সেখানে অনেক দিন থাকতেন। সেখানকার অনেক লোকের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। সফর থেকে ফিরে তিনি যখন সফরের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করতেন তখন রেজিস্ট্রি খাতায় আমি নিজ চোখে দেখেছি এক জায়গায় লেখা আছে, কলকাতায় অমুক স্থানে আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। যদিও সেখানে অনেক চাঁদা হয়েছে তবুও আমার সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিল বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। এজন্য সেখানে যাওয়া-আসার ভাড়া আয়-ব্যয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হবে না।

প্রিয় বন্ধুরা! হুকুকুল ইবাদকে অনেক ভয় কর। আল্লাহ তাআলার ফজল ও করমে এবং আমার হযরত রায়পুরী (রহ.)-এর বরকতে আমার প্রথম দিন থেকেই ভাতার প্রতি ঘৃণা রয়েছে। হযরত বলেছিলেন, যদি আল্লাহ তাওফীক দেয় তবে মাদরাসার ভাতা নেয়া ছেড়ে দিও। আল্লাহর শোকর, যা নিয়েছিলাম তাও আদায় করে দিয়েছি। আমাদের আকাবিরের আমল মাদরাসার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতামূলক ছিল। তোমাদের ওপর মাদরাসার জান ও মালের কোনো হক যেন বাকী না থাকে। তোমরা শুধু এই চিন্তাই কর মাদরাসার জন্য আমরা কী করতে পারি। তোমাদের কোনো হক যদি মাদরাসার কাছে থেকে যায় তবে তার প্রতি খেয়াল করো না। আল্লাহর কাছে অনেক কিছু মিলবে। —(মালফুযাতে শায়খ)

অন্য আরেক মালফুযে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) বলেন, 'আমাদের এখানে মাজাহেরুল উলূমের বার্ষিক সভায় মুদাররিসগণ মাদরাসার খানা থেকে খানা খেতেন না। বরং নিজ নিজ ঘর থেকে এনে খেতেন। এমনিভাবে বোর্ডিংয়ের নাজেম সাহেব তরকারী পরীক্ষার জন্য নিজে ছেকে দেখতেন না, কোনো ছাত্রকে ডেকে এনে ছেকে দেখতেন। এমনিভাবে মাদরাসার মেহমানদের জন্য যে পান বানানো হতো তা কেউ খেতেন না বরং নিজ নিজ ঘর থেকে এনে খেতেন। অনেক সময় মুহতামিম সাহেব লাগাতার তিনদিন পর্যন্ত মাদরাসায় থাকতেন তখন বাড়ি থেকে খানা এনে খেতেন, সাধারণ কোনো তরকারী দিয়ে এক পাশে বসে খেয়ে নিতেন। তবুও মাদরাসার খাবার খেতেন না। জলসায় শরীক হওয়ার জন্য হযরত মাদানী ও হযরত রায়পুরী (রহ.) তাশরীফ আনলে তাঁরা আমার বিশেষ মেহমান হতেন। তাঁরা মাদরাসার খানা খেতেন না।

—(মালফুযাতে শায়খ)

www.banglakitab.weebly.com

আসুন, একটু পর্যালোচনা করি

আকাবিরের কর্মপন্থাকে সামনে রেখে আমাদের নিজ নিজ কর্মকাণ্ডকে একটু পর্যালোচনা করা উচিত। আমাদের তাকওয়া পরহেজগারী কোন পর্যায়ে আছে তা পরিমাপ করা দরকার। বিশেষত মাদরাসাসমূহ এবং ধর্মীয় ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সংরক্ষকদের কী পরিমাণ বেপরোয়া মনোভাব, ব্যক্তিগত স্বার্থ কিভাবে জাতীয় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে আদায় করা হয় ঠাণ্ডা মাথায় এসবের হিসাব করা প্রয়োজন। আমাদের প্রকৃতি এই হয়ে গেছে যে, আমরা প্রতিষ্ঠানের হক ঠিকমতো আদায় করি বা না করি আমাদের হক পাওনার চেয়ে বেশি আদায় করে নিতে হবে। বর্তমানে মাদরাসাসমূহের শিক্ষার অধঃপতনের অন্যতম কারণ হলো, আমাদের নিজেদের অধিকার আদায়ের চিন্তা তো আমাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গরূপেই আছে কিন্তু নিজেদের দায়-দায়িত্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যত অবহেলা ও অলসতা। দরসের সময়ের ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্ব নেই। উস্তাদ যেমন করে ছাত্রদের মেজাজও তেমনি গড়ে উঠে। এজন্য আমাদেরকে এমন নমুনা পেশ করা উচিত যা আমাদের ছাত্রদের জন্য অনুসরণীয় হবে।

মাওলানা মাযহার নানুতবী (রহ.)-এর আমল

প্রসিদ্ধ বুযুর্গ মাওলানা মাযহার নানুতবী (রহ.)-এর অভ্যাস ছিল দরসের সময় তাঁর কাছে কোনো লোক কথাবার্তা বলতে আসলে তিনি ঘড়ি দেখে নিতেন। সে যখন কথা বলে ফিরে যেত তখন আবার ঘড়ি দেখে কত সময় হয়েছে তা বের করতেন। এ সময়টুকু একটি কাগজে লিখে তা নিজের কিতাবের ভেতরে রেখে দিতেন। মাস শেষে মোট কত ঘণ্টা বা মিনিট হয়েছে তা লিখে দফতরে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলে দিতেন, আমার বেতন থেকে এতটুকু সময়ের টাকা কেটে রেখে দিবেন। —(মালফুযাতে ফকীহুল উম্মত)

একটু চিন্তা করুন, আমাদের বুযুর্গদের মধ্যে সময়ের প্রতি কী পরিমাণ গুরুত্ব ছিল। এ ক্ষেত্রে যদি আমাদের কোনো অপূর্ণতা থাকে তবে আমাদের উচিত যত দ্রুত সম্ভব তা দূর করা। এটাই তাকওয়া ও পরহেজগারীর দাবী। আল্লাহর আমাদেরকে তাওফীক দিন। আমীন।

www.banglakitab.weebly.com

অষ্টম অধ্যায়

ভয় ও ভাবনা

কাসেম ইবনে মুহাম্মদের বর্ণনা, তিনি বলেন-আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর সঙ্গে সফরে যাচ্ছিলাম। আমার ভেতরে বারবার একটি বিষয় ভাবনার উদ্রেক করছিল যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর মধ্যে এমন কী আছে যার কারণে তিনি আমাদের সকলের চেয়ে অগ্রগামী এবং যার খ্যাতি ও সম্মান তুঙ্গে। তিনি তো সেভাবেই নামায আদায় করেন যেভাবে আমরা নামায আদায় করি, রোযা, হজ ও যাকাতের ক্ষেত্রেও তো একই অবস্থা। তারপরও তাঁর মধ্যে অতিরিক্ত কী গুণ রয়েছে? আমি এ ধরনের চিন্তায় বিভোর ছিলাম।

শামের পথে একদিন এক ঘরে খানা খাওয়ার জন্য বসলাম, এমন সময় হঠাৎ বাতি নিভে গেল। আমাদের এক সাথী বাইরে গেলেন বাতি আনার জন্য। তিনি যখন বাতি নিয়ে ঘরে ঢুকল আর বাতির আলোতে আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর চেহারা ফুঠে উঠল তখন আমি দেখলাম তাঁর দাড়িগুলো চোখের পানিতে ভেসে যাচ্ছে। তা দেখে আমি বুঝে নিলাম এই ভয় ও ভাবনার কারণেই আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছেন এবং আল্লাহর কাছে মকবুল হয়েছেন। হয়ত তিনি এ অন্ধকারকে কেয়ামতের অন্ধকারের সঙ্গে অনুভব করেছেন। যাতে তাঁর মধ্যে ভাবনার উদ্রেক হয়েছে।

—(কিতাবুয যুহদ)

আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার জন্য অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকা চাই। নির্ভয় ও নির্ভাবনায় থাকলে মানুষ গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না। সে মকবুল হওয়ার যত সাধনাই করুক, বস্তুত মকবুলিয়তের পাত্তাও সে পাবে না। আল্লাহ তাআলার নজরে এই ভয় ও ভাবনা অত্যন্ত মূল্যাবন। কুরআনে কারীমে জান্নাতীদের যে গুণের কথা উল্লেখ হয়েছে তাতে ভয় ও ভাবনার গুণটি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ হয়েছে। সূরা নাযিআতে ইরশাদ হয়েছে—

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَأْوٰى ـ

আর যে তার প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে এবং নফসকে কু-প্রবৃত্তির থেকে বিরত রাখে সুতরাং তার ঠিকানা হবে জান্নাত।

www.banglakitab.weebly.com

সূরা মুমিনুনে মুমিনের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُوْنَ ـ

নিশ্চয় যারা তাদের প্রভুর ভয়ে শঙ্কিত থাকে।

এমনিভাবে মারেফাতপ্রাপ্ত ওলামায়ে কেরামের বিশেষ গুণ বর্ণনা করে সূরা ফাতিরে ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ـ

নিশ্চয় আল্লাহকে ভয় করে তার বান্দাদের মধ্যে যাদের বুঝ আছে।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) এই আয়াতের তাফসীরে লিখেন, আলেম ওই ব্যক্তি যিনি নিরবে-সরবে আল্লাহকে ভয় করে, যে জিনিসের প্রতি আল্লাহ তাআলা উৎসাহিত করছেন তা তার কাছে প্রিয় হয় এবং যে জিনিস আল্লাহর রাগের কারণ সে জিনিসের প্রতি তার ঘৃণাবোধ জাগে। —(মাআরেফুল কুরআন)

রবী বিন আনাস (রা.) বলেন, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় না হয় তাকে আলেম বলার যোগ্য নয়। —(কুরতুবী)

হযরত আবু মাসউদ (রা.) বলেন, অনেক বিষয় বয়ান করে দেয়ার নাম ইলম নয় বরং ইলম হচ্ছে যার সঙ্গে ভয় ও ভাবনার প্রাবল্য থাকে।

—(মাআরেফুল কুরআন)

সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর উক্তি আছে, 'আল্লাহর ভয়ই মানুষকে ইবাদতের কাঠামো ও শক্তি দান করে। —(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

আল্লাহর ভয়ে কান্না

আল্লাহর ভয়ে অন্তর নরম হয়, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে গরম অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার দ্বারা। আর এই অশ্রুফোঁটা সারা জীবনের গুনাহকে মুহূর্তের মধ্য মিটিয়ে দেয়।

আল্লাহর ভয়ে প্রবাহিত অশ্রু আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আল্লাহর ভয়ে তার দু'চোখ অশ্রুতে ভরে যায় এমনকি ফোটা ফোটা হয়ে তা মাটিতে গড়িয়ে পড়ে, তাকে কেয়ামতের দিন আযাব দেয়া হবে না। —(তারগীব ও তারহীব)

অন্য হাদীসে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবেন না। এমনকি জানোয়ারের স্তন থেকে বেরিয়ে আসা দুধ পুনরায় স্তনে চলে গেলেও। অর্থাৎ যেমনিভাবে দুধ পুনরায় চলে যাওটা অসম্ভব তেমনি ওই ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়াও অসম্ভব। —(তারগীব ও তারহীব)

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন এই আয়াত নাজিল হলো—

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ـ

কি এ জন্য আশ্চর্যবোধ কর, হাস অথচ কাঁদ না

তখন তা শুনে 'আসহাবে সুফফা' এত বেশি কাঁদলেন যে, তাদের চোখের পানিতে চেহারা ও গণ্ডদেশ ভেসে যেতে লাগল। রাসূল (সা.) যখন এর আওয়াজ পেলেন তখন তাঁরও কান্না এসে গেল। রাসূল (সা.)-কে কাঁদতে দেখে উপস্থিত সবাই কাঁদতে লাগলেন। ওই সময় নবী করীম (সা.) ইরশাদ করলেন, আল্লাহর ভয়ে যে কাঁদবে সে জাহান্নামে যাবে না। বার বার একই গুনাহকারী জান্নাতে যাবে না। আর যদি তোমরা গোনাহ না কর তবে আল্লাহ তাআলা এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যারা গোনাহ করবে অতঃপর আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে পূত-পবিত্র হবে। যেন আল্লাহর গাফফার সিফতটির প্রকাশ ঘটে। —(তারগীব ও তারহীব)

পয়গাম্বরদের ভয় ও ভাবনা

নবী করীম (সা.)-এর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তিনি সব সময় আল্লাহর ভয়ে ভাবিত থাকতেন। এক সাহাবী বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম (সা.)-কে এমন অবস্থায় নামায আদায় করতে দেখেছি যে, কান্নার কারণে তাঁর সিনা মোবারক থেকে এমন আওয়াজ বেরিয়ে আসছে যেন চাকা ঘুরছে। অন্য বর্ণনায় আছে, এমন আওয়াজ যেন ডেকচিতে কোনো কিছু পাকানো হচ্ছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি নবী করীম (সা.)-কে বক্তৃতাকালে বলতে শুনেছি, দুটি বড় জিনিসকে কখনও ভুলবে না। আমরা আরজ করলাম সে দুটি জিনিস কী? রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন— (১) জান্নাত (২) জাহান্নাম। এরপর তিনি উভয়টির কিছু কিছু বর্ণনা আমাদেরকে শোনালেন এবং এই পরিমাণ কাঁদলেন যে, তাঁর চোখের পানি তাঁর দাড়ির দু'পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকল। অবশেষে ইরশাদ করলেন, ওই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ, তোমরা যদি আখেরাতের ওই অবস্থার কথা জানতে যা আমি জানি তাহলে তোমরা দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে চলে যেতে এবং তোমাদের মাথা ধূসর বানিয়ে রাখতে। সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) মাঝে মাঝে এ দু'আ করতেন—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ تَبْكِيَانِ بِذَرْوُفِ الدَّمْعِ وَتَشْفِيَانِنِىْ مِنْ خَشْيَتِكَ مِنْ قَبْلُ اَنْ تَكُوْنَ الدُّمُوْعُ دَمًا وَالْاَضْرَاصُ جَمْرًا ـ

www.banglakitab.weebly.com

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এমন চোখ দান করুন যা আপনার ভয়ে অনেক বেশি অশ্রু প্রবাহিত করে। আমার অন্তরে প্রশান্তি দিন ওই সময়ের পূর্বে যখন অশ্রু রক্তে এবং দাড়ি শুকনো ডালে পরিবর্তন হয়ে যাবে (অর্থাৎ মৃত্যু এসে যাবে)।

সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর হৃদয়ের কোমলতা

আমিরুল মুমিনীন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। বিশেষত কুরআনে কারীমের তেলাওয়াতের সময় তিনি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যেতেন। পাশাপাশি ভয় ও ভাবনার অবস্থা এই ছিল যে, কখনও বলতেন, 'হায়! আমি যদি একটি গাছ হতাম যাকে কেটে ফেলা হয়।' কখনও জিহ্বা ধরে বলতেন, এটাই আশঙ্কার সময় বিপদে পতিত করে।

—(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

হযরত ওমর (রা.)-এর ভয় ও ভাবনার স্বরূপ

আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.) এত কাঁদতেন যে, তাঁর চেহারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে হতে দুটি সরু দাগ হয়ে গিয়েছিল। তিনি কখনও মাটির ঢিলা উঠিয়ে বলতেন, 'হায়! যদি আমি মাটির এই ঢিলা হতাম! যদি আমার সৃষ্টিই না হতো! যদি আমার মা আমাকে জন্ম না দিতেন! আমি যদি কিছুই না হতাম! আমার নাম-নিশানাও যদি না থাকত!' তাঁর একটি উক্তি প্রসিদ্ধ আছে, যদি হাশরের ময়দানে এ ঘোষণা হতে থাকে-হে লোকসকল! একজন ছাড়া সবাই জান্নাতে চলে যাও, তবে আমার ভয় হয় ওই লোকটি হয়ত আমিই হবো। আর যদি ঘোষণা হয়, হে লোক সকল! একজন ছাড়া তোমরা সবাই জাহান্নামে নিক্ষেপ হও, তাহলে আমার আশা আছে ওই লোকটি আমিই হবো।' —(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর কান্নাকাটি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর খোদাভীতি ও রোনাজারির অবস্থা অনুমান করা যায় একটি বর্ণনা দ্বারা। জায়েদ বিন ওহাব বর্ণনা করেন, একবার আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এত অধিক কাঁদলেন যে, আমি নিজে দেখেছি তিনি চোখের পানি দু'হাতে ধারণ করে অন্যদিকে ঢেলে ফেলছেন।

—(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

www.banglakitab.weebly.com

হযরত যাইনুল আবিদীন (রহ.)-এর আল্লাহভীতি

হযরত ইমাম যাইনুল আবিদীন (রহ.) যখন ওজু করতেন তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেতো। পরিবারের লোকেরা জিজ্ঞেস করত, এর কী কারণ? তিনি জবাব দিতেন তোমাদের কি খবর আছে আমি কার সামনে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করেছি? যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাঁর গায়ে কাঁপুনি উঠে যেত। জিজ্ঞেস করা হলো এমন কেন হয়? তিনি জবাব দিলেন, তোমাদের জানা নেই আমি কার সামনে দাঁড়িয়ে মুনাজাত করব। —(আল ইলমু ওয়াল ওলামা)

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কয়েকটি ঘটনা

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর কান্নার শব্দ রাতে ঘরের বাইরে পর্যন্ত শোনা যেত। এমনকি তাঁর হালত দেখে প্রতিবেশিরা বিচলিত হয়ে পড়ত। ইয়াইয়া ইবনে সাঈদ (রহ.) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মজলিসে বসেছি এবং তাঁর সোহবত লাভ করেছি। আমি যখনই তাঁর চেহারা দেখতাম অনুভব করতে পারতাম তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ভয়কারী। কাসেম ইবনে মাতান (রহ.)-এর বর্ণনা, একবার রাতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এই আয়াত পড়লেন—

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ.

বরং কেয়ামত, তার ওয়াদাকৃত সময়, ওই মুহূর্তটি বড়ই বিপদের এবং অত্যন্ত তিক্ত।'

সারা রাত রোনাজারীর সঙ্গে এ আয়াতটি বারবার পড়লেন। আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হুমাম বলেন, আমি যখনই আবু হানিফা (রহ.)-কে দেখতাম তাঁর চোখ গালে কান্নার চিহ্ন অনুভব করতাম। ইয়াযিদ ইবনে কামিত যিনি নিজেও আল্লাহর নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে অধিক ভীতিশীল আর কেউ ছিলেন না। একবার আলী ইবনে হুসাইন মুয়াজ্জিন ইশার নামাযে সূরা যিলযাল পড়লেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)ও ওই জামাতে শরীক ছিলেন। যখন নামায সমাপ্ত হলো এবং লোকেরা চলে গেল তখন আমি দেখলাম ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একা একা বসে আছেন। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস খুব দ্রুতগতিতে উঠানামা করছে। আমি ভাবলাম আমার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত যাতে তাঁর একাগ্রতায় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।

সুতরাং আমি বাতি জ্বালানো রেখেই মসজিদ থেকে চলে আসলাম। সুবহে সাদিকের পর যখন আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম তখন দেখলাম ইমাম আবু

www.banglakitab.weebly.com

হানিফা (রহ.) দাঁড়িয়ে আছেন এবং দাড়িতে ধরে এই দু'আ করছেন 'হে ওই সত্তা যিনি বিন্দু পরিমাণ মঙ্গলের প্রতিদানও মঙ্গল দ্বারা দেন। হে ওই সত্তা যিনি বিন্দু পরিমাণ মন্দের প্রতিদানও মন্দ দ্বারা দেন। আপনি আপনার বান্দা নুমানকে (আবু হানিফা) জাহান্নাম ও জাহান্নামের নিকটবর্তী জিনিস থেকে নাজাত দিন। আর আপনার রহমতের বিশালতায় তাকে ঢুকিয়ে নেন।' —(উকুদুল জামান)

ইয়াহইয়া ইবনে নসর বলেন, আমার পিতা ইমাম সাহেব (রহ.)-এর বন্ধু ছিলেন। ফলে আমি মাঝে মাঝে রাতে ইমাম সাহেবের কাছে শুয়ে থাকতাম। তখন আমি দেখেছি আবু হানিফা (রহ.) সমস্ত রাত নামাযে মশগুল রয়েছেন। আমি চাঁটাইয়ের ওপর তাঁর চোখের পানি পড়ার শব্দ এমনভাবে শুনতাম যেন বৃষ্টি হচ্ছে। —(উকুদুল জামান)

মুমিন আল্লাহর স্মরণে না কাঁদলে কী করবে?

হযরত হামযা আ'মী (রহ.) বলেন, আমার মা আমাকে হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং আরজ করলেন, হযরত! আমি আমার এই বাচ্চাকে আপনার কাছে রেখে যেতে চাই। হতে পারে এর দ্বারা তার উপকার হবে। হামযা (রহ.) বলেন, হযরত হাসান বসরী (রহ.) অনুমতি দিয়ে দিলেন। সুতরাং আমি তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, বেটা! আখেরাতে ভালো চাইলে সব সময় ভাবিত থাক। আশা করা যায় তুমি তোমার উদ্দেশ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে। আর নির্জনে থাকাবস্থায় কান্নাকাটি কর। আশা করা যায় আল্লাহ তোমার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তোমার অশ্রু বিসর্জন দেখে দয়ার্দ্র হবেন, ফলে তুমি কামিয়াব ও সফল হতে পারবে?

হামযা (রহ.)-এর বর্ণনা, খোদ হাসান বসরী (রহ.)-এর অবস্থা এই ছিল যে, আমি যখনই তাঁর ঘরে যেতাম তাঁকে কান্নারত অবস্থায় দেখতে পেতাম। এমনিভাবে লোকদের সমাবেশে তাঁর ওপর আবেগ জারী হতে দেখতাম। কখনও নামাযের অবস্থায় তাঁর কান্নার আওয়াজ শোনা যেত। এসব অবস্থা দেখে আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না। অবশেষে একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত! আপনি এত অধিক কান্নাকাটি করেন কেন? একথা শুনে তাঁর মধ্যে কাঁপুনি এসে গেল এবং বললেন, বেটা! মুমিন না কাঁদলে করবে কী? আমার প্রিয়! এই কান্নাকাটি রহমতের দিকে আহবানকারী। এজন্য তোমার দ্বারা যদি এটা সম্ভব হয় যে তুমি সারা জীবন শুধু কাঁদতেই থাক তবে তা অবশ্যই করে

www.banglakitab.weebly.com

নাও, কারণ আল্লাহ তাআলা যখন তোমাকে এ অবস্থায় দেখবে তখন তোমার প্রতি রহমতের নজরে তাকাবেন। আর তুমি জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে।

কান্না কিভাবে আসবে ?

আহমদ ইবনে ইসহাক হাজরামী (রহ.) বলেন, আমি প্রসিদ্ধ বুযুর্গ সালেহুল মার (রহ.) থেকে এ ইরশাদ শুনেছি যে, কান্নার উপায় অনেক— (১) নিজের গুনাহসমূহের ব্যাপারে চিন্তা করা। (২) অন্তর যদি এর দ্বারা নরম হয়ে যায় তবে তো ভালো, অন্যথায় মানুষ হাশরের ময়দান ও কেয়ামতের অবস্থার কথা চিন্তা করবে,. (৩) এর দ্বারাও যদি কান্না না আসে তবে জাহান্নাম ও এর ভয়াবহ আযাবের কথা একটু চিন্তা করবে। একথা বলে হযরত সালেহ (রহ.) একটি চিৎকার মেরে বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। মজলিসে উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যেও চিৎকারের রব উঠল।

হযরত মাকহুল (রহ.) বলেন, 'যিনি যত কম গুনাহগার হবেন তার অন্তর ততই নরম হবে।'

কান্না গোপন রাখা

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে (রহ.) বলেন, আমি এমন লোকদের দেখেছি যারা তাদের কান্নাকে এমনভাবে চেপে রেখেছেন যে, ঘুমানোর সময় যদিও তিনি এবং তার বিবি এক খাটে শুয়েছেন তার চোখ দিয়ে প্রবাহিত অশ্রু দ্বারা মাথার নিচের বালিশ ভিজে গেছে, কিন্তু তার পাশে শুয়ে থাকা বিবির কোনোই খবর নেই তার কান্না সম্পর্কে। এমন লোকদেরও আমি দেখেছি যে, এক ব্যক্তি নামাযের জন্য কাতারবন্দী হতো আর তার চোখ দিয়ে অনবরত অশ্রু পড়ত অথচ তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকের কোনো অনুভূতিই নেই তার এ কান্না সম্পর্কে। অর্থাৎ এভাবে অঝোর ধারায় কান্নার পরও কোনো শব্দ বের হতো না।

ঈর্ষণীয় ভাবলেশহীনতা

প্রসিদ্ধ আবেদ বুযুর্গ হযরত জুহায়ের সুলূলী (রহ.) বলেন, 'বলআনবর' গোত্রের এক ব্যক্তি সবসময়ই কাঁদতো। একদিন তাঁর এক বন্ধু তাঁকে ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটার আবার কী কারণ যে, তুমি সর্বদা শুধু কাঁদতেই থাক। তখন ওই বুযুর্গ কান্নারত অবস্থাতেই শের দুটি পড়লেন—

بَكَيْتُ عَلَى الذُّنُوْبِ لِعَظْمِ جُرْمِيْ ✪ وَحُقَّ لِكُلِّ مَنْ يَّعْصِ الْبُكَاءُ

فَلَوْكَانَ الْبُكَاءُ يَرُدُّ هَمِّيْ ✪ لَاَسْعَدَتِ الدُّمُوْعُ مَعًا دِمَاءُ

www.banglakitab.weebly.com

অর্থাৎ আমি আমার গুনাহর কারণে মহা অপরাধের জন্য কাঁদছি, আর যিনিই আল্লাহর নাফরমান হয় তার ওপর কান্না করা জরুরী। সুতরাং যদি এ বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এ কান্না আমার সমস্যা দূর করে দিবে তবে (কান্নার মধ্যে) খুনের ফোটা চোখের অশ্রুর সঙ্গে বিসর্জন দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।'

এ শের পড়ে ওই ব্যক্তি কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে গেল আর তার বন্ধু তাকে রেখে চলে গেল।

এগুলো আল্লাহ তাআলার ওইসব মকবুল বান্দাদের কৃতিত্বের কিছু ঝলক যারা তাদের যুগে লোকদের অন্তরে রাজত্ব করতেন। যাদের চোখের ইশারায় না জানি কত লোক বিলীন হয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। বাস্তবেই যিনি আল্লাহকে ভয় করেন সারা দুনিয়া তার বাধ্য হয়ে যায়। আমাদের আকাবিরও ভয় ও ভাবনার ক্ষেত্রে অনন্য গুণের আধার ছিলেন। যদিও তারা পরিপূর্ণ ইখলাসের কারণে সাধারণত ভয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন না তবুও তাদের অন্তরাত্মা ও ভেতরের জগত সব সময় আল্লাহ ভয় ও ভাবনায় ভরপুর থাকত। তারা তাদের প্রতিটি কাজে-কর্মে আখেরাতের প্রতি নজর রাখতেন বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে। পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও তাদের ভয় ও কান্নার বহিঃপ্রকাশ এমনভাবে ঘটতো যে, শ্রোতাদের কলিজা ফেটে পড়ার উপক্রম হতো।

হযরত গাঙ্গূহী (রহ.)-এর মোবারক হাল

হযরত মাওলানা আশেক এলাহী মিরাঠী (রহ.) ইমাম রব্বানী কুতবে আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী (রহ.)-এর সম্পর্কে লিখেন, 'প্রকৃত ইলমের ফল অর্থাৎ অমুখাপেক্ষী আল্লাহর ভয় ও ভাবনা যেমন তাঁর কলবে ছিল হয়ত যুগের চোখ আর কোথাও তা প্রত্যক্ষ করেনি। কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণ করার এত ক্ষমতা ছিল যা আমার পক্ষে তুলে ধরা সম্ভব হবে না। শেষ রাতে যখন তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং হাত বেঁধে কাকুতি-মিনতি পেশ করতেন তখন তাঁর মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতো যা সাধারণত কোনো ক্ষমতাধর বাদশার সামনে তার কোনো আদনা গোলামের হয়ে থাকে। অনবরত কাঁদতে থাকতেন। আওয়াজ পাল্টে যেত, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত, দু'চোখ দিয়ে পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতো, আর সারা শরীরে একটি কাঁপুনি সৃষ্টি হয়ে যেতো, বাদশার ফরমান অর্থাৎ কুরআনে পাকের আয়াত পাঠ করতেন আর অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতো, কখনো থেমে যেতেন, আবার শুরু করতেন। কখনো এমন হতো যে, একই আয়াত বারবার পুনরাবৃত্তি করতে করতে সারা রাত কেটে গেছে।' —(তাযকিরাতুর রশীদ)

www.banglakitab.weebly.com

হযরত মাদানী (রহ.)-এর রোনাজারী

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) যদিও অত্যন্ত কর্মব্যস্ত ছিলেন, সারা দিন দরস, তাদরীস, দাওয়াত এবং দেশ ও জাতির বিভিন্ন কাজে কাটাতেন তবুও তাহাজ্জুদের প্রতি এত পাবন্দ ছিলেন যে, সফর ও মুকীম কোনো অবস্থাতেই তাতে বিঘ্ন ঘটতো না। আর তাহাজ্জুদের মুহূর্তে তাঁর মধ্যে কান্না ও রোনাজারী এমনভাবে প্রবল হয়ে যেতো যা কোনো ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানী (রহ.) 'আববিতি' এর মধ্যে লিখেছেন, 'আমি আমাদের আকাবিরের মধ্যে আমার পিতা ও মাদানী (রহ.) কে শেষ রাতে অনেক শব্দ করে কাঁদতে শুনেছি। অনেক সময় ওই আকাবিরের কান্নায় আমার মতো লোকের চোখও খুলে যেতো, যার চোখ ঘুমানোর পর খোলাটা খুবই মুশকিলের ব্যাপার। হযরত মাদানী (রহ.) দুআগুলো হিন্দিতে পড়তেন, আর আমি হিন্দির সঙ্গে পুরোপুরি পরিচিত ছিলাম না। এজন্য কী বলছেন তা খুব একটা বুঝতাম না। কিন্তু কান্নার দৃশ্য আজও কান ও দিলে রেখাপাত করে আছে। দৃশ্যটি ছিল এমন যেন কোনো বাচ্চা পেটে থেকেই চিৎকার করে কাঁদছে।'

ফেদায়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা সাইয়েদ আসআদ মাদানী (রহ.) হযরত শায়খুল ইসলাম (রহ.) সম্পর্কে বলেন, 'তিনি শেষ রাতে নিজের কামরায় তাশরীফ নিয়ে তাহাজ্জুদে মগ্ন হয়ে যেতেন। আমি যদি কখনও কোনো কারণে ওই সময় তাঁর কামরায় যেতাম অধিকাংশ সময়ই তাঁকে উচ্চ আওয়াজে কাঁদতে দেখতাম। পাশেই তোয়ালে রাখা থাকত। আর তা এত ভিজে যেত যে, মনে হতো এটি কেউ এইমাত্র ধুয়ে এনেছে।' —(বিস্ময়কর ঘটনাবলী)

হযরত মুফতী শফী (রহ.)-এর একটি মূল্যবান বাণী

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.) বলতেন, যেহেতু ইলমে হাকিকীর আলামত হচ্ছে خَشْيَةُ اللّٰه বা আল্লাহর ভয় এজন্য প্রত্যেক আলেম অথবা তালিবুল ইলমকে বারবার পর্যালোচনা করা দরকার যে, তার মধ্যে এ গুণ অর্জিত হয়েছে কি-না? তিনি উদাহরণ দিয়ে বলতেন, যখন কোনো মুসাফির রেলগাড়িতে আরোহন করে গন্তব্যের পথে রওয়ানা করে তখন সে বারবার জানালার ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে দেখে যে, সে এখন কোন স্টেশনে এসে পৌঁছেছে? ওই স্টেশন যদি তার গন্তব্যপথের কোনো স্টেশন হয় তবে তিনি

www.banglakitab.weebly.com

অনুমান করে নেন নিজের স্টেশন আর কতদূর আছে। আর যদি স্টেশন এমন অপরিচিত হয় যা তার গন্তব্যপথের কোনো স্টেশন নয় তবে সে বুঝে নেয় গাড়ি অন্য কোনো পথে চলে যাচ্ছে, সে ঘাবড়িয়ে দ্রুত গাড়ি বন্ধ করার চিন্তা করতে থাকে।

এমনিভাবে ইলমের মুসাফিরকে বারবার দিলের জানালায় তাকিয়ে পর্যালোচনা করা দরকার যে, اللّٰه خَشْيَةُ তথা খাওফে খোদার স্টেশন এসেছে কি-না? যদি সে স্টেশনের কোনো ইঙ্গিত জানা যায় তবে সফর সঠিক পথেই হচ্ছে। কিন্তু যদি খোদাভীতি, তাওয়াজু, আল্লাহর প্রতি আসক্তি এবং ইত্তেবায়ে সুন্নতের পরিবর্তে নিশ্চিন্ততা, অহংকার, ধন-সম্পদ ও পদের লোভ এবং প্রবৃত্তিপূজার স্টেশনের দিকে চলতে থাকে তবে বুঝে নিতে হবে মানুষ কোনো ভুল গাড়িতে চড়ে বসেছে। আর এ গাড়ি তাকে ইলমের ওই মনজিল পর্যন্ত পৌছাতে পারবে না যা আল্লাহ ও তার রাসূলের উদ্দেশ্য।'

—(মেরে ওয়ালিদ মেরে শায়খ)

একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসনূন দুআ

এজন্যই নবী করীম (সা.) উম্মতকে এ দুআ শিক্ষা দিয়েছেন—

اَللّٰهُمَّ اَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تَهُوْنُ بِهٖ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا.

'হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার ভয় এই পরিমাণ নসীব কর যার ফলে তুমি আমাদের এবং তোমার নাফরমান বান্দাদের মধ্যে পর্দা হয়ে যাবে। আর আমাদেরকে তোমার আনুগত্য এই পরিমাণ দান কর যার কারণে তুমি আমাদেরকে জান্নাতে পৌছে দিবে। আর এই পরিমাণ বিশ্বাস দান কর যার কারণে তুমি আমাকে দুনিয়ার মসিবত সহ্য করা সহজ করে দিবে। আমীন।'

দুআটি এমন যার অর্থের প্রতি তাকিয়ে আমাদেরকে বারবার এ দুআ পাঠ করা দরকার। আল্লাহ তাআলা দুআটি আমাদের সবার জন্য কবুল করুন। আমীন।

www.banglakitab.weebly.com

নবম অধ্যায়

ওলামায়ে কেরামের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়

প্রসিদ্ধ লেখক ইমাম আবু ওমর ইউসুফ বিন আব্দুল বার কুরতুবী উন্ধলূসীর (মৃত্যু-৪৬৩ হি.) ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব এবং ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত কিতাব 'جامع بيان العلم وفضله' একটি পূর্ণাঙ্গ ও গুরুত্বপূর্ণ সংকলন হিসেবে বিবেচিত। পরবর্তী সময়ে বৈরুতের (লেবানন) বিখ্যাত আলেম শায়খ আহমদ ইবনে আমরুল মিহমিসানী (মৃত্যু-১৩৪৯ হি.) এই বিশাল কিতাবটি সংক্ষিপ্ত রূপদানের কাজ আঞ্জাম দেন। তিনি অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্য বিষয়াবলি ফেলে দিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারের উপকারী একটি সংকলনের রূপ দেন। গুরুত্বপূর্ণ সেই সংকলনটি এ অধমেরও মুতালাআ করার সুযোগ হয়েছে। সে সময় উক্ত কিতাবের কিছু উপকারী বিষয় আমি নোট করে রেখেছিলাম। বুঝার সহজের জন্য শিরোনাম লাগিয়েছি এবং কোথাও কোথাও কিছুটা বিশ্লেষণ করেছি। আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী এর দ্বারা পাঠকের বিশেষ উপকার হবে। বিষয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো। [সংকলক]

ইলমের সারসংক্ষেপ

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (রহ.) বলেন, হযরত জাফর সাদেক (রহ.) বলেছেন, মানুষের ইলমের সারমর্ম চারটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ (১) মানুষ তাদের পালনকর্তার পরিচয় লাভ করবে (২) মানুষ ভালোভাবে জ্ঞাত হবে যে, মহান প্রভু তাদের সঙ্গে কী কী করুণা ও দয়ার আচরণ করেছেন। (৩) মানুষ জেনে নিবে তাদের প্রভু তাদের কাছে কী চান? (৪) জেনে নিবে তারা কোন আচরণ ও কর্মের দ্বারা তাদের প্রভুর নাফরমানী থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে?

সারকথা হলো, যে ইলম উল্লিখিত চারটি বিষয়ের প্রতি মানুষকে পরিচালিত করবে, সেগুলো পালনের প্রতি আসক্ত করবে, সে ইলমই প্রকৃতপক্ষে উপকারী। আর যে ইলমের মধ্যে এসব বিষয়ের কোনো বালাই থাকবে না সে ইলমকে ইলম বলার যোগ্যতা রাখে না।

www.banglakitab.weebly.com

ইলম কিভাবে অর্জিত হবে?

ইমাম মালেক (রহ.) বলতেন, এই ইলম ওই সময় পর্যন্ত কারো অর্জিত হবে না যতক্ষণ না সে সামান্য হলেও ভুখা ও দরিদ্রতার স্বাদ অনুভব করবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন সম্পদের স্বচ্ছলতা ও সম্মানের সঙ্গে হাসিল করবে সে কখনও কামিয়াব হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অসম্মান, অপদস্ততা ও দারিদ্রের পাশাপাশি ইলমের সম্মানের সঙ্গে তা হাসিল করবে সে-ই কামিয়াব হবে। অভিজ্ঞতাও একথা বলে যে, আরাম আয়েশ ও স্বাচ্ছন্দের মধ্যে ইলমে দ্বীন হাসিলকারী তোলাবারা সাধারণত ইলমের উষ্ণতা অনুভব করতে পারে না। কারণ সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দের ব্যাপকতার কারণে ইলমের চেয়ে আরাম-আয়েশের দিকে নজর থাকে বেশি। এজন্য সম্পদশালী ঘরের তালিবুল ইলমের অভিভাবকদের জন্য উচিত হলো তারা যেন নিজের সন্তানদেরকে হাত খরচের অতিরিক্ত কোনো অর্থ না দেন।

সবর, যুহদ ও তাওয়াযুর হাকীকত

ইবরাহীম ইবনে আশআস (রহ.) বলেন, আমি প্রখ্যাত আরেফ বিল্লাহ হযরত ফুয়ায়েল বিন আয়ায (রহ.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, মসিবতের সময় সবরের উদ্দেশ্য কী? তিনি জবাব দিলেন, 'সবরের মর্মার্থ হচ্ছে এই মসিবতের কথা কারো কাছে বর্ণনা না করা।' এরপর আমি যুহদ এর মর্মার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, 'যুহদ হলো অল্পেতুষ্টির নাম। এটাই প্রকৃত সাচ্ছন্দ।' এরপর আমি খোদাভীতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, গুনাহ ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া বা খোদাভীতি।' এমনিভাবে আমি যখন তাওয়াযু এর ব্যাপারে জানতে চাইলাম তখন তিনি বললেন, 'তাওয়াযু হচ্ছে তোমরা হক সামনে আসার পর তা মাথা পেতে মেনে নিবে, ওই হক কথার কথক লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জাহেলই হোক না কেন। (অর্থাৎ এটা দেখো না যে, কে বলছে? বরং তার বলা কথার প্রতি নজর দাও। যদি তা হক হয়ে থাকে তবে তা কবুল করে নিতে কোনো দ্বিধাগ্রস্ত না হওয়া এটাই তাওয়াযু)

তিনটি নসিহত

হযরত আব্বাস (রা.) তাঁর ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কে নসিহত করতে গিয়ে বলেন, হে বৎস! লোক দেখানো, তাদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হওয়া কিংবা গর্ববোধ ও প্রতিযোগিতা করার জন্য কখনও ইলম শিখো না। আর

www.banglakitab.weebly.com

তিনটি কারণে ইলম হাসিলে কখনও অলসতা বা ত্রুটি করো না (১) অজ্ঞ থাকার উৎসাহ (২) ইলমের প্রতি অনাসক্তি (৩) ইলম শেখার দ্বারা লজ্জাবোধ হওয়া।

অর্থাৎ উল্লিখিত তিনটি কারণে কখনও ইলম হাসিল করা ছেড়ে দিও না।

ইলমের সঙ্গে হিলমের গুরুত্ব

হযরত মাআয ইবনে জাবাল (রা.)-এর বর্ণনা, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা পর্যাপ্ততা থেকে কম কোনো জিনিস সৃষ্টি করেননি। আর লোকদের মধ্যে হিলম বা গাম্ভীর্যতার গুণ কম দান করেছেন। কোনো জিনিসই অন্য জিনিসের সঙ্গে মিলে এত সৌন্দর্যময় হয় না ইলমের সঙ্গে হিলম মিলে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়।

অর্থাৎ যার মধ্যে ইলমের পূর্ণতার পাশাপাশি গাম্ভীর্য ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে বেঁচে থাকার গুণও পাওয়া যায় তার ইজ্জত ও শরাফতের মধ্যে কয়েক গুণ সমৃদ্ধি ঘটে।

কামেল আলেমের তিন পরিচয়

ওলামায়ে কেরাম থেকে এ বিষয়টি বর্ণিত যে, কোনো ব্যক্তি ওই সময় পর্যন্ত প্রকৃতি অর্থে আলেম বলার যোগ্যতা অর্জন করে না যতক্ষণ না তার মধ্যে তিনটি গুণ পাওয়া যায়— (১) ইলমের দিক থেকে নিজের নিচের স্তরের লোকদেরও অবজ্ঞা করবে না। (২) নিজের থেকে ইলমে যারা বড় তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না। (৩) নিজের ইলমের জন্য কোনো মূল্যায়ন নিবে না।

লেখকসুলভ মেজাজ

আল্লামা ইববে আব্দুল বার কুরতুবী (রহ.) বলেন, ইলমের আদাব ও বরকতসমূহের মধ্যে এটাও একটা যে, প্রত্যেকের মধ্যে লেখকসুলভ মেজাজ থাকবে। কেননা যিনি লেখক হন না তিনি নিজেও বুঝেন না আর অন্যদেরও বুঝাতে সক্ষম হন না।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওয়াকেদী (রহ.) বলেন, আমি স্বয়ং ইমাম মালেক (রহ.)-এর থেকে শুনেছি 'যখন আব্বাসী খলীফা আবু জাফর মনসুর হজ্জের জন্য আসলেন তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আমার ইচ্ছা হলো আমি আপনার সংকলন 'মুতার,' অনুলিপি তৈরি করে একটি করে অনুলিপি আলমে ইসলামের বড় বড় শহরে পাঠিয়ে দিব। আর সেখানকার লোকদেরকে

www.banglakitab.weebly.com

উদ্বুদ্ধ করা হবে তারা যেন তাদের প্রতিটি বিষয়ে এ কিতাবের অনুসরণ করে। আর এর বিপরীত যে মত ও বক্তব্য তা যেন পরিহার করে। কারণ এ কিতাবের সব কথা মদীনাবাসী থেকে বর্ণিত যা অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য।

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, এ আবেদনের প্রেক্ষিতে আমি জবাব দেই আমিরুল মুমিনীন! কখনো এ ধরনের ইচ্ছা পোষণ করবেন না। কারণ বিভিন্ন এলাকায় সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনের বাণী ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে। সেসব এলাকার লোক দীর্ঘদিন যাবত এর ওপর আমল করে আসছে। এখন তাদেরকে নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস থেকে সরানো অনেক কঠিন হবে। এজন্য লোকদেরকে তাদের নিজেদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিন। তারা যে মতের ওপর আমল করছিল তাতে আমল করতে দিন।' একথা শুনে খলীফা মনসুর বললেন, আল্লাহর কসম! যদি আপনি আমার প্রস্তাব মেনে নিতেন তবে আমি তা বাস্তবায়ন করে দিতাম। এ ঘটনার দ্বারা ইমাম মালেক (রহ.)-এর ন্যায়নিষ্ঠতার উজ্জ্বল প্রমাণ মিলে।

বিতর্ক থেকে বিরত থাকা

ইমাম মালেক (রহ.)-এর উক্তি আছে, 'বিতর্কের দ্বারা অন্তর কঠোর হয়ে যায় আর এর দ্বারা হিংসা লালিত হয়।' অর্থাৎ অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত হওয়া এবং এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকা উচিত। যে কথা সত্য মনে করবে তা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করে দিবে কিন্তু তা নিয়ে অহেতুক বিবাদ-বিতর্কে জড়াবে না।

চার কাজের প্রতি অনাসক্তি উচিত নয়

ওলামায়ে কেরামের উক্তি আছে, চার কাজে কোনো ভদ্র মানুষ অসম্মানবোধ করে না। (১) নিজের পিতার সম্মানে নিজের জন্য নির্ধারিত স্থান থেকে দাঁড়িয়ে যাওয়া, (২) নিজের মেহমানের খেদমত করা, (৩) নিজের বাহন (ঘোড়া ইত্যাদি) দেখাশুনা করা, যদিও এর জন্য নির্দিষ্ট লোক থাকে, (৪) নিজের উস্তাদের খেদমত করা, যেন তার থেকে ইলম হাসিল করতে পারে।

হযরত আবু দারদা (রা.)-এর হিকমতপূর্ণ বাণী

রেজা বিন হায়ওয়া বলেন, হযরত আবু দারদা (রা.) ইরশাদ করেছেন, ইলম তো শেখার দ্বারাই আসে আর তা হিকমত দ্বারা মশক করতে হয়। আর যিনি উত্তম ও মঙ্গলের প্রত্যাশী হয় তিনি মঙ্গলপ্রাপ্ত হন, যিনি মন্দ থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন তিনি মন্দ থেকে বাঁচতে সক্ষম হন।

www.banglakitab.weebly.com

জাহেলের আলামত তিনটি

হযরত আবু দারদা (রা.) বলেন, জেহালত বা মূর্খতার আলামত তিনটি— (১) নিজে নিজেকে ভালো মনে করা, (২) অনর্থক কথাবার্তা বলা, (৩) নিজের কৃত নসিহতের ওপর নিজেই আমল না করা।

অর্থাৎ যার মধ্যে উল্লিখিত তিনটি বিষয় পাওয়া যাবে তাকে আলেম বলা হলেও সে মূর্খতার মধ্যে পতিত।

পদমর্যাদার লোভের ক্ষতিকর দিক

হযরত ফুয়াইল বিন আয়ায (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তিই পদমর্যাদার লোভে আক্রান্ত হবে সে নিশ্চিতভাবে নিম্নবর্ণিত ক্ষতির সম্মুখীন হবে, (১) সমকালীন ও সমপর্যায়ের লোকদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করবে, (২) তার মধ্যে একগুয়েমী ও হঠকারিতার প্রবণতা প্রবলভাবে ধরা পড়বে, (৩) সব সময় অন্যের দোষত্রুটি তালাশ করতে থাকবে, (৪) তার সামনে যখন কারো প্রশংসা করা হবে তখন সে তা আন্তরিকভাবে পছন্দ করবে না।

হযরত আলী (রা.) একবার মসজিদের বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। ভক্তবৃন্দেরা তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগল। এটা দেখে হযরত আলী (রা.) লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন এই শান দেখে কি কারো অন্তর সুস্থ থাকতে পারে? এরপর বললেন, নিজের পেছনে জুতার কটকট শব্দ শোনা বেকুব লোকদের অন্তর নষ্ট করে দেয়ার কারণ।' (অর্থাৎ এ শান ও মর্যাদা দেখে আহম্মক লোক নিজেকে বড় মনে করতে থাকে। অথচ এটা বড়ত্বের দলীল নয়।)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ইরশাদ করেন, কারো পেছনে চলা সামনের ব্যক্তির জন্য ফাসাদের কারণ এবং পেছনের ব্যক্তির জন্য জিল্লতির কারণ।

সম্মানের উপযোগী ব্যক্তিবর্গ

হযরত আইয়ূব কারিয়া (রহ.) বলেন, সম্মান ও মর্যাদা পাবার যোগ্য তিন ধরনের লোক। (১) ওলামায়ে কেরাম, (২) বন্ধু-বান্ধব, (৩) নেতৃবৃন্দ। সুতরাং যে ব্যক্তি ওলামায়ে কেরামকে অসম্মান করবে সে তার দ্বীনকে বরবাদ করে দিবে। যিনি তার বন্ধু-বান্ধবকে অসম্মান করবে সে তার আখলাক থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। যিনি সমকালীন শাসককে অসম্মান করবে সে তার দুনিয়াকে বরবাদ করে দিল। বুদ্ধিমান ওই ব্যক্তি যিনি নিজের কোনো কিছুই বিকৃত হতে দেন না।

www.banglakitab.weebly.com

ইলমের প্রাণ সওয়াল-জওয়াবের মধ্যে

দাউদ বিন জারাহ (রহ.) বলেন, হযরত সুফিয়ান সাওরী একবার আসকালান তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তিনদিন অবস্থান করলেন। এসময় কেউ তার কাছে কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করেনি। তিনি তাঁর খাদেমকে বললেন, আমার জন্য একটি সওয়ারী ভাড়া কর, আমি এখান থেকে চলে যেতে চাচ্ছি। কারণ এটা এমন এক শহর যেখানে অবস্থান করলে ইলমের জানাজা তৈরি হয়ে যাবে। (অর্থাৎ যখন কোনো মাসআলা জিজ্ঞেসকারীই থাকবে না তখন ইলমী পরিবেশ বাকী থাকবে কিভাবে?)

দু'স্তরে সংশোধনের মূল ভিত্তি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের দুটি শ্রেণী যদি সংশোধন হয়ে যায় তবে পুরো উম্মত সংশোধন হয়ে যাবে। (১) ওলামায়ে কেরাম, (২) নেতৃবৃন্দ ও শাসকবর্গ। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, ওলামায়ে কেরামের উদাহরণ হলো লবণের মতো। কোনো জিনিস যদি বিকৃত হয়ে যায় তবে লবণ দিয়ে তা ঠিক করতে হয়। যদি লবণই নষ্ট হয় তবে তা সশোধনের কোনো উপায় থাকে না। জানা গেল, উম্মতের সংশোধনের জন্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রথমত সংশোধন হয়ে যাওয়া অতি প্রয়োজন। এ ছাড়া সাধারণত সংশোধনের কোনো আশা করা যায় না।

আলেমসুলভ মর্যাদা বজায় রাখার গুরুত্ব

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, যদি আলেম তার ইলমের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখে তবে সারা দুনিয়ার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তাদের নসীব হবে। কিন্তু তারা যদি পার্থিব ধন-সম্পদ হাসিলের জন্য নিজেদের ইলমের ব্যবহার করে তবে দুনিয়াবাসীর দৃষ্টিতে তাদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যদি উলূমে নবুওয়াতের ধার করা ইলমের চাহিদা পূরণ করে তবে তারা আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতাকুল এবং নেক লোকদের প্রিয় হয়ে ওঠে। মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি সুধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। কিন্তু (পরিতাপের বিষয় হলো) ওই ওলামায়ে কেরাম নিজেদের ইলম দ্বারা দুনিয়া অন্বেষণ করে। যার ফলে তারা শুধু আল্লাহর দৃষ্টিতেই অপছন্দনীয় নয় বরং মানুষের অন্তর থেকেও পড়ে যায়।

www.banglakitab.weebly.com

অভিজ্ঞতা দ্বারাও একথা প্রমাণিত, ওই আলেমকেই সম্মানযোগ্য মনে করা হয় যিনি তার ইলমী মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখেন এবং নিজের দ্বীনী পদমর্যাদাকে বস্তুগত প্রভাব দ্বারা কলুষিত হতে দেন না।

গোপন প্রবৃত্তি কী?

ইয়াজিদ ইবনে হাবীব (রহ.) বলেন, নবী করীম (সা.)কে প্রশ্ন করা হলো—'গোপন প্রবৃত্তি' কী জিনিস? রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন, গোপন প্রবৃত্তি হচ্ছে কেউ অন্যকে ইলম শেখায় আর এ আশা পোষণ করে যে, মানুষেরা (অধিক হারে) তার মজলিসে এসে উপকৃত হবে।

সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (রহ.) বলেন, গোপন প্রবৃত্তি অন্যদের প্রশংসার প্রত্যাশী হবে। অনেক লোকের অভ্যাস এমন আছে যে, কোথাও বক্তৃতা ও ওয়াজের জন্য গেলে পরবর্তীতে একথা শোনার জন্য আকাঙ্ক্ষিত থাকে যে, বয়ান কেমন হলো? কেউ যদি তার এ মনোভাবে সায় দেয় (অর্থাৎ প্রশংসা করে) তবে সে ফুলে ফেপে একাকার হয়ে যায়। এমন লোকদেরকে উল্লিখিত ইরশাদ বার বার পড়ে নিজের বিষয়ে পর্যালোচনা করা দরকার।

গুনাহ ভুলিয়ে দেয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমার অভিমত হলো গুনাহের কারণে আলেমের মস্তিষ্ক থেকে ইলমের কথা ভুলিয়ে দেয়া হয়। (অর্থাৎ গুনাহ ইলম ভুলে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর অভিজ্ঞতা দ্বারা এ বিষয়টি সম্পূর্ণ প্রমাণিত।)

দু'আ কবুল হয় না কেন?

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)কে কেউ জিজ্ঞেস করল-আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (তোমরা আমার কাছে চাও, আমি তোমাদের আবেদন কবুল করব) তা সত্ত্বেও কেন আমরা দুআ করি কিন্তু আমাদের সে দুআসমূহ কবুল হয় না? তিনি জবাব দিলেন, পাঁচটি কারণে তোমাদের দুআসমূহ কবুল হয় না—(১) তোমরা আল্লাহর পরিচয় লাভের পরও তার হক আদায় কর না। (২) কুরআন পড় কিন্তু এর হেদায়াতের ওপর আমল কর না। (৩) মহব্বতে রাসূলের দাবী কর কিন্তু নবীদের সুন্নতের পরিত্যাগকারী হও (৪) এমনিতে তো তোমরা অনেক মন্দ বলে থাক কিন্তু (যখন সুযোগ আসে তখন শরীয়াতের পরিপন্থী বিষয়ে) তার অনুসরণ কর। (৫) আর পঞ্চম বিষয়

www.banglakitab.weebly.com

হচ্ছে, তোমাদের দোষত্রুটি তোমাদের নজরে ভাসে না। অথচ অন্যের দোষের পেছনে সর্বদা গেলে থাক।

আলেমদের প্রতি হযরত আলী (রা.)-এর নসিহত

হযরত আলী (রা.) বলেন, হে উলূমে নবুওয়াতের ধারক! নিজেদের ইলমের ওপর আমল কর। কারণ প্রকৃত আলেম ওই ব্যক্তি যিনি ইলম অনুযায়ী আমল করেন। অচিরেই এমন লোকের আবির্ভাব হবে তাদেরকে যদিও আলেম বলা হবে কিন্তু ইলম তাদের গলার নিচে যাবে না। তাদের বাহ্যিক জীবন আভ্যন্তরীণ জীবনের পরিপন্থী হবে। তাদের ইলম ও আমলের মধ্যে বৈপরীত্ব থাকবে। তারা মজলিস করে বসে একে অন্যের সঙ্গে গর্ব ও অহংকার করবে। (কার সঙ্গে কতজন লোক সম্পৃক্ত) এমনকি তাদের কেউ কেউ এজন্য অসন্তুষ্ট হবে যে, যারা তাদের মজলিসে বসে তারা কেন অন্যের মজলিসেও যায়। তারাই ওই লোক যাদের আমল আল্লাহ্ তাআলা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে না।

এই ইরশাদের সারকথা হলো, ওলামায়ে কেরাম নিজেদের ভক্ত-অনুরাগী বাড়ানোর চিন্তা করার পরিবর্তে নিজের আমলের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিবে এবং আগ্রহের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করবে।

আমলহীন ওয়াজ প্রভাবক নয়

মালেক ইবনে দিনার (রা.) বলেন, আলেম যদি তার কৃত নসিহতের ওপর আমলকারী না হয় তবে তার নসিহত লোকদের অন্তর দিয়ে এমনভাবে গড়িয়ে যায় যেমন পাথরের উপর দিয়ে বৃষ্টি গড়িয়ে যায়? (অর্থাৎ আমলহীন ওয়াজে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না।)

দিল থেকে নির্গত হলে দিলে গিয়ে বসে

হযরত সওয়ার (রহ.) বলেন, অন্তরের গভীর থেকে নির্গত কথা মানুষের অন্তরে গিয়ে সুদৃঢ়ভাবে বসে। আর মুখ থেকে নির্গত কথা দিলের ওপর দিয়ে বয়ে যায়।

আলেমের জন্য আমল জরুরী

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, যিনি লোকদের ওপর ইলমের দিক থেকে প্রাধান্য রাখে তার জন্য উচিত হলো আমলের দিক থেকেও সবার থেকে অগ্রগামী হওয়া।

www.banglakitab.weebly.com

দুনিয়াদার আলেম দ্বারা উম্মতের কোনো ফায়দা হয় না

সুফিয়ান সওরী (রহ.)-এর উক্তি আছে, আলেমরা এ উম্মতের ডাক্তার। আর উম্মতের ব্যাধি হলো ধন-সম্পদ। সুতরাং যদি স্বয়ং আলেমই (অন্যায়ভাবে) ধন-সম্পদ আহরণে লেগে যায় তবে অন্যের চিকিৎসা করবে কিভাবে?

হালাল উপার্জনের চিন্তা

হযরত আবু দারদা (রা.) বলেন, মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হলো, সে তার জীবন-জীবিকা স্বাচ্ছন্দময় করার প্রতি মনোযোগী হবে। (অর্থাৎ হালাল উপায়ে আয়-রোজগার করবে যেন নিজের ওপর ওয়াজিব হকসমূহ আদায় করা এবং দ্বীনী দায়িত্বসমূহ আঞ্জাম দিতে ওই ধন-সম্পদ তাকে সহায়তা করে।)

ইবনে আউন (রহ.)-এর পছন্দনীয় বিষয়সমূহ

ইবনে আউন (রহ.) বলতেন, আমি আমার নিজের জন্য এবং আমার প্রিয়জনের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করি—(১) কুরআনুল কারীম যাতে চিন্তা ও গবেষণা করার দ্বারা এমন সব ইলম অর্জন করবে যা তার পূর্বে জানা ছিল না। (২) নবী রাসূলদের সুন্নত যার অন্বেষণ অব্যাহত রাখবে এবং এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করবে। (৩) ভালো বিষয় ছাড়া লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করবে না।

আল্লাহর পরিচয় লাভকারী ব্যক্তির প্রতি অন্তর আসক্ত হয়

হাসসান ইবনে আতিয়া (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর মারেফাতের দিকে যত অগ্রসর হয় ততই লোকেরা তাদের নিকটবর্তী হয়। মারেফাত লাভকারী এমন বুযুর্গদের ফায়েয চারদিকে ছড়িয়ে যায়। স্বতস্ফূর্তভাবে লোকেরা তার দিকে আসতে থাকে।

ফতোয়ায় দ্রুততা স্বল্প ইলমের দলীল

হযরত আইয়ূব সাখতিয়ানী (রহ.) বলতেন, ফতোয়া দেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দ্রুততা করে ওই ব্যক্তি যিনি লোকদের মধ্যে কম ইলমধারী। আর ফতোয়ায় সবচেয়ে বেশি সতর্কতা পোষণ করে ওই ব্যক্তি যিনি ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ সম্পর্কে বেশি অবগত।

www.banglakitab.weebly.com

কেউই দোষমুক্ত নয়

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়য়াব (রহ.) বলেন, দুনিয়াতে এমন কোনো আলেম বা ভদ্রলোক নেই যার মধ্যে কোনো না কোনো দোষ নেই। কিন্তু কথা হলো, যার মধ্যে গুণ হয় দোষের তুলনায় অধিক তার দোষসমূহ ভালো গুণের আড়ালে ঢেকে যায়। পক্ষান্তরে যার মধ্যে দোষ বেশি হয় তার ভালো গুণসমূহ দোষের আড়ালে ঢেকে যায়।

বাস্তবেই এ ইরশাদ সঠিক। কোনো ব্যক্তি এ দাবি করতে পারবে না যে, সে সব ধরনের দোষ থেকে পবিত্র। যে এ দাবি করবে সে সত্য নয় বরং ধোঁকায় পতিত। তবে এ চেষ্টা অব্যাহত থাকতে হবে যে, আমাদের দোষগুলো যেন গুণের ওপর প্রাধান্য না পায়। এজন্য নিজের বিষয়ে পর্যালোচনা করা দরকার এবং আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করা উচিত। ইনশাআল্লাহ! উদ্দেশ্য হাসিলে সফল হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর অভিজ্ঞতালব্ধ তিনটি কথা

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, যিনি অখ্যাত ও দুর্লভ হাদীসের সন্ধানে থাকবে তার জবান দিয়ে মিথ্যা অবশ্যই বেরিয়ে আসবে। আর তিনি দ্বীনকে ইলমে কালাম দ্বারা বোঝার চেষ্টা করবে তার আকীদা নষ্ট হয়ে যাবে। যে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ বিষয় বলার পেছনে আকৃষ্ট হবে সে দারিদ্র্য ও সহায়হীন হয়ে যাবে।

সব জিজ্ঞাসার জবাব দিতে নেই

ইমাম মালেক (রহ.) বলতেন, মানুষের থেকে ইলম চলে যাওয়ার একটি নিদর্শন হলো, সে প্রত্যেক বিষয়ে কথা বলা বা নিজের রায় ব্যক্ত করার পেছনে পড়বে না। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী (রহ.) বলেন, আমরা একবার ইমাম মালেক (রহ.)-এর খেদমতে হাজির ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে আরজ করল, আমি ছয় মাসের রাস্তা সফর করে একটি মাসআলা জানতে এসেছি, আমাকে আমার মহল্লাবাসী অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করে এখানে পাঠিয়েছে।

ইমাম মালেক (রহ.) বললেন, তুমি যা জিজ্ঞেস করতে চাও কর। সুতরাং ওই ব্যক্তি তার মাসআলা পেশ করল। তার মাসআলা শুনে ইমাম মালিক (রহ.) স্বাভাবিকভাবে জবাব দিলেন, 'এ মাসআলার জবাব আমার জানা নেই।' ইমাম মালেক (রহ.) কর্তৃক এ মাসালার ব্যাপারে অজ্ঞতার কথা শুনে ওই ব্যক্তি হতবাক ও বিস্মিত হলো। কারণ সে তো একথা জেনেই এসেছিল যে, এখানে

www.banglakitab.weebly.com

সব ধরনের ইলম পাওয়া যাবে। এজন্য ওই ব্যক্তি আফসোস প্রকাশ করে বলল, হযরত! আমি যখন আমার মহল্লায় পৌঁছব তখন তাদেরকে কী বলব? ইমাম মালেক (রহ.) বললেন, গিয়ে বলবে ইমাম মালেক (রহ.)-এর এ মাসআলা ভালোভাবে জানা নেই।

ধারাবাহিক মুতালাআ দ্বারা স্মরণশক্তি সতেজ হয়

আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য কী তদবীর করা উচিত? তিনি জবাব দিলেন কিতাবের মুতালাআ অব্যাহত রাখবে (এতে স্মরণশক্তি মজবুত হবে।)

সুতরাং যে আলেম তার ইলম সংরক্ষিত রাখতে চায় তাকে মুতালাআ ও মুযাকারা নিয়মিতভাবে করা উচিত। এ ছাড়া ইলম সংরক্ষিত রাখতে পারবে না। ইলমী কোনো কথাও মস্তিষ্কে ধারণ করে রাখতে পারবে না। যদি কিতাবের মুতালাআর অভ্যাস চলে যায় তবে মস্তিষ্কে সংরক্ষিত ইলমও আস্তে আস্তে বিদায় হয়ে যাবে।

আলেমদের জন্য কিছু মূল্যবান নসিহত

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর সিনাকে আল্লাহ তাআলা হিকমত ও মারেফাত দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছিলেন। তাঁর মুখ থেকে নির্গত কথাগুলো অনাগত প্রজন্মের জন্য নূরের মিনার ও হিদায়াতের আলোকবর্তিকা ছিল। যার দ্বারা হাজার হাজার আল্লাহর বান্দা উপকৃত হচ্ছে আর অব্যাহতভাবে তা হতেই থাকবে ইনশাআল্লাহ। হযরত হাকীমুল উম্মত (রহ.)-এর মোতিসদৃশ ফায়দাজনক কথাগুলো হাজারো কিতাব, চিঠিপত্র, বক্তৃতা ও বয়ান সংকলনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

আল্লাহ তাআলা দারুল উলূম নদওয়াতুল ওলামার উস্তাদ মুফতী মুহাম্মদ যায়েদ মাজাহেরী নদভীকে উত্তম বদলা দান করুক, তিনি হযরত হাকীমুল উম্মতের মহামূল্যবান বাণীসমূহ পৃথক পৃথক শিরোনামের কিতাব ও সংকলনে প্রকাশ করার ধারা চালু করেছেন। যার ফলে আশরাফী ফুলের সৌরভ আহরণ করা অতি সহজ হয়ে গেছে। আলেম বিশেষত দ্বীনী খেদমতে নিয়োজিত লোকদের জন্য এসব কিতাব মুতালায়া করা অনেক উপকারী। এই ধারাবাহিকতারই একটি কিতাব 'আল ইলমু ওয়াল ওলামা।' তিনি এই কিতাব থেকে হযরত থানভী (রহ.)-এর কয়েকটি মূল্যবান মালফূযাত নির্বাচন করেছেন। নিঃসন্দেহে এই মালফূযাতের এক একটি শব্দ উজ্জ্বল ও সত্যের ধারক। নিম্নে এর কিছু উল্লেখ করা হলো—

www.banglakitab.weebly.com

* আলেমদের কাজের একটি কথা বলি, দ্বীনের ওপর আমল করার বিষয়টি নির্ভর করে সলফে সালেহীনদের সম্মান ও আযমতের ওপর। এজন্য যথাসম্ভব এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন বা সমালোচনার আচড় যেন না লাগে।

* মৌলভী হওয়া কোনো খুশির কথা নয় বরং দ্বীনদার হওয়াই খুশির কথা।

* বেশি খাওয়ার দ্বারা শরীর মোটাতাজা হয় কিন্তু কলব দুর্বল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে কম খাওয়ার দ্বারা শরীর দুর্বল হয়, কিন্তু কলব মোটাতাজা ও সবল হয়।

* ইলম ও এর সঙ্গে সোহবত রাখা বড়ই প্রয়োজন। সোহবত দ্বারা জানাও যায়। আবার আমলের সঙ্গে সম্পর্কও সৃষ্টি হয়। শায়খের প্রয়োজন খুবই তীব্র, শুধু কিতাব যথেষ্ট নয়।

* মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহ.) বলতেন, পড়ার চেয়ে বেশি বুঝতে হবে। এক ব্যক্তি শুধু পড়ে আরেকজন বুঝে, উভয়ের মাঝে অনেক ব্যবধান। বুঝার যোগ্যতা সৃষ্টি হয় সোহবত দ্বারা।

* ওলামায়ে কেরামের সব সময় গরীব থাকাই শ্রেয়। যে জাতি ও ধর্মের আলেম ধনী হয়েছে সে মাযহাব ধ্বংস হয়ে গেছে।

* মানুষ যদি অল্পেতুষ্টির গুণ অর্জন করে এবং প্রয়োজনীয় সামানে সন্তুষ্ট থাকে. তবে সে অল্প আয় দ্বারাও চলতে পারে এবং নিজের ওপর অর্পিত দায়-দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে সক্ষম হয়।

* আলেমদের জন্য দুটি জিনিস খুবই দোষের। লোভ ও অহংকার। আলেমদের মধ্যে এ দুটি অভ্যাস থাকা উচিত নয়।

* কাগজ-কলম সব সময় পকেটে থাকা চাই। যখন যে বিষয় মাথায় আসবে তখন তা ইঙ্গিতে লিখে রাখবে। পরবর্তী সময়ে তা বিন্যস্ত আকারে সাজাবে। আমার পকেটে সব সময় কাগজ-কলম থাকে। অন্যথায় অনেক বিষয় মাথায় আসে কিন্তু পরে তা আর সংরক্ষিত হয় না।

* ইমাম মালেক (রহ.)-এর খেদমতে এক বুযুর্গ লিখল, আমরা শুনেছি আপনি নাকি দামী কাপড় পরিধান করেন। বুযুর্গদের শান কি এটা? হাদীস তাঁর আয়ত্তে ছিল, যদি চাইতেন তবে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে বললেন, نَعَمْ نَفْعَلُ وَنَسْتَغْفِرُ অর্থাৎ হ্যাঁ, আমি তা করি এবং নিজেকে গুনাহগার মনে করে ক্ষমা প্রার্থনা করি।' তিনি এতে কোনো যুক্তিপ্রমাণ বা পাশ কাটানোর চেষ্টা করেননি।

www.banglakitab.weebly.com

* অধিক ব্যস্ত লোকদের জন্য শুধু মৌখিক কথার ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। বরং প্রয়োজনীয় কাজগুলো লিখে রাখা উচিত।

* নিজের সাধ্যের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব কখনো গ্রহণ করবেন না।

* অনর্থক সময় ব্যয় করা খুবই দোষের কথা। যদি আর কোনো কাজ না থাকে তবে মানুষ তার ঘরের কাজে লেগে যাবে। ঘরের কাজে লেগে যাওয়ার দ্বারা মন ব্যস্ত থাকে এবং এটা একটি ইবাদতও। কোনো আড্ডায় বসা আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়। কারো গল্পে অনেক সময় গীবতের পর্যায় এসে যায়। তা থেকে বিরত থাকা জরুরী।

* মেলামেশার মধ্যে হাজারো ক্ষতি। মানুষের সঙ্গে মিশলে হাজারো রোগের সৃষ্টি নয়। সুতরাং নিজের কাজ নিজে করে যাওয়াই উচিত।

* একজন মানুষ সবাইকে খুশি রাখবে এটা কখনও হতে পারে না। যখন সর্বাবস্থায় এ ক্ষেত্রে মন্দতা রয়েছে তখন নিজের স্বার্থকে কেন বিলীন করে দিবে। যে কাজে নিজের স্বার্থ ও আরাম দেখবে শরীয়াতের অনুমতি থাকলে তা করতে কোনো বাধা নেই। কারো ভালো-মন্দের দিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। কাউকে মন্দ বলার কল্পনাও করবে না। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সব সময় লেনদেন পরিষ্কার রাখা উচিত।

* থানভী (রহ.) বলেন, দুটি বিষয় আমার খুবই অপছন্দের (১) বক্তৃতায় লুগাত বা ভাষার আলোচনা (২) লেখায় কঠিন ভাষা ব্যবহার করা। কারণ বক্তৃতা ও লেখনি দ্বারা উদ্দেশ্য লোকদেরকে বুঝানো, আর এ পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা বিষয়টি কঠিন হয়।

* কারো ভক্ত বা অনুরক্ত হলে একথা তাকে জানাতে কুণ্ঠিত হয়ো না। সামান্য সময়ের জন্য একটু ধৈর্য ধারণ করুন। হয়ত এটা পরীক্ষা হচ্ছে, পরীক্ষার কথা যদি আগে থেকেই জানিয়ে দেয়া হয় তবে পরীক্ষা কিসের।

* ব্যস্ততা খুবই শান্তির জিনিস। এটা আল্লাহর রহমত যে কোনো না কোনো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখবে। সুতরাং আল্লাহ যে কাজ নিতে চায় সে কাজই করতে পারবে, অন্য কোনো কাজ করতে পারবে না।

* মানুষকে কানো কিছুর ওপর গর্ব করা উচিত নয়। ইলম ও প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও বিবেক, যুহদ ও তাকওয়া, ইবাদত ও আমল, বীরত্ব ও বাহাদুরী, রূপ ও সৌন্দর্য এ সবই আল্লাহ তাআলার দান, তারপরও গর্ব কিসের? গর্ব তো নিজের পূর্ণতার ওপর হয়। আর যখন নিজের পূর্ণতা বলতে কিছুই নেই তখন মুখাপেক্ষিতার খুবই প্রয়োজন। যদি অহঙ্কার করে তবে তা মঙ্গলজনক নয়।

www.banglakitab.weebly.com

* যার কোনো মুরব্বী থাকে তাকে জিজ্ঞেস করে সবকিছু করা উচিত, এর গুরুত্ব ছেলেমেয়েদেরকে ভালোভাবে বুঝাতে হবে।

* বড়দের সঙ্গে কোনো বিষয়ে যদি মতানৈক্য করা হয় তবে তা সবসময় দূষণীয় নয়। যদি নিয়ত ভালো থাকে তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, বড় যদি তা থেকেও বারণ করে তবে কিছু বলবে না। যখন তার পক্ষ থেকে অনুমতি হবে তখন বলতে পার।

* যদি ভুল (নিজের মুরব্বী কেউ ,উদাহরণস্বরূপ) পীরের হয় তবে মুরীদকে কোনো প্রকার অভিযোগ করা ঠিক নয়। হ্যাঁ, আদবের সঙ্গে তাকে এ বিষয়ে অবহিত করবে, যখন দেখবে তিনি নিজে নিজে সতর্ক হচ্ছেন না। যদি এই আশা থাকে যে, তিনি সতর্ক হয়ে যাবেন তবে চুপ থাকবে, তা সত্ত্বেও অভিযোগ করা অনর্থক।

* মানুষ যতক্ষণ দ্বীনের ব্যাপারে পছন্দ হবে না ততক্ষণ তার কোনো কথাই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তার কোনো কাজই সীমারেখার ভেতরে হবে না। বন্ধুত্ব হলে তা সীমাতিরিক্ত, শত্রুতা হলেও তা সীমার বাইরে। এমন ব্যক্তি ভয়ঙ্কর। প্রত্যেক জিনিসকে নিজের স্তরে রাখা এটাই বড় পূর্ণতা। বর্তমানে অধিকাংশ ওলামা ও মাশায়েখের মধ্যে এর অপূর্ণতা। তাদের কাছে কোনো জিনিসই নিজ নিজ স্তরে নেই।

* একটি অভিজ্ঞতার কথা আরজ করতে চাই যা অত্যন্ত উপকারী ও প্রভাবময়। তা হলো, কারো পেছনে পড়ে থাকবে না। এতে দু'ধরনের ক্ষতি (১) লোকদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এতে হয়ত তার কোনো উদ্দেশ্য বা স্বার্থ আছে, অন্যথায় এত তোষামোদ কেন? (২) এর দ্বারা ফেরকাও সৃষ্টি হয়, পারস্পরিক সন্দেহ বাড়ে। এ দুটি ছাড়াও তৃতীয় আরেকটি ক্ষতি হলো, প্রথম দিকে তো নিয়তে বিশুদ্ধতা থাকে, কিন্তু বিষয়টি যখন গড়ায় তখন প্রবৃত্তি সওয়ার হয়ে বসে। তখন কোনো সওয়াবও হয় না। মানুষের দৃষ্টিও সেদিকে কম যায়। এটাই তীক্ষ্ণ ও বাস্তব কথা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ـ

'অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশ তার উপকার হতো, পরন্তু সে বেপরোয়া।'

* আমাদের মধ্যে আরো একটি ব্যাধি ঢুকে গেছে। একত্রে বসে পরস্পরে বলাবলি করা হয় অমুক অনেক অগ্রসর হয়ে গেছে। অমুক কম অগ্রসর হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

কারো ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে অন্যের মন্দ চর্চা করা হয়। আমাদের আকাবির হযরতকে দেখিছি মজলিসে অনেক লোক থাকতেন। কিন্তু এটা জানা যেত না যে, কে কার কাছে মুরীদ?

* আমি তো আমার বন্ধুদেরকেও পরামর্শ দেই যে, আল্লাহ তাআলা যদি তাদেরকে কোনো দ্বীনী মাদরাসায় দরস-তাদরীসের তাওফীক দেন তবে যেন তারা কোনো সামাজিক ও ব্যবস্থাপনাগত দায়িত্ব গ্রহণ না করেন। কারণ এতদুভয়ের মধ্যে বৈপরীত্ব রয়েছে। মুদাররিস ও ইলমী খাদেমদের জন্য এটাই প্রকৃত শান যে, তারা তাদের প্রকৃত খেদমতে লেগে থাকবে। স্থানীয় ও রাষ্ট্রীয় কোনো রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে।

* হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব (রহ.) ওলামা, তোলাবা ও সুফিয়ানে কেরামের প্রতি ওসিয়ত করতেন যে, যে কাজে লেগে থাকবে তা যেন ইবাদত, নামায ও দু'আ হয়, অথবা কিতাব মুতালাআ হয় অথবা দরস তাদরীস হয় অথবা ওয়াজ নসীহত হয়। সবসময় এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করবে যে, এসব কাজের যতটুকু উৎসাহ উদ্দীপনা ও আগ্রহ দেলের মধ্যে থাকে তা নিঃশেষ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে দিবে না বরং কিছু স্পৃহা ও আগ্রহ বাকী থাকতেই তা ছেড়ে দিবে। এর ফল এই হবে যে, আবার শুরু থেকে স্পৃহা ও আগ্রহ জন্ম নেবে এবং অধিক কাজ দিবে। যদি স্পৃহা ও আগ্রহ সমাপ্ত হওয়ার পর কাজ শেষ করা হয় তবে পুনরায় স্পৃহা ও আগ্রহ জন্ম নেয়া অনেক কঠিন বিষয়। এতে কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে।

* যিনি প্রকৃতগতভাবেই আরামপ্রিয় তার দ্বারা কোনো কাজ হয় না।

* থানভী (রহ.) বলেন, ছোট জায়গায় থেকে অধিক কাজ হয়। কারণ অবসর সময় অনেক পাওয়া যায়। আর বড় জায়গায় থেকে ছোট কাজ করাও সম্ভব হয় না। কারণ এতে অধিকাংশ সময় ব্যয় হয় মানুষের মন জয় করতে। এ পর্যন্ত আমার যা কিছু কাজ হয়েছে এখানে থাকার বদৌলতেই। প্রকৃত কাজ তো অজ্ঞাত স্থানেই হয়ে থাকে।

হাকীমুল উম্মতের একটি মূল্যবান বাণী

কোনো বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বললেন, আমার মন চায় ওলামায়ে কেরামের মধ্যে দুটি জিনিস যেন একদম না থাকে—(১) অহংকার (২) লোভ-লালসা। এর কারণে তারা ইলমের বড় দৌলত থেকে মাহরুম থাকবে। ওলামায়ে কেরামের জন্য উচিত হলো ধনী লোকদের থেকে অমুখাপেক্ষী থাকা। তারা মোল্লাদেরকে নিকৃষ্ট মনে করে আর

www.banglakitab.weebly.com

এই নিকৃষ্ট মনে করার প্রধান কারণ হলো তারা মনে করে এরা লোভী। এর দ্বারা ইলম ও আলেমদের প্রতি বিরূপ ধারণা জন্ম নেয়। ওলামায়ে কেরামকে সবসময় এ আয়াতটি ধ্যানে রাখতে হবে—

وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ

'একমাত্র আল্লাহরই জন্য আসমান ও জমিনের সমস্ত ভাণ্ডার।'

দীনের মধ্যে অবশ্যই ভালোবাসা ও সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। ওলামায়ে কেরাম যদি তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন তবে অবশ্যই সবার কাছে প্রিয় হবেন। আমি অমুখাপেক্ষিতা নয় অমুখাপেক্ষিতার কিছুটা চেষ্টা করি। কিন্তু এতে লোকেরা মনে করে থাকে আমি খুব কঠোর মানুষ। আমি সত্য করে বলছি, আমি কঠোর নই, তবে আমার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ অবশ্যই আছে। কেউ এটাকে আমার কঠোরতা মনে করে থাকেন তবে তা প্রতিকারের কোনো মহৌষধ আমার কাছে নেই। যখন লোকেরা মোল্লা-মৌলভীদেরকে নিকৃষ্ট মনে করে তখন সেই অহংকারীদের সঙ্গে এমন আচরণ করাই বাঞ্চনীয়। কারণ আত্মমর্যাদাবোধ ও লজ্জাবোধ বলে তো একটা কথা আছে। কিন্তু যদি কারো মধ্যে কোনো অনুভূতিই না থাকে তবে এর প্রতিকার কী?

ওলামায়ে কেরামের চারটি করণীয়

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, আমি এখানে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কথা আরজ করতে চাই। চারটি জিনিস ওয়াজ, দরস-তাদরীস, সৎকাজের আদেশ, লেখালেখি ওলামায়ে কেরামকে এগুলোর প্রতি বিশেষ মনোনিবেশন করা উচিত। এমনিভাবে ছাত্রদের সামনে মুদাররিস হয়ে বসবে, জনসাধারণের কাছে ওয়ায়েয এবং বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে সৎকাজের আদেশ করবে। বিশেষ মুহূর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেখানে নিজের প্রভাব রয়েছে সেখানে সৎ কাজের আদেশ করবে। কারণ সব স্থানে সৎ কাজের আদেশ প্রভাবময় হয় না। অনেক সময় জনসাধারণকে সৎ কাজের আদেশ করার দ্বারা বিরোধিতা বেড়ে যায়, যা যে কেউ বহন করতে পারবে না। যদি কারো বহন করানোর মতো যোগ্যতা থাকে তবে ভালো। তিনি সৎ কাজের আদেশ করবে। তবে জরুরী হলো নিজের তরফ থেকে কঠোরতা প্রকাশ করবে না। বরং নম্রতা ও বিনয়ের দ্বারা সৎ কাজের আদেশ করলেও যদি বিরোধিতা হয় তবে সহ্য করবে। যদি সহ্য করার মতো শক্তি না থাকে তবে বিশেষ কোনো সম্বোধন করবে না বরং সাধারণ সম্বোধনের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকবে।

www.banglakitab.weebly.com

তিনটি কাজের কথা তো উল্লেখ হলো, চতুর্থ কাজ হচ্ছে লেখালেখি। ওলামায়ে কেরামকে প্রয়োজনের তাগিদে লেখালেখিও করা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে, সবাই লেখক ও বক্তা হয়ে যাক। বরং উদ্দেশ্য হলো, প্রয়োজন অনুপাতে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কিছু লোক লেখক ও বক্তাও হওয়া জরুরী।

যদি কোনো দেশ বা প্রদেশে প্রয়োজনীয় ওয়ায়েয বিদ্যমান থাকে তবে অন্যান্য আলেমের জন্য ওয়ায়েয হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাকে দরস-তাদরীসে লিপ্ত থাকা উচিত। যদি কোথাও কোনো ওয়ায়েয বা বক্তাই না থাকে তবে মৌলভী সাহেবের জন্য এটা উচিত নয় যে, তিনি শুধু দরস ও তাদরীসে লিপ্ত থাকবেন বরং উচিত হলো প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ওয়াজও করা। ওয়াজে বিশেষ প্রভাব আছে। এর দ্বারা জনসাধারণের সংশোধন বেশি হয়ে থাকে। এছাড়া জনসাধারণ এর প্রতি বিরক্তিবোধ করেন না। বরং বেশ আগ্রহবোধ করেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি প্রভাব বিস্তার করে।

মোটকথা, লেখালেখির ফায়দাও ব্যাপক নয়, দরস তাদরীসের ফায়দা তো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—বিশেষ কোনো জামাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সবচেয়ে বেশি উপকৃত হওয়ার মাধ্যম ওয়াজ। এক ঘণ্টায় পাঁচ ছ-হাজার লোকের উপকার হয়ে যায়। এজন্য ওয়াজের ফায়দা ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাই সবাইকে এক্ষেত্রে মনোযোগী হওয়া উচিত।

ইলমের মর্যাদা

হযরত ঈসা ইবনে ইউনূস (রহ.) প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের অন্তর্ভুক্ত। সিহাহ সিত্তায় তাঁর বর্ণিত হাদীস রয়েছে, হযরত ইমাম মালেক (রহ.) ইমাম আওযায়ী (রহ.)-এর মতো ব্যক্তিত্বরা তাঁর উস্তাদ ইসহাক ইবনে রাহওয়াই এর মতো বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব তাঁর ছাত্র। তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য এটাও যে, তাঁর পিতা ইউনুসও তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁর একট ঘটনা মোল্লা আলী কারী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, বাদশা হারুনুর রশীদ যখন হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় আসলেন তখন প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-কে নির্দেশ করলেন তিনি যেন শহরের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসীনদেরকে বাদশার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য দাওয়াত দেন, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) সমস্ত মুহাদ্দিসদের কাছে বার্তা পাঠালেন, সবাই এসে যথাসময়ে হাজির হলেন। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ইদরীস ও ঈসা ইবনে ইউনুস আসলেন না।

বাদশা হারুনুর রশীদ যখন একথা জানতে পারলেন তখন তিনি তাঁর দু'ছেলে আমীন ও মামুনকে হযরত ঈসা ইবনে ইউনুসের কাছে পাঠালেন যেন

www.banglakitab.weebly.com

তাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনে আসে। তারা যখন ঈসা ইবনে ইউনুসের কাছে পৌঁছলো তখন তিনি খুশি হয়ে তাদেরকে হাদীস শুনিয়ে দিয়ে বিদায় দিলেন। বাদশা হারুনুর রশীদ এজন্য দশ হাজার দিরহাম পাঠালেন। কিন্তু তিনি তা কবুল করতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। হারুনুর রশীদ মনে করলেন, তিনি হয়ত দশ হাজার কম মনে করে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। এজন্য তিনি পুনরায় দ্বিগুণ মুদ্রা পাঠিয়ে দিলেন। যখন এ মুদ্রা ঈসা ইবনে ইউনুসের কাছে পৌঁছল তখন তিনি বললেন, যদি কেউ আমাকে হাদীসের বিনিময়ে এ মসজিদের ছাদ পর্যন্ত স্বর্ণ দ্বারা ভরে দেয়ার প্রস্তাব করে তবুও আমি তা কবুল করব না। সুতরাং হারুনুর রশীদ তাঁকে আর মুদ্রা গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করলেন না। (তারাশে—মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী)

ওলামা ও আসাতিযায়ে কেরামের জন্য হযরত ফকীহুল উম্মতের ১৪টি মূল্যবান ওসিয়ত

ফকীহুল উম্মত হযরত মাওলানা মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গূহী (রহ.) তাঁর প্রিয় ছাত্র ও খাদেম হযরত মাওলানা মুফতী আহমদ সাহেব কানপুরীকে যখন ডাবেলে দরসী খেদমতের জন্য পাঠাচ্ছিলেন তখন ওসিয়ত হিসেবে নিম্নবর্ণিত চৌদ্দটি নসিহত পেশ করেন, যেগুলো আমরা প্রত্যেকের জন্য মানা প্রয়োজন বলে মনে করি—

১. কোনো নেতৃত্ব ও পদ তালাশ করবে না যে, আমাকে অমুক কিতাব পড়াতে দিতে হবে বা অমুক পদ দিতে হবে।

২. কোনো ধরনের টাকা-পয়সা চাইতে পারবে না যে, আমাকে এত টাকা বেতন দিতে হবে।

৩. যদি কেউ বলে সে যোগ্য না তবে অন্তর দিয়ে বলে দিবে হ্যাঁ ভাই আমি একদম যোগ্য নই, মাদরাসা কর্তৃপক্ষ আমাকে এ পদে বসিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাকে এর যোগ্যতা দান করুন এবং কিতাবের হক আদায় করার তাওফীক দিন।

৪. কোনো তালিবুল ইলম কোনো প্রশ্ন করলে ধৈর্য ও নম্রতার সঙ্গে এর জবাব দিবে, যদিও যে উদ্দেশ্যমূলক কোনো প্রশ্ন করে।

৫. কিতাবের কোনো জায়গায় বুঝে না আসলে দু'রাকাত সালাতুল হাজত পড়ে দুআ চাইবে আর কিতাবের লেখকের জন্য ঈসালে সওয়াব করবে। এতে শর্ত হচ্ছে, লেখককে মুসলমান হতে হবে।

www.banglakitab.weebly.com

৬. অন্যের কিতাবে কোনো তালিবুল ইলমকে বলে দিতে সাবধানতা অবলম্বন করবে।

৭. ছাত্রদের থেকে কোনো খেদমত নিবে না। হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.) বলতেন, আমি আমার কোনো মুরীদ অথবা শাগরেদ থেকে খেদমত নেয়াকে হারাম মনে করি।

৮. ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা বা বিশেষ সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। কারণ বিভিন্ন উদ্দেশ্য সামনে এসে যেতে পারে?

৯. ছাত্রদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে। কারণ তারা তাদের কলবের ভূমিকে তোমার ইলমের বীজ বপন করার জন্য উর্বর করে দিয়েছেন। অন্যথায় তোমার ইলম এমনিতেই পড়ে থাকত।

১০. ছাত্ররা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে থাকে। কেউ নিজের উন্নতির জন্য কেউ উস্তাদকে পেরেশান করার জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি। সবারই উত্তর অত্যন্ত কৌশলে প্রজ্ঞার সঙ্গে দিবে, বিদ্বেষ ও বিতর্কসুলভ ভঙ্গিতে দিবে না।

১১. দরসসংশ্লিষ্ট কিতাবসমূহের লেখকদের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন সূরা ইখলাস পড়ে ইসালে সওয়াব করবে। তবে শর্ত হচ্ছে, লেখককে মুসলমান হতে হবে।

১২. সবকে যদি কোনো কথা ভুল বলে দেয়া হয় তবে তা থেকে ফিরে আসতে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করবে না।

১৩. মুতালাআ ছাড়া কখনও কোনো কিতাব পড়াবে না।

১৪. সবকের ব্যস্ততার কারণে তেলাওয়াত, তাসবীহ ইত্যাদি নিয়মিত আমলে যেন কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। (মাহনামায়ে নেদায়ে শাহী)

www.banglakitab.weebly.com

পরিশিষ্ট

পরিশেষে ওলামা ও সূফিয়ানে কেরামের আখলাকসংশ্লিষ্ট কুতবুল আলম ইমামে রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর একটি মুল্যবান লেখা দিয়ে এ বিষয়ের পরিসমাপ্তি করতে চাই। তিনি লিখেন— 'সূফীদের আখলাক তাই যা নবী করীম (সা.)-এর অনুপম চরিত্র ছিল। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা অনুযায়ী 'নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত' এবং হাদীসে এ সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ হয়েছে এসবের ওপর আমলই সূফিয়ানে কেরামের আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। সূফিদের আখলাকের ব্যাখ্যা হলো—(১) নিজে নিজেকে ছোট মনে করা, এর বিপরীত হলো অহংকার (২) সৃষ্টিজীবের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করা এবং তাদের কষ্ট বরদাশত করা। (৩) নম্র ও কোমল আচরণ করা এবং রাগ ও গোস্বা ছেড়ে দেয়া (৪) সহমর্মিতাবোধ ও অন্যকে প্রাধান্য দেয়া সৃষ্টির ওপর দয়ার্দ্র হয়ে। যার মমার্থ হচ্ছে, অন্যের হককে নিজের ওপর প্রাধান্য দেয়া। (৫) দান-সদকা করা (৬) ক্ষমাশীল ও দয়াবান হওয়া (৭) হাস্যোজ্জ্বল ও ফুরফুরে মেজাজ (৮) কোমল ও সহজ আচরণ করা (৯) লৌকিকতা ও প্রদর্শন মানসিকতা ছেড়ে দেয়া (১০) অকাতরে ব্যয় করা এবং নিজেকে অন্যের কাছে হাত পাতা থেকে রক্ষা করা (১১) আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা (১২) দুনিয়ার সামান্য সুযোগ-সুবিধার ওপর সন্তুষ্ট থাকা (১৩) পরহেজগারী অবলম্বন করা (১৪) ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধে না জড়ানো, তবে হকের জন্য ন্যায্যভাবে। (১৫) হিংসা, বিদ্বেষ ও অহমিকা না রাখা। (১৬) সম্মান ও প্রতিপত্তির প্রত্যাশী না হওয়া (১৭) অঙ্গীকার পূর্ণ করা (১৮) ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দূরদর্শিতা (২০) ভাইদের সঙ্গে হৃদ্যতা ও মহব্বত পূর্ণতার সঙ্গে পৃথক থাকা (২১) উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া (২২) প্রতিবেশী মুসলমানের জন্য খরচ করা।

সূফিসুলভ আখলাক হচ্ছে, নিজের জাহের ও বাতেনকে পরিশুদ্ধ করা। আর তাসাউফ আদবেরই অপর নাম। আল্লাহর মহান দরবারের আদব হলো, আল্লাহ তাআলা ছাড়া সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া

www.banglakitab.weebly.com

লজ্জার খাতিরে, আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহান শানের কারণে নিকৃষ্ট গোনাহ ও নাফরমানি থেকে নিজের প্রবৃত্তিকে হেফাজত করা।

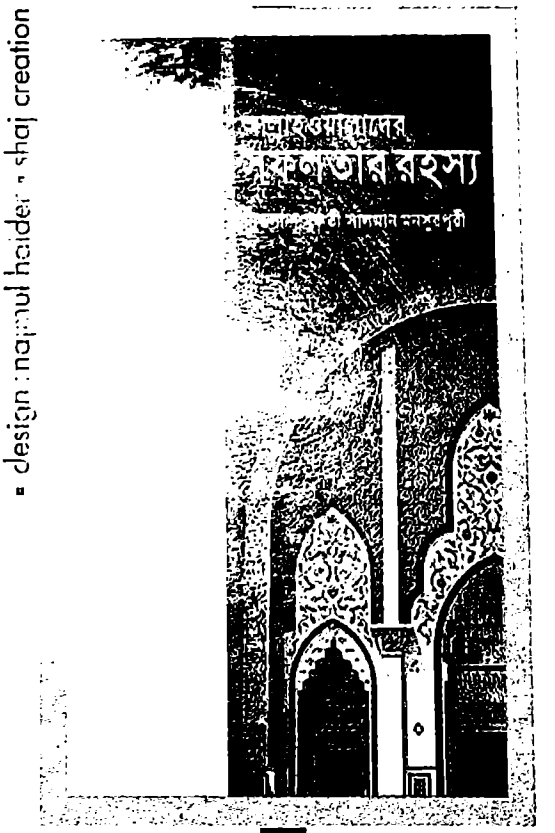
—(তারিখে মাশায়েখে চিশত)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাঁর মকবুল ও প্রিয় বান্দাদের আখলাক ও আমল অনুসরণ করার তাওফীক দিন। আর দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর মর্জি মোতাবেক চলার ব্যবস্থা করে দিন। আমীন।

اَللّٰهُمَّ اَنْعِشْنِىْ اَحْيِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَاهْدِنِىْ مَصَالِحَ الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ اَنَّهٗ لَا يَهْدِىْ مَصَالِحَهَا وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

সমাপ্ত

www.banglakitab.weebly.com



দারুল উলুম লাইব্রেরী
[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.banglakitab.weebly.com